রাহে আমল

২

মূল

আল্লামা জলীল আহসান নদভী

অনুবাদ

হাফেয আকরাম ফারুক

www.icsbook.info

www.icsbook.info

রাহে আমল

[জীবন চলার পথের অতীব প্রয়োজনীয় একটি অনন্য হাদীস সংকলন]

২য় খণ্ড

আল্লামা জলীল আহসান নদভী

অনুবাদ
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

মহানগর প্রকাশনী
৪৮/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০

www.icsbook.info

প্রকাশনায়
মহানগর প্রকাশনী
৪৮/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা –১০০০

অনুবাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পরিবেশনায়

আধুনিক প্রকাশনী

❑ ২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

❑ ৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেল গেট) ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

❑ ১০ আদর্শ পুস্তক বিপনী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০

❑ কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১, মগবাজার ওয়ারলেস
রেলগেইট ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩১১২৯২

তাসনিয়া বই বিতান
৪৯১/১, বড় মগবাজার (দৈনিক
সংগ্রামের বিপরীতে), ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৫৪৩৬৮, ০১৭১২০৪৩৫৪০

কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪, এলিফ্যান্ট রোড,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩১২৩৯, ৯৩৩৩১৫৮১

১১শ প্রকাশ

ছফর	১৪২৮
ফাল্গুন	১৪১৪
ফেব্রুয়ারি	২০০৮

হাদীয়া ঃ ১১৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.icsbook.info

অনুবাদকের কথা

বিখ্যাত হাদীস সংকলন 'রাহে আমল' আমার অনুবাদ জীবনের প্রথম ফসল। কারার নির্যাতিত জীবনে সশ্রম কারাদণ্ডের কঠিন দণ্ড ভোগার ফাঁকে ফাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেনারেল কিচেনের অর্থাৎ রন্ধনশালার—জেলের ভাষায় 'চৌকা' দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের চুল্লির অসহ তপ্ত পরিবেশে বসে বসেই উর্দু রাহে আমল হতে বাংলা 'রাহে আমল'টি অনুবাদ করি।

১৯৭২ সনে আওয়ামী লীগ সরকার বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারের অপহরণের অভিযোগে সম্পূর্ণ মিথ্যামিথ্যিভাবে আমাকে জড়িয়ে ৩৬৪ ধারায় মামলা দেয়। 'শিকল পরা দিনগুলো'তে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ১৯৭২ সনের ১৭ জুলাই ঢাকার স্পেশাল ট্রাইবুনাল কোর্ট আমাকে এ মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। প্রকাশ, তখন এ ধারায় সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল ১০ বছর।

আদালতের রায়ের দণ্ড মাথায় করে কারাগারে ফেরত এলাম। পরের দিন ১৮ জুলাই ভোরে-সশ্রম কারাদণ্ডের শ্রম ঠিক করার জন্য আমাকে কারাগারের কেইস টেবিলে আনা হয়। কারাগারের সুবেদার আবদুল কাদের আমাকে শিক্ষিত লোক বলে আখ্যায়িত করে সহজ শ্রম দেবার জন্য জেলারের কাছে সুপারিশ করে। তার সুপারিশ উপেক্ষা করে জেলার নির্মলেন্দু রায় কারাগারের সবচেয়ে কঠিন শ্রম সাধারণ রন্ধনশালায় আমার কাজ পাশ করে। তখনো আমি রন্ধনশালার কাজের ভয়াবহতা বুঝিনি। রন্ধনশালার শ্রম ভোগ করে দিন কাটাচ্ছি। ঠিক এ সময় একদিন হাইকোর্ট থেকে আমার নামে একটি 'সমন' এলো। আমার শাস্তি কম হয়ে গেছে বলে আওয়ামী সরকার ৩৬৪ ধারার শাস্তি বাড়িয়ে ২০ বছর অথবা ফাঁসি দেবার আইন করে জাতীয় সংসদে তা পাশ করে আমার কেইসটি রেট্রোসফেক্টিভ এফেক্ট দিয়ে ৮ বছর থেকে শাস্তি বাড়িয়ে ২০ বছর অথবা ফাঁসি দেবার জন্য হাইকোর্টে আপীল করে।

এরি মধ্যে একদিন ঢাকা মহানগরীর তৎকালীন আমীর মরহুম মাওলানা নূরুল ইসলাম সে সময়ের মহানগরীর কর্মপরিষদ সদস্য জনাব মাওলানা আ. শ. ম. রুহুল কুদ্দুস শহিদ মারফত রাহে আমলের উর্দু কপিটি একখণ্ডে আমার কাছে কারাগারে পাঠিয়ে দেন। বলে আমি যেনো রাহে আমলটি অনুবাদ করে জেলের দুঃসহ জীবন কাজে লাগাই।

১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্টের ঐতিহাসিক দিনে রাহে আমলের অনুবাদ শেষ করে আমি বইটি মহানগরীকে উৎসর্গ করে বাইরে পাঠিয়ে দেই।

১৯৭৬ সনে ৩রা মে আমি হাইকোর্টের রায়ে মুক্তি পেয়ে আসার আগে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী সেই কঠিন সময়ে বইটি প্রকাশ করতে পারেনি। পরবর্তীতে মহানগরীর আমীর জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ আমাকে বইটি প্রকাশ করে মহানগরীকে রয়্যালটি প্রদান করার পরামর্শ দেন। তারপর থেকে আমি মুরাদ পাবলিকেশন্সকে দিয়ে বইটি প্রকাশ করে আধুনিক প্রকাশনীর মাধ্যমে পরিবেশন করে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীকে নিয়মিত রয়্যালটি দিয়ে আসছি। আল্লাহ আমার এ শ্রম ও দানকে কবুল করে আমার পরকালীন জীবনের কিছু পাথেয় দিলেই আমি শোকর আদায় করবো।

এ বইটির রয়্যালটি আমার মৃত্যুর পরও জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী পেতে থাকবে বলেও আমি আমার উত্তরাধীকারদেরকে লিখে দিয়েছি। আমীন।

বিনীত

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

www.icsbook.info

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের অধিকার অধ্যায়

জান ও মালের পবিত্রতা ১৭
মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা ১৮
মুসলানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ১৯
ভ্রাতৃত্ব একটি মজবুত প্রাসাদ ১৯
মু'মিনের আয়না ২০
অত্যাচারী বা অত্যাচারিত উভয় অবস্থায় মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করা ২১
মুসলমানের কষ্ট দূর করা এবং দোষ গোপন রাখা ২২
মুসলমান ভাইয়ের জন্য পছন্দ অপছন্দের মাপকাঠি ২৩
আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসা পোষণকারীদের মর্যাদা ২৪
সম্পর্ক ছিন্নের মেয়াদ ২৬
সামষ্টিক চরিত্র ২৭
মুসলমানদের দোষ ফাঁস করা থেকে বিরত থাকা ২৮
পরনিন্দার পরিণাম ২৯
মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকার ৩০
ক্ষমা ৩১
অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ৩২

জীব জানোয়ারের অধিকার অধ্যায়

জানোয়ারের প্রতি সদয় ব্যবহার ৩৩
পশুর জন্য আরামের ব্যবস্থা ৩৪
ভ্রমণকালে পশুর হক ৩৫

www.icsbook.info

বিষয়	পৃষ্ঠা
যবাই করার পদ্ধতি	৩৬
যবাই করার নিয়ম	৩৬
জীব-জন্তুর চেহারায় আঘাত করা নিষেধ	৩৭
অকারণে প্রাণী হত্যা করা	৩৭
পশু-পাখির কষ্টের প্রতি খেয়াল রাখা	৩৮
পশুর মধ্যে লড়াই বাধানো নিষিদ্ধ	৩৯
জীব-জন্তুকে পানি পান করানো	৪০

চারিত্রিক দোষত্রুটি অধ্যায়

অহংকার	**৪২**
অহংকার এবং সৌন্দর্য চর্চা দু'টি পৃথক জিনিস	৪২
অহংকারীর পরিণাম	৪৩
অহংকারের চিহ্ন বর্ণাঢ্য পোশাক	৪৩
খাওয়া পরার অহংকার ও অপব্যয়	৪৫
যুলুম ও নিপীড়ন	**৪৬**
কিয়ামত এবং যুলুমের অন্ধকার	৪৬
অত্যাচারীকে সাহায্য করা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল	৪৬
প্রকৃত কাংগাল	৪৭
মযলুমের ফরিয়াদ	৪৮
ক্রোধ	**৪৯**
ক্রোধের নিয়ন্ত্রণ	৪৯
ক্রোধের প্রতিকার	৫০
প্রতিশোধের শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়ার পুরস্কার	৫১
ক্রোধ ও বাক নিয়ন্ত্রণ	৫১
মু'মিনের চারিত্রিক গুণাবলী	৫২
রাসূলের উপদেশ— রাগ করো না	৫৩

www.icsbook.info

বিষয়	পৃষ্ঠা
কারো কথা ব্যাঙ্গার্থে নকল করা	৫৩
অপরের বিপদে খুশি হওয়া	৫৪
মিথ্যা	৫৪
মিথ্যা এবং কপটতা	৫৪
সবচেয়ে বড় মিথ্যা	৫৫
মিথ্যা বাহানা	৫৬
মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা	৫৭
ছোটদের সাথে মিথ্যা বলা	৫৭
হাসি-তামাসায় মিথ্যা	৫৯
জান্নাতের স্তরসমূহ	৫৯
অশ্লীল কথাবার্তা ও মুখ খারাপ করা	৬০
দুমুখো নীতি	৬১
নিকৃষ্টতম স্বাভাব	৬১
আগুনের দুটি জিহ্বা	৬২
পরনিন্দা	৬৩
পরনিন্দা ও মিথ্যা অপবাদের মধ্যে পার্থক্য	৬৩
পরনিন্দা ব্যভিচার হতেও জঘন্য	৬৪
গীবত বা পরনিন্দার ক্ষতিপূরণ	৬৫
মৃত ব্যক্তির কুৎসা বর্ণনা করা	৬৫
অন্যায়ের সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব করা	৬৬
অপরের পার্থিব স্বার্থে নিজের পরকাল বরবাদ করা	৬৬
গোত্রীয় পক্ষপাতিত্ব করা	৬৬
অন্যায় সমর্থনে ধ্বংস অনিবার্য	৬৭
সম্মুখে অহেতুক প্রশংসার নিন্দা	৬৮
মুখের উপর প্রশংসা	৬৯
ফাসেকের প্রশংসা	৭০

www.icsbook.info

বিষয়	পৃষ্ঠা
মিথ্যা সাক্ষ্য	৭১
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং শিরক করা সমান গুনাহ্	৭১
ওয়াদা পালনের নিয়ত	৭৩
দোষক্রুটি বর্ণনা	৭৪
যাচাই করা ছাড়া কথা রটানো	৭৫
কুৎসা রটনা করা	৭৬
পরনিন্দুক জান্নাত হতে বঞ্চিত থাকবে	৭৬
পরনিন্দুক শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকবে	৭৭
পরনিন্দা এবং কুৎসা রটনা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা	৭৭
হিংসা সৎ কাজগুলোর জন্যে আগুন	৭৮
কুদৃষ্টি	৭৮
প্রথম দৃষ্টি	৭৮
দ্বিতীয় দৃষ্টি	৭৯
চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়	
নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য	৮০
নবীর আদর্শ	৮১
উত্তম চরিত্রের উপদেশ	৮১
চারিত্রিক বলিষ্ঠতা	৮২
সাদাসিদে সরল জীবন	৮৩
পরিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা	৮৩
অপরিপাটি চুল শয়তানী কাজ	৮৪
ধন-সম্পদ ও মামুলি বেশভূষা	৮৫
সালামের ব্যাপক চর্চা-ইসলামের সর্বোত্তম আলামত	৮৬
হৃদ্যতার চাবিকাঠি	৮৭
জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত	৮৭
দায়িত্বহীন কথাবার্তা	৮৮

www.icsbook.info

বিষয়	পৃষ্ঠা

দাওয়াত ও তাবলীগ ৮৯
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দাওয়াত কি ছিলো? ৮৯

রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে দ্বীন ৯৪
সফলতা-পরীক্ষার পথে ৯৪
হিজরত ও জিহাদ ৯৬

জামায়াত গঠনের প্রয়োজনীয়তা ৯৭
সফরে শৃংখলা ৯৭
দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ৯৮
জামায়াত ভুক্তির মাধ্যমে জান্নাত লাভ ৯৯

নেতা ও অধীনস্থ ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের ধরন ১০০
জামায়াত প্রধানের দায়িত্ব ১০০
বিশ্বাসঘাতক আমীর ১০১
অলস ও কুটিল নেতা ১০২
স্বজন প্রিয় নেতা ১০৩
নেতার উদারতা ১০৪
ধৈর্যশীল নেতা ১০৫
অনুগত্যের পরিসীমা ১০৫
নেতা এবং জনগণের কল্যাণ কামনা ১০৬

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ ১১১
বিদ'আতীর প্রতি সম্মান ১১১
মুনাফিকের নেতৃত্ব ১১২
মদ পানকারীর সেবা ১১৩
দ্বীনের ব্যাপারে আপোষ করার পরিণাম ১১৩
অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখা এবং অপরিহার্য দায়িত্ব ১১৫
প্রতিবেশীকে দ্বীনের শিক্ষা দেয়া ১১৬

www.icsbook.info

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমলহীন আহ্বান	১১৯
নিজে সংশোধিত না হয়ে অপরকে উপদেশ দান	১১৯
আগুনের কাঁচি	১২০
পালনীয় কাজ	১২১
নিজেকে দিয়ে দাওয়াতের কাজ শুরু করা	১২২
জ্ঞান ও কাজ	১২৪
দীনি শিক্ষা অর্জন	১২৪
দীনের সঠিক জ্ঞান	১২৪
বিদ্যা অর্জনের প্রতিদান	১২৫
যিকর এবং ইলমের তুলনা	১২৬
দাওয়াত এবং তাবলীগের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা	১২৭
সপ্তাহে একবার নসীহত	১২৭
অধিক নসীহতের কুফল	১২৮
দীনের সহজ পদ্ধতি	১৩০
কথা বলার পদ্ধতি	১৩১
আবেগ ও প্রবণতার প্রতি লক্ষ	১৩২
আশা ও নিরাশার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা	১৩৩
দীনের খাদেমদের জন্যে সুসংবাদ	১৩৩
দীনের রক্ষকগণ আল্লাহর আশ্রয়ে অবস্থান করেন	১৩৩
রাসূলের প্রেমিকগণ	১৩৪
দীন ও দীনের বাহকদের অপরিচিতি প্রসঙ্গে	১৩৫
দীনের প্রতি আহ্বানকারীদের গুণগত বৈশিষ্ট্য	১৩৫
কৃতজ্ঞতা	১৩৫
গুনাহ-এর কাফ্‌ফারা হিসেবে কৃতজ্ঞতা	১৩৭
নতুন পোশাক পরিধানের জন্যে কৃতজ্ঞতা	১৩৮
আরোহণকালে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা	১৩৯

www.icsbook.info

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঘুম ও ঘুম থেকে জাগার দোয়া	১৪০
নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা	১৪১
বায়তুল হামদ বা প্রশংসার ঘর	১৪২
ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতায় রয়েছে প্রচুর কল্যাণ	১৪৩
কৃতজ্ঞতার অনুভূতি সৃষ্টির উপায়	১৪৪
লজ্জাশীলতা	১৪৪
ধৈর্য এবং দৃঢ়তা	**১৪৬**
ধৈর্য শ্রেষ্ঠ নেক কাজ	১৪৬
প্রকৃতিগত শোক, কষ্ট এবং ধৈর্য	১৪৬
ধৈর্য কাফ্ফারা স্বরূপ	১৪৮
বিপদ ও পরীক্ষায় আত্মসমর্পণ করা ও সন্তুষ্ট থাকা	১৪৯
দৃঢ়তা-পূর্ণাঙ্গ উপদেশ	১৪৯
ধৈর্যশীল এবং সৌভাগ্যবান ব্যক্তি	১৫০
ধৈর্যের পথে বাধা-বিপত্তি	১৫২
আল্লাহর উপর নির্ভরতা	**১৫২**
তাওয়াক্কুলের মূল রহস্য	১৫২
প্রচেষ্টা এবং তাওয়াক্কুল	১৫৪
আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলই হলো প্রশান্তির উপায়	১৫৫
তাওবা এবং ইসতেগফার	**১৫৫**
তাওবার উপর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি	১৫৫
তওবার সময়সীমা	১৫৭
ইসতেগফারের সীমা	১৫৭
কেবল আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো	১৫৮
সৃষ্টির প্রতি প্রেম	**১৫৯**
সর্বোত্তম আমল	১৫৯
দাসমুক্ত করা	১৬১
নেকের ধারণা ও মানদণ্ড	১৬১

www.icsbook.info

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিশুদ্ধ আমল	**১৬৫**
শিরক না করা	১৬৫
সংশোধন ও প্রশিক্ষণের উপাদানসমূহ	**১৬৬**
আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের বিবরণ	১৬৬
দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও আখেরাতের চিন্তা	**১৭১**
সজাগ মন ও মৃত্যুর প্রস্তুতি	১৭১
বিপদের ঘন্টা	১৭২
পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মহাসুযোগ হিসাবে ব্যবহার করবে	১৭৩
মৃত্যুর কথা স্মরণ করো	১৭৪
কবর যিয়ারত	১৭৭
কবরস্থানের সম্মান	১৭৮
আরাম প্রিয়তা	১৭৮
দুনিয়া প্রীতি ও মৃত্যু-ভীতি-লাঞ্ছনা কারণ	১৭৯
ইহকাল ও পরকালের তুলনা	১৮০
কে বুদ্ধিমান ?	১৮১
আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া	১৮২
প্রকৃত লজ্জা	১৮২
পূর্ণাঙ্গ উপদেশ	১৮৩
পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর চাওয়া	১৮৫
জান্নাত উদাসীনের জন্যে নয়	১৮৫
তিলাওয়াতে কুরআন	**১৮৬**
কুরআনের সুপারিশ	১৮৬
কুরআনের মর্যাদা	১৮৭
কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে নূরে ইলাহী অর্জন	১৮৭
অন্তরের মরিচা বিদূরীত করার উপায়	১৮৯

www.icsbook.info

বিষয়	পৃষ্ঠা
নফল এবং তাহাজ্জুদ	১৯০
আল্লাহর নৈকট্য লাভের পন্থা	১৯০
তাহাজ্জুদের উৎসাহ	১৯২
নিয়মিত আমল	১৯৪
রহমত নাযিলের সময়	১৯৪
আল্লাহর পথে ব্যয়	১৯৫
সর্বোত্তম মুদ্রা	১৯৫
সর্বোত্তম দান	১৯৬
ফেরেশতাদের দোয়া	১৯৭
প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা	১৯৭
আল্লাহর পথে খরচের প্রতিদান	১৯৮
বিত্তমান কৃপণদের পরিণাম ফল	১৯৯
যিকির ও দোয়া	২০০
আল্লাহর সঙ্গলাভ	২০০
আল্লাহর স্মরণই হলো প্রকৃত জীবন	২০০
যিকির শিক্ষাদান	২০১
সর্বোত্তম ইস্তিগফার	২০২
শোবার নিয়ম ও দোয়া	২০৩
দুশ্চিন্তা দূর করার দোয়া	২০৪
কয়েকটি বিশিষ্ট দোয়া	২০৫
নব দীক্ষিত মুসলমানের দোয়া	২০৮
নামাযের পর দোয়া	২০৯
বাস্তব দৃষ্টান্ত	২১০
নামায ও খুতবায় মধ্যানুবর্তীতা	২১০
মুক্তাদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ	২১১
দীর্ঘ নামায	২১১

www.icsbook.info

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিক্ষা দান পদ্ধতি	**২১২**
সামর্থ অনুযায়ী কাজের নির্দেশ	২১২
নামাযের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা	২১২
ধর্মে উদারতা	২১৪
আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা	২১৫
সৃষ্টির প্রতি দয়া	**২১৬**
ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়া	২১৬
দু'জনের খাবারে তৃতীয়জনের অংশ নেয়া	২২০
মন জয় ও সদ্ভাব সৃষ্টি করা	২২১
দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে	**২২২**
বিরোধীদের জন্যে দোয়া	২২২
রাসূলুল্লাহ স.-এর জন্যে সর্বাধিক দুঃসময়	২২৩
নবী স.-এর সঙ্গী-সাথীদের অবস্থা	**২২৬**
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাহাজ্জুদ নামায	২২৬
আল্লাহর পথে খরচ ও আল্লাহর যিকির	২২৬
দরিদ্রাবস্থায় মেহমানদারী	২২৮
মুস'য়াব ইবনে ওমাইর রা.-এর অবস্থা	২৩১
আসহাবে সুফ্ফার অবস্থা	২৩২
খুবাইব রা. সম্পর্কে দুশমনদের সাক্ষ্য	২৩৩
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ের রা.-এর সাথে আয়েশার রা. সম্পর্ক ছিন্ন	২৩৫
দাসদের উপর অন্যায় আচরণের অনুভূমি	২৩৮
আখেরাতের চিন্তা	**২৪০**
কেনো আযাব পাবার যোগ্য	২৪০
ইসলাম পূর্ব জীবনের গুনাহ সম্পর্কে	২৪২

www.icsbook.info

বিষয়	পৃষ্ঠা
বেশী করে নামায পড়ার পরামর্শ	২৪৩
শাহাদাতের পুরস্কার	২৪৪
ছোট ছোট গুনাহ	২৪৬
আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি ভালবাসা	২৪৬
ইসলামে নৈতিক চরিত্র	২৪৭
নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব	২৫০
ইসলামে নৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য	২৫১
ইসলামে নৈতিকতার ভিত্তি	২৫১
তাকওয়ামূলক জীবনধারা	২৫২
সাধারণ লোকদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ	২৫২
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের অপরিহার্যতা	২৫৪

জিহাদ অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম	২৫৫
জিহাদের ধারা ও প্রকৃতি	২৫৬
জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ	২৫৭
জিহাদের স্তর	২৫৮
জিহাদ ও ঈমান	২৬০
জিহাদে অর্থ ব্যয়	২৬০

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের অধিকার অধ্যায়

জান ও মালের পবিত্রতা ঃ

(٢٠٩) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حِجَّةِ الْوِدَاعِ، اَلاَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَ كُمْ وَاَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوْا نَعَمْ - قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثًا، وَيْلَكُمْ اَوْوَيْحَكُمْ، اُنْظُرُوْا لاَتَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ - بخارى ابْنُ عمر رض

শব্দের অর্থ ঃ فِيْ حِجَّةِ الْوِدَاعِ 'ফি হিজ্জাতিল ওয়িদায়ি' – বিদায় হজ্জ। حَرَّمَ 'হাররামা' – পবিত্র ঘোষণা করেছেন। دِمَاءَ كُمْ 'দিম'য়াকুম' – তোমাদের রক্ত। اَمْوَالَكُمْ 'আমওয়ালাকুম' – তোমাদের সম্পদ। هَلْ بَلَّغْتُ 'হাল বাল্লাগতু' – আমি কি পৌছে দিয়েছি? اَللّٰهُمَّ 'আল্লাহুম্মা' – হে আল্লাহ! اشْهَدْ '–ইশহাদ' – তুমি সাক্ষী থাকো। اُنْظُرُوْا 'উনযুরূ'–তামরা দেখো। لاَتَرْجِعُوْا 'লাতারজিঊ' – তোমরা ফিরে যেও না। رِقَابُ 'রিকাবুন' – ঘাড়, মাথা।

২০৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে উম্মতকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ মনে রেখো, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের ইয্যাতকে আল্লাহ এমন পবিত্র ঘোষণা করেছেন যেমন পবিত্র আজকের দিন, এ শহর এবং এ মাস। শোন! আমি কি আল্লাহর বাণী তোমাদের নিকট পৌছে দিয়েছি? তারা বললো ঃ হাঁ, আপনি

www.icsbook.info

পৌঁছে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী, আমি তোমার দ্বীনকে উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছি একথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করার পর বললেন, দেখো! তোমরা আমার পর কাফের হয়ে যেয়ো না মুসলিম হয়েও তোমরা একে অপরের মাথা কেটো না। –বুখারী

মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা ঃ

(٢١٠) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ - بخاری، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ بَايَعْتُ 'বাইয়াতু'–আমি বাইয়াত গ্রহণ করেছি। اِقَامِ الصَّلٰوةِ 'ইকামিসলাতি'–নামায কায়িম করতে। اِيْتَاءِ الزَّكٰوا 'ইতায়ীয্যাকাতি' –যাকাত আদায় করতে। اَلنُّصْحُ 'আননুছহু'–সদুপদেশ। لِكُلِّ مُسْلِمٍ 'লিকুল্লী মুসলীমিন' – প্রত্যেক মুসলমানের জন্য।

২১০। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে সালাত কায়েম করার, যাকাত দেবার ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে কল্যাণ কামনা করার শর্তে বায়'আত গ্রহণ করিছে। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'বায়'আত' শব্দের অর্থ হলো বিক্রি করে দেয়া। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যখন কারো হাতে বায়আত গ্রহণ করে তখন প্রকৃতপক্ষে সে এ ওয়াদাই করে যে, সারা জীবন আমি আমার ওয়াদা পালন করে চলবো। জারীর ইবনে আবদুল্লা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিনটি জিনিসের ওয়াদা করেছিলেন। প্রথম যাবতীয় শর্তসহকারে নামায কায়েম করবে। দ্বিতীয় মালের যাকাত দেবে। তৃতীয় কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্যে ক্ষতিকর হবে এমন কিছু করবে না। বরং তাদের সাথে প্রেম, প্রীতি ও হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করবে। উম্মতে মুহাম্মদীর প্রত্যেকটি সদস্য একে অপরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করবে তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ এ হাদীসে রয়েছে।

www.icsbook.info

মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ

(٢١١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَدِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عَضْوٌ تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى ـ

ـ بخارى، مسلم نعمان بن بشير

শব্দের অর্থ ঃ تَرَاحُمِهِمْ 'তারাহুমিহিম' – তাদের সহযোগিতায় ও দয়ায়। تَوَادِّهِمْ 'তাওয়াদ্দিহিম' – তাদের হৃদয় নিংড়ানো সদ্ব্যবহার। تَعَاطُفِهِمْ 'তাআতুফিহিম' –তাদের হৃদ্যতাপূর্ণ আচার-আচরণে। اشْتَكٰى 'ইশতাকা' – পীড়িত হয়। تَدَاعٰى 'তাদাআ' – সাড়া দেয়। بِالسَّهَرِ 'বিস্‌সাহরি' – বিনিদ্রা। اَلْحُمّٰى 'আলহুমা' – জ্বর।

২১১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মু'মিনদেরকে পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা এবং হৃদ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয়ে পড়ে তাহলে অপর অঙ্গগুলোও জ্বর এবং নিদ্রাহীনতা সহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ দেহের দৃষ্টান্ত দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝাতে চেয়েছেন, মুসলিম জাতির এটি একটি স্বতন্ত্র ও স্থায়ী গুণ। দুনিয়ার যে কোন স্থানের ও যে কোন বর্ণের মুসলমানদের মধ্যেই এ গুণটি স্বাভাবিকভাবেই বিরাজমান। সর্বত্রই মুসলমানেরা একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও একাত্মতাবোধ প্রকাশ করে থাকে।

ভ্রাতৃত্ব একটি মজবুত প্রাসাদ ঃ

(٢١٢) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ـ ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ ـ

ـ بخارىْ، مسلم ابو موسى

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ 'আলমু'মিনু লিলমু'মিনি' – এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য। كَالْبُنْيَانِ 'কালবুনইয়ানি' – অট্টালিকার মত يَشُدُّ 'ইয়াশুদ্দু' – গ্রথিত, গ্রন্থিত। بَعْضُهُ بَعْضًا 'বা'দ্বাহু বা'দ্বান' – একে অপরের। ثُمَّ 'সুম্মা' – অতঃপর। شَبَّكَ 'শাব্বাকা'–তিনি প্রবেশ করালেন। اَصَابِعَهُ 'আসাবিআহু' – তার আঙ্গুলগুলো।

২১২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের জন্যে অট্টালিকা স্বরূপ। যাড় এক অংশ অপর অংশকে শক্তি যুগিয়ে থাকে। অথঃপর তিনি এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। -বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মুসলিম সমাজকে অট্টালিকার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অট্টালিকার ইটগুলো যেমন পরস্পরের সাথে ঘনিষ্টভাবে মিলেমিশে থাকে। ঠিক তেমনি মুসলমানদেরকেও পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকা উচিত। দেয়ালের প্রত্যেকটি ইট যেমন অপর ইটকে শক্তিশালী করে এবং আশ্রয় প্রদান করে থাকে। ঠিক সেভাবে এক মু'মিন অন্য মু'মিন ভাইকে আশ্রয় প্রদান এবং সাহায্য সহযোগিতা করা উচিত। বিচ্ছিন্ন কতগুলি ইট যেমন একত্রিত হয়ে এক মজবুত ইমরাতে পরিণত হয়। তেমনি মুসলমানদের শক্তি নিহিত রয়েছে পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক ও একাত্মবোধের মধ্যে। যদি মুসলমানগণ বিচ্ছিন্ন ইটের ন্যায় বিক্ষিপ্ত থাকে তাহলে বাতাসের যে কোন ঝাপটা তাকে উড়িয়ে নিতে এবং পানির সামান্য স্রোত তাকে কচুরি পানার ন্যায় ভাসিয়ে নিতে সক্ষম হবে। অবশেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এক হাতের আঙ্গুলগুলো অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মুসলমানদের পারস্পরিক মিলন ও ঐক্যের এক বাস্তব চিত্র দেখিয়ে দিলেন।

মু'মিনের আয়না ঃ

(٢١٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَّرَائِهِ ـ

ـ مشكوة ابو هريرة رضـ

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ 'মিরআতুল মু'মিনি' – মুসলমানের আয়না। اَخُوالْمُؤْمِنِ 'আখুল্ মু'মিনি' – মু'মিনের ভাই। يَكُفُّ 'ইয়াকুফ্ফু'– রক্ষা করে। ضَيْعَتَهٗ 'দ্বাইআতাহু'– তার ধ্বংস। يَحُوْطُهٗ 'ইয়াহুতুহু'–তাকে ঘিরে রাখে। مِنْ وَّرَائِهٖ 'মিওঁ ওয়ারায়িহি' – তার পিছন থেকে।

২১৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক মু'মিন অন্য মু'মিনের আয়না এবং এক মু'মিন অন্য মু'মিনের ভাই। সে তার ভাইকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করে এবং পেছন থেকে থাকে হিফাযত করে।-মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য আয়না। অর্থাৎ এক মু'মিন অপর মু'মিনের বিপদ আপদকে নিজের বিপদ আপদ বলে মনে করে। যেভাবে সে নিজের কষ্টে ছটফট করে তেমনি সে অপর মু'মিনের কষ্টেও ছটফট করবে এবং তা দূর করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠবে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তোমাদের এক ভাই অন্য ভাইয়ের আয়না। অতএব এক ভাই অন্য ভাইয়ের কষ্ট দেখলে তা দূরীভূত করবে। এভাবে তার মধ্যে কোন দুর্বলতা দেখলে তাকে নিজের দুর্বলতা মনে করে দূর করার চেষ্টা করবে।

অত্যাচারী বা অত্যাচারিত উভয় অবস্থায় মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করা ঃ

(٢١٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْصُرُهٗ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهٗ ظَالِمًا؟ قَالَ تَمْنَعُهٗ مِنَ الظُّلْمِ فَذَالِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ۔

۔ بخاري، مسلم :انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اُنْصُرْ 'উনসুর'–সাহায্য করো। اَخَاكَ 'আখাকা'–তোমার ভাইকে। ظَالِمًا 'যালিমান'–অত্যাচারী। مَظْلُوْمًا 'মাযলুমান'–অত্যাচারিত।

www.icsbook.info

تَمْنَعُهُ 'তামনাউহু'–তাকে বিরত রাখো। فَذَالِكَ 'ফাযালিকা'–এইটাই نَصْرُكَ 'নাসরুকা'–তোমার সাহায্য اِيَّاهُ 'ইয়্যাহু'–বিশেষ করে

২১৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি তোমার ভাইয়ের সাহায্য করো। চাই সে যালিম হোক বা মযলুম এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! মযলুম হলে আমি তাকে সাহায্য করবো। কিন্তু যালিম হলে আমি তাকে কিভাবে সাহায্য করবো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, তাকে অত্যাচার করা হতে বিরত রাখবে। আর এটাই হলো তাকে সাহায্য করা।

–বুখারী, মুসলিম

মুসলমানের কষ্ট দূর করা এবং দোষ গোপন রাখা ঃ

(২১৫) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ومَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهٖ۔ ومَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۔ ومَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۔

۔ بخاری، مسلم ابن عمر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ لَايَظْلِمُهُ 'লা-ইয়াযলিমুহু'–সে তার প্রতি যুলুম করবে না। لَايُسْلِمُهُ 'লা-ইউস্‌লিমুহু'–তাকে (শত্রুর হাতে) সোপর্দ করবে না। حَاجَتُهُ 'হাজাতুহু'–তার প্রয়োজন। فَرَّجَ 'ফাররাজা'–সে বিপদমুক্ত করবে كُرُبَاتِ 'কুরুবাতিন'–বিপদসমূহ। سَتَرَ 'সাতারা'–সে গোপন করে।

২১৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে। আল্লাহ তার প্রয়োজন মেটাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে বিপদমুক্ত করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বিপদমুক্ত করবেন যে

www.icsbook.info

ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দোষ গোপন রাখবেন।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের শেষাংশের মর্মকথা হলো, যদি কোন নেক্কার মুসলমান ভুলবশত কোন ত্রুটি করে বসে তাহলে তাকে অন্যের চোখে হেয় করার উদ্দেশ্যে তা প্রকাশ করে বেড়াবে না। বরং তা গোপন রাখবে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর আইনসমূহ লংঘন এবং তাঁর নাফরমানী করতে থাকে সে ক্ষেত্রে তার দোষ গোপন রাখার স্থলে তা প্রকাশ করে দেয়ার নির্দেশই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন।

মুসলমান ভাইয়ের জন্য পছন্দ অপছন্দের মাপকাঠি ঃ

(٢١٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَايُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبُّ لاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهٖ ـ

ـ بخاری، مسلم انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ نَفْسِىْ 'নাফসী'–আমার জীবন। لَايُؤْمِنُ 'লা-ইউ'মিনু'–মুমিন হতে পারবে না। عَبْدٌ 'আবদুন'–কোন বান্দাহ। يُحِبُّ 'ইউহিব্বু'–সে পছন্দ করবে। لِنَفْسِهٖ 'লিনাফসিহি'–নিজের জন্য।

২১৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি ঃ কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে নিজের ভাইয়ের জন্যেও তা পছন্দ করবে।– বুখারী, মুসলিম

(٢١٧) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُوْلُ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيْهِ بَيْعًا وَفِيْهِ عَيْبُ الاَّ بَيَّنَهٗ لَهٗ ـ ابن ماجة

শব্দের অর্থ ঃ لاَيَحِلُّ 'লা-ইয়াহিল্লু'–হালাল নয়, ঠিক নয়। بَاعَ 'বাআ'–সে বিক্রি করলো। اَخِيْهِ 'আখীহি'–তার ভাই। عَيْبُ 'আইবুন'–দোষ-ত্রুটি। بَيَّنَهٗ لَهٗ 'বাইয়্যানাহু লাহু'–তার কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে।

www.icsbook.info

২১৭। উক্‌বা ইবন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। অতএব কোন মুসলিম তার ভাইয়ের নিকট কিছু বিক্রি করার সময় তাতে যদি কোন দোষ-ত্রুটি থাকে তা যেনো স্পষ্টভাবে বলে দেয়। কেনোনা দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা কোন মুসলিম ব্যবসায়ীর জন্য হালাল নয়।– ইবনে মাজা

আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসা পোষণকারীদের মর্যাদা ঃ

(٢١٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ لَاُنَاسًا مَا هُمْ بِاَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللّٰهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِرَوْحِ اللّٰهِ عَلٰى غَيْرِ اَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا اَمْوَالٍ يَتَعَاطُوْنَهَا فَوَ اللّٰهِ اِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُوْرٌ- وَاِنَّهُمْ لَعَلٰى نُوْرٍ لَايَخَافُوْنَ اِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُوْنَ اِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ- سورة يونس -٦٢ –ابوداؤد، شرح السنة

শব্দের অর্থ ঃ عِبَادِ اللّٰهِ 'ইবাদিল্লাহি' – আল্লাহর বান্দাগণ। يَغْبِطُهُمْ 'ইয়াগ্‌বিতুহুম' – তাদের জন্য আশ্চর্য হবেন। بِمَكَانِهِمْ 'বিমাকানিহিম' – তাদের মর্যাদার জন্য। تُخْبِرُنَا 'তুখবিরনা' আমাদেরকে জানাও। مَنْ هُمْ 'মান হুম' – তারা কারা ? تَحَابُّوْا 'তাহাব্বূ' – একে অপরকে ভালবাসতো। بِرَوْحِ اللّٰهِ 'বিরাওহিল্লাহি' – আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য। وُجُوْهَهُمْ 'উজূহাহুম' – তাদের চেহারা। نُوْرٌ 'নূরুন' – আলো। لَايَخَافُوْنَ 'লা-ইয়াখাফূনা'–তারা ভীত হবে না। لَايَحْزَنُوْنَ 'লা-ইয়াহ্‌যানূনা' – তারা চিন্তিত হবে না।

www.icsbook.info

২১৮। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা নবীও নন এবং শহীদও নন। অথচ আম্বিয়া ও শহীদগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষা বোধ করবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কারা ? জবাবে তিনি বললেন, এরা সেই সব ব্যক্তি যারা পরস্পরকে কেবল আল্লাহর দ্বীনের ভিত্তিতেই ভালোবাসতো। তাদের মধ্যে আত্মীয়তার কোন বন্ধন কিংবা ধন–সম্পদ আদান-প্রদানের কোন সম্পর্ক ছিলো না। আল্লাহর কসম! এদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময়। নিঃসন্দেহে তাঁরা নূর দ্বারাই পরিবেষ্টিত থাকবে। মানুষ যখন থাকবে ভীত বিহ্বল তখন এরা থাকবে শংকাহীন। মানুষ যখন থাকবে চিন্তায় নিমগ্ন তখন এরা থাকবে সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

"মনে রেখো, আল্লাহর বন্ধুগণ নিশ্চয়ই ভীত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।– সূরা ইউনুস ঃ ৬২। – আবু দাউদ, শরহে সুন্নাহ

ব্যাখ্যা ঃ মূল হাদীসে غبط শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অধিক পরিমাণে খুশী হওয়া। এ শব্দটি হিংসা দ্বেষ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে প্রথমোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসটির অর্থ হলো, কোন উস্তাদ যেমন নিজের ছাত্রের পদোন্নতি ও উচ্চমর্যাদা লাভের দরুন আনন্দিত হন। গর্ববোধ করে থাকেন। ঠিক একইভাবে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী নবী ও শহীদগণ এদের মর্যাদা দেখে খুশি হবেন। যাদের মর্যাদার কথা বর্ণিত হলো, এদের পারস্পরিক ভালোবাসার ভিত্তি ছিল একমাত্র আল্লাহর দ্বীন। রক্তের সম্পর্ক এবং ধন-সম্পদের লেনদেন তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ককে মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ করেনি। বরং ইসলাম এবং ইসলামী জীবন গঠনের উদগ্র বাসনাই তাঁদের পরস্পরকে নিঃস্বার্থ বন্ধুতে পরিণত করেছে। এসব লোকদেরকে ইহকালের সফলতা ও সাহায্যের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। পরকালের জন্য দেয়া হয়েছে স্থায়ী সুখ ও নেয়ামতের পূর্ণ আশ্বাস।

www.icsbook.info

সূরা ইউনুসের উল্লেখিত আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনয়নকারী, দ্বীনের পথে উৎপীড়িত ব্যক্তি, ঈমানী জীবন যাপনের প্রচেষ্টাকারী এবং জাহেলী জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংঘাত সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

"তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ, যেমন ইহকালে তেমন পরকালেও।"

সম্পর্ক ছিন্নের মেয়াদ ঃ

(٢١٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰذَا وَيَعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُ هُمَا الَّذِىْ يَبْدَاُ بِالسَّلَامِ - بخارى، مسلم ابو ايب انصار رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَنْ يَّهْجُرَ 'আইঁ ইয়াহজুরা' – সম্পর্ক ছিন্ন করা। فَوْقَ 'ফাওকা'–উপরে। ثَلَاثِ لَيَالٍ 'সালাসি লায়ালিন' – তিন রাত يَلْتَقِيَانِ 'ইয়ালতাকিয়ানি' – তাদের দু'জনের দেখা হয়। فَيَعْرِضُ 'ফাইয়া'রিযু' – ফিরে যায়। خَيْرُهُمَا 'খাইরুহুমা – তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম।

২১৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েয নয় যে, রাস্তায় দেখা হয়ে গেলেও একজন অপরজন হতে মুখ ফিরিয়ে রাখবে। আর দুজনের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে আগে সালাম দেবে। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'জন মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হওয়া এমন কি কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু তিন দিনের অধিককাল এ অবস্থায় থাকা কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয়। সাধারণত দু'ব্যক্তির মধ্যে এরূপ তিক্ততার সৃষ্টি হলে, উভয়ের মধ্যেই যদি কিছু আল্লাহভীতি থেকে থাকে তাহলে

www.icsbook.info

তিনদিন অতিবাহিত হবার পূর্বেই তাদের মধ্যে মিলনের আগ্রহ সৃষ্টি হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত দু'জনের একজন সালাম জানালেই এ শয়তানী তিক্ততার অবসান ঘটবে। এ জন্যে সর্বপ্রথম সালাম দানকারী, যার মাধ্যমে তিক্ততার অবসান সূচিত হবে তার মর্যাদা বেশী বলে এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য হাদীসেও একথার উল্লেখ আছে।

সামষ্টিক চরিত্র ঃ

(٢٢٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحديْثَ ـ وَلاَ تَحسَّسُوْا وَلاَ تَجسَّسُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا ـ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اخْوَانًا ـ

ـ بخارى، مسلم ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اِيَّاكُمْ 'ইয়্যাকুম' – তোমরা বেঁচে থাকবে। اَلظَّنُّ 'আয্যান্নু' – খারাপ ধারণা। اَكْذَبُ 'আকযাবু' – অধিক মিথ্যা। لاَتَحَسَّسُوْا 'লা–তাহাস্সাসু' – তেনমরা কারো গোপন খবর বের করার চেষ্টা করো না। وَتَجسَّسُوْا 'ওয়ালা তাজাসসাসুঃ–ক্ষতি করার জন্য কারো গোপন কথা শুনতে চেষ্টা করবে না। وَلاَ تَنَاجَشُوْا 'ওয়ালা-শানাজাশূ' – তোমরা পরস্পর দাম বৃদ্ধি কর নাক্ষ لاَتَدَابَرُوْا 'লা-তাদাবারু' – কারো ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না।

২২০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা খারাপ ধারণা পোষণ করা হতে বিরত থেকো। কেনোনা খারাপ ধারণাপ্রসূত কথা নিকৃষ্টতম মিথ্যা। তোমরা অপরের দোষ খুঁজে বেড়িও না। কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে গোপন খবর বের করার চেষ্টা করো না। কারো একান্ত গোপন কথা শুনার চেষ্টা করো না এবং পরস্পরের প্রতি হিংসা–বিদ্বেষ পোষণ করো না। একজন অপরজনের অনিষ্ট সাধনের জন্য পিছে লেগে থেকো না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দাহ হয়ে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে বসবাস করো। –বুখারী, মুসলিম

www.icsbook.info

মুসলমানদের দোষ ফাঁস করা থেকে বিরত থাকা ঃ

(٢٢١) صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يامعشر من اسلم بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه لاتؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولاتتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عورة اخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله - ترمذى ابن عمر رض

শব্দের অর্থ ঃ صعد 'সায়ি'দা' – তিনি আরোহণ করলেন। المنبر 'আলমিম্বারা'–মিম্বরে فنادى 'ফানাদা'– আর তিনি আহবান করলেন। بصوت رفيع 'বিসাউতিন রাফিইন'–উচ্চস্বরে। يامعشر 'ইয়া মাশারা' – হে লোকেরা! لم يفض 'লাম ইউফযে'–পৌছেনি। لاتؤذوا 'লাতুযু' – কষ্ট দিও না। لاتعيروهم 'লা তুআইয়্যেরুহুম'–তাদেরকে শরম দিও না। لاتتبعوا 'লাতাত্তাবিউ'–পিছে লেগে থেকো না। عوراتهم 'আওরাতিহিম' – তাদের গোপন কথা। يتبع 'ইয়াত্তাবিউ' – পেছনে লেগে থাকে। يفضحه 'ইয়াফদাহুহু' – তাকে অপমান করবেন। جوف رحله 'জাওফা রিহ্‌লিহী' – তার ঘরের নিভৃত কোণে।

২২১। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর বসে উচ্চস্বরে বললেন, হে লোক সকল! যারা মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ করছো। কিন্তু ঈমান এখনো অন্তরে পৌছেনি। তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে লজ্জা দিয়ো না এবং তাদের দোষ-ত্রুটির পিছে লেগে থেকো না। কেনোনা যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের দোষ উদঘাটনের পশ্চাতে লেগে থাকে, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দেন। আল্লাহ সে ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করে দেন, তাকে লজ্জিত ও অপমানিত করে ছাড়েন। যদি সে নিজের ঘরের মধ্যেও বসে থাকে।– তিরমিযি

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ মুনাফিকরা সত্যবাদী এবং নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে নানাভাবে দুঃখ-কষ্ট দিতো। তারা মুসলমানদের জাহেলী যুগের লজ্জাজনক বংশীয় দোষ-ক্রটির কথা লোক সম্মুখে বলে বেড়াতো। এ ধরনের লোকদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীস দ্বারা ধমক দিয়েছেন। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এ বক্তব্য প্রদানের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠস্বর এতই উচ্চ হয়েছিল যে, পার্শ্ববর্তী ঘরগুলোতে পর্যন্ত আওয়ায পৌঁছে যায় এবং মেয়েরাও একথাগুলো শুনেছিলো।

পরনিন্দার পরিণাম ঃ

(٢٢٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمَّا عَرَجَ بِىْ رَبِّىْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ اَظْفَارٌ مِّنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِىْ اَعْرَاضِهِمْ ـ ابو داؤد انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ وَلَمَّا عَرَجَ بِىْ رَبِّىْ 'ওয়া লাম্মা আরাজা বী রাব্বী' – আমার প্রতিপালক যখন আমাকে মি'রাজে নিয়ে গেলেন। اَظْفَارُ 'আযফারুন' – নখগুলো। نُحَاسُ 'নুহাসুন' – পিতল। يَخْمَشُوْنَ "ইয়াখমাশূনা' – তারা খামচাচ্ছে। وُجُوْهَهُمْ 'ওজূহাহুম' – তাদের চেহারা। صُدُوْرَهُمْ 'সুদূরাহুম' – তাদের বুক। مَنْ هٰؤُلَاءِ 'মান হাউলায়ি' – এরা কারা ? يَاْكُلُوْنَ 'ইয়াকুলূনা' – তারা খেতো। لُحُوْمَ النَّاسِ 'লুহূমান্নাসি' – মানুষের গোশত। اَعْرَاضِهِمْ 'আ'রাদ্বিহিম' – তাদের ইয্যত।

২২২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন আমার প্রতিপালক প্রভু আমাকে মে'রাজে নিয়ে যান তখন আমি এক সময় এমন এক শ্রেণীর লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো ছিলো পিতলের নখের মতো। এ নখ দ্বারা তারা নিজেদের চেহারা ও বুক খামচাচ্ছিলো। আমি তাদের সম্পর্কে জিবরীল আমীনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন,

www.icsbook.info

এরা সেই সব ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে লোকের গোশ্‌ত খেতো এবং তাদের ইয্‌যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো। –আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের গোশ্‌ত খাওয়ার অর্থ, লোক সমাজে তাদের গীবত ও নিন্দা করে বেড়াতো। তাদের সুনাম ও খ্যাতি বিনষ্ট করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকতো।

মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকার ঃ

(٢٢٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيْلَ مَاهُنَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ـ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ ـ مسلم ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ حَقُّ الْمُسْلِمِ 'হাক্কুল মুসলিমি' – এক মুসলমানের হক سِتٌّ 'সিত্তুন' – ছয়। مَاهُنَّ 'মা-হুন্না' – এগুলো কি ? لَقِيْتَهُ 'লাকীতাহু' – তোমার সাথে তার দেখা হবে। فَسَلِّمْ 'ফাসাল্লিম' –তখন তাকে সালাম করবে। دَعَاكَ 'দা'আকা' – তোমাকে দাওয়াত দিবে। فَاَجِبْهُ 'ফা আজিবহু' –তা গ্রহণ করবে। اِسْتَنْصَحَكَ 'ইস্তানসাহাকা' – সে তোমার নিকট উপদেশ চাইবে। فَانْصَحْ لَهُ 'ফান্‌সাহ্ লাহু' – তুমি তাকে উপদেশ প্রদান করবে। اِذَا عَطَسَ 'ইযা আতাসা' – যখন হাঁচি দেবে। اِذَا مَرِضَ 'ইযা মারিযা' – যখন অসুস্থ হবে। فَاتَّبِعْهُ 'ফাত্তাবি'হু' – তাকে দেখতে যাবে।

২২৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন মুসলমানের উপর অপর একজন মুসলমানের ছয়টি অধিকার আছে। অধিকারগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ (১) কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা হলে তাকে সালাম জানাবে। (২) যখন তোমাকে সে দাওয়াত দিবে, তা গ্রহণ করবে। (৩) যখন সে তোমার কাছে শুভেচ্ছা ও কল্যাণ কামনা করবে, তাকে তা

www.icsbook.info

প্রদান করবে। (৪) যখন সে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলবে, তখন তার জবাব দেবে। (৫) যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়বে, তখন তাকে দেখতে যাবে এবং (৬) যখন সে মৃত্যুবরণ করবে, তখন তার জানাযায় শরীক হবে।

– মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ (ক) সালাম করার অর্থ কেবল 'আসসালামু আলাইকুম' শব্দের উচ্চারণ করা নয়। বরং এটা এমন একটি ঘোষণা ও স্বীকারোক্তি যে, আমার পক্ষ হতে তোমার জান এবং ইয্যত নিরাপদ। কোনভাবে আমি তোমাকে কষ্ট দেবো না। আর শুভেচ্ছা ও কল্যাণ কামনার অর্থ হলো, আল্লাহ তোমার দ্বীন ও ঈমানকে হেফাযত করুন এবং তোমার উপর তাঁর করুণা বর্ষণ করুন।

(খ) 'তাশমীত' শব্দের অর্থ হাঁচি। হাঁচি প্রদানকারীর জন্য মঙ্গল সূচক কথা বলা উচিত। যেমন 'ইয়ার হামুকাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। তুমি আল্লাহর আনুগত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকো। তোমার পক্ষ থেকে এমন কোন ত্রুটি বিচ্যুতি না ঘটুক যা অপরের হাসির খোরাকে পরিণত হবে।

ক্ষমা ঃ

(٢٢٤) اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ اِلاَّ الْحُدُوْدَ - ابو داؤد عائشة رض

শব্দের অর্থ ঃ اَقِيْلُوْا 'আকবিলূ' –ক্ষমা করে দিবে। ذَوِى الْهَيْئَاتِ 'যবীয়াল হাইআতি' – সৎ ও ভালো লোকের। عَثَرَاتِهِمْ 'আসারাতিহিম'– তাদের দোষ-ত্রুটি। اَلْحُدُوْدَ 'আলহুদূদু' – শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

২২৪। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সৎ ও ভালো কোনো লোকের দোষ-ত্রুটি হলে তা ক্ষমা করে দিবে। কিন্তু হুদুদ সংক্রান্ত ব্যাপারে নয়। –আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ কোন নেক্কার লোক যিনি কখনো আল্লাহর নাফরমানী করেন না। যদি কখনো হঠাৎ পদস্খলিত হয়ে কোন অন্যায় কাজ করে বসেন

www.icsbook.info

তাহলে তাকে হেয় দৃষ্টিতে দেখো না। কোনরূপ অসম্মান করো না। বরং তাকে মাফ করে দিও। অবশ্য যদি তার থেকে এমন কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয় যার সাজা শরীয়তে নির্দিষ্ট আছে। যেমন ব্যাভিচার, চুরি ইত্যাদি তাহলে এরূপ অপরাধ ক্ষমা করা যাবে না।

শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তিসমূহকে হুদুদ বলা হয়।

অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ঃ

(٢٢٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِانْتَقَصَهُ اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهٖ اَوْاَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اَلاَ 'আলা' – মনে রেখো। مُعَاهِدًا 'মুআহিদান' – কোন মুসলমান কোন অমুসলিম চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের উপর। اِنْتَقَصَ 'ইনতাকাসা' – অধিকার খর্ব করে। كَلَّفَهُ 'কাল্লাফাহু' – তাকে কষ্ট দেয়। بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ 'বিগাইরি তীবি নাফসিন' – অনিচ্ছায়, জোরপূর্বক। اَنَا حَجِيْجُهُ 'আনা হাজীজুহু' – আমি তার পক্ষে বাদী হবো। অভিযোগ উঠাবো।

২২৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মনে রেখো– যদি কোন মুসলমান কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়। তার অধিকার খর্ব করে। তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করবো। –আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এ হাদীসটির পূর্বে উল্লেখিত অধ্যায়গুলোতে প্রতিবেশী, মেহমান, পীড়িত ব্যক্তি এবং সফরসঙ্গীদের যেসব অধিকারের কথা বর্ণিত হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ই সমান।

www.icsbook.info

জীব জানোয়ারের অধিকার অধ্যায়

জানোয়ারের প্রতি সদয় ব্যবহার ঃ

(٢٢٦) عَنْ سَهَلَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ اتَّقُوْا اللهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً - ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ مَرَّ 'মাররা' – যাচ্ছিলেন। بِبَعِيْرٍ 'বিবায়ী'রিন' – উটের কাছ দিয়ে। قَدْلَحِقَ 'কাদ লাহিকা' – অবশ্যই লেগে গিয়েছিলো। ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ 'যাহরুহু বিবাতনিহি' – তার পেটের সাথে পিঠ। اتَّقُوْا اللهَ। 'ইত্তাকূল্লাহা' – আল্লাহ্কে ভয় করো। اَلْبَهَائِمِ 'আলবাহায়িমি' – চতুষ্পদ জন্তু। اَلْمُعْجَمَةِ 'আলমু'জামাতি' – বাকহীন। فَارْكَبُوْهَا 'ফারকাবূহা' – এর ওপর আরোহণ করো।

২২৬। সাহল ইবনে হাঞ্জালা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি রুগ্ন উটের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যার পিঠ পেটের সাথে লেগে গিয়েছিলো। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সকল বাকহীন পশুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। সুস্থ অবস্থায় এদের উপর আরোহণ করবে এবং সুস্থ অবস্থায়ই তাদেরকে ত্যাগ করবে। –আবু দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ জানোয়ারকে অভুক্ত রেখে কষ্ট দিলে আল্লাহ্ নারায হন। যখন তাদের দ্বারা কাজ নেয়া হয় তখন তাদেরকে উত্তমরূপে খাবার দেবে। এদের শক্তির বাইরে কোন কাজ করানো অন্যায়। এতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন।

www.icsbook.info

পশুর জন্য আরামের ব্যবস্থা ঃ

(২২৭) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ - فَدَخَلَ حَائِطًا لِّرَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَاِذَا فِيْهِ جَمَلٌ - فَلَمَّا رَاَى الْجَمَلُ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّم جَرْجَر وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ - فَاَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَمسح سَرَاتَهٗ اَىْ سَنَامَهٗ وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ - فَقَالَ مَنْ رَبُّ هٰذَا الْجَمَلِ ؟ لِمَنْ هٰذَا الْجَمَلُ؟ فَجَاءَ فَتًى مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ هٰذَا لِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ - فَقَالَ اَفَلاَ تَتَّقِى اللّٰهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهِيْمَةِ الَّتِيْ مَلَّكَكَ اللّٰهُ اِيَّاهَا - فَاِنَّهٗ يَشْكُوْ اِلَيَّ اَنَّكَ تُجِيْعُهٗ وَتُدْئِبُهٗ - رياض الصاحين

শব্দের অর্থ ঃ حَائِطًا 'হায়িতান' – বাগান। اَلْجَمَلُ 'আলজামালু'–উট। جَرْجَر 'জারজারা' – গোংগানীর আওয়াজ দিলো। ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ 'যারাফাত আইনাহু' – তার দু' চোখ বেয়ে অশ্রু বইতে লাগল। فَاَتَاهُ 'ফাআতাহু' – তিনি নিকটে এলেন। سَرَاتَهٗ 'সারাতাহু' – তার পিঠের কুঁজ। ذِفْرَاهُ 'যাফারাহু' – তার পিছনের হাঁড়। فَسَكَنَ 'ফাসাকানা' – অতঃপর সে শান্ত হয়। رَبُّ 'রাব্বু' – মালিক। فَتًى 'ফাতান' – যুবক। اَفَلاَ تَتَّقِيْ 'আফালা তাত্তাকী' – তুমি কি ভয় করো না। اَلْبَهِيْمَةُ 'আলবাহীমাতু' – চতুষ্পদ জন্তু। مَلَّكَ اللّٰهُ 'মাল্লাকাল্লাহু' – আল্লাহ মালিক করে দিয়েছেন। يَشْكُوْ اِلَيَّ 'ইয়াশকূ ইলাইয়্যা' – আমার কাছে সে অভিযোগ করছে। تُجِيْعُهٗ 'তুজীউ'হু' – তুমি তাকে উপোষ রাখছো। تُدْئِبُهٗ 'তুদয়িবুহু' – তার কাছ থেকে কাজ নিচ্ছো।

২২৭। আবদুল্লাহ ইবন্ জাফর হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসার ব্যক্তির বাগানে প্রবেশ করে তথায় একটি উট বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলেন উটটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.icsbook.info

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা মাত্র গোংগানীর আওয়াজ দিলো এবং তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু বইতে লাগলো। আল্লাহর নবী উটটির নিকটে গেলেন এবং এর পিঠ ও কোমরে হাত বুলিয়ে দিলে উটটি শান্ত হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, কে এই উটটির মালিক ? এটা কার উট ? একজন যুবক আনসার এগিয়ে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! উটটি আমার। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি এই নির্বাক জানোয়ারটির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো না যা আল্লাহ তোমার মালিকানাধীন করে দিয়েছেন ? এ উটটি তার বিগলিত অশ্রু ও বেদনা বিধুর আওয়াজ দ্বারা আমার নিকট অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাকে অভুক্ত রাখছো এবং এর দ্বারা একটানা কাজ নিচ্ছো।" –রিয়াযুস সালেহীন

ভ্রমণকালে পশুর হক ঃ

(٢٢٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَاَعْطُوْا الْاِبِلَ حَقَّهَا مِنَ الْاَرْضِ وَاِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَاَسْرِعُوْا عَلَيْهَا السَّيْرَ ـ مسلم ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ سَافَرْتُمْ 'সাফারতুম' – তোমরা সফর করো। فِي الْخَصْبِ। 'ফীল খাসাবি'– শস্য-শ্যামল এলাকায়। فِي السَّنَةِ 'ফীস্‌সানাতি' –খরা পীড়িত এলাকা। فَاَسْرِعُوْا 'ফাআসরাউ' – দ্রুত চালিয়ে নিয়ে যাবে।

২২৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন উর্বর ও শস্য-শ্যামল এলাকা ভ্রমণ করবে তখন ভূমি হতে উটকে তার হক প্রদান করবে। আর খরা পীড়িত এলাকা ভ্রমণকালে তাকে দ্রুত চালিয়ে নিয়ে যাবে। –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ ফসলের মৌসুমে ভূমি রসালো থাকার কারণে মাটিতে নানা প্রকারের ঘাস ও তৃণলতা জন্মায়। এ সময়ে সফর করলে মাঝে মধ্যে জানোয়ারকে ছেড়ে দিয়ে ঘাস লতাপাতা খাবার সুযোগ দিতে হবে। আর দুর্ভিক্ষ ও খরার মৌসুমে মাটি রসহীন হয়ে যায় কোন ঘাস-লতা উৎপন্ন হয়

www.icsbook.info

না। তাই এ সময়ের সফরে উটকে দ্রুত চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যেনো শীঘ্র গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায় এবং পথিমধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণায় তার কষ্ট না হয়।

যবাই করার পদ্ধতি ঃ

(٢٢٩) عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلَّم اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ - وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذَّبْحَ - وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ كَتَبَ 'কাতাবা'–নির্দেশ দিয়েছেন। اَلْاِحْسَانَ 'আল ইহসানা' – উত্তমভাবে। اِذَا قَتَلْتُمْ 'ইযা কাতালতুম' – যখন তোমরা হত্যা করবে। فَاَحْسِنُوْا 'ফাআহসিনূ' – তখন উত্তম পন্থায় করবে। يُحِدَّ 'ইউহাদ্দি – ধার তীক্ষ্ণ করবে। وَلْيُرِحْ 'ওয়ালইউরিহ' – আর শান্তি দেবে। ذَبِيْحَتَهُ 'যাবীহাতাহু'– যবেহের পশুকে।

২২৯। শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি কাজ উত্তম ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, তোমরা যখন হত্যা করবে তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে। আর যখন যবাই করবে তখন ভালো পন্থায় যবাই করবে। অবশ্যই তোমাদের ছুরির ধার তীক্ষ্ণ করবে এবং যবাইকৃত পশুকে আরাম দেবে। এমনভাবে যবাই করো না যাতে যবাইকৃত পশু দীর্ঘ সময় ধরে ছটফট করতে থাকে। বরং ধারালো অস্ত্র দ্বারা এমনভাবে যবাই করবে যাতে দ্রুত প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়।– মুসলিম

যবাই করার নিয়ম ঃ

(٢٣٠) عَنْ ابْنِ عُمَر رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ يَنْهٰى اَنْ تُصَبَّرَ بَهِيْمَةٌ اَوْغَيْرُهَا لِلْقَتْلِ -

- بخارى، مسلم

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ يَنْهٰى ইয়ানহা' – তিনি বারণ করেছেন। اَنْ يُّصْبِرَ আই ইউসাবিরা' – হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। لِلْقَتْلِ 'লিলকাতলি – হত্যার জন্য।

২৩০। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন চতুষ্পদ জন্তু কিংবা অন্য কোন প্রাণীকে (পাখী অথবা মানুষ) বেঁধে দণ্ডায়মান অবস্থায় তীর মেরে হত্যা করতে বারণ করতে শুনেছি। –বুখারী, মুসলিম

জীব-জন্তুর চেহারায় আঘাত করা নিষেধ ঃ

(٢٣١) عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِيْ الْوَجْهِ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ نَهٰى 'নাহা'–তিনি নিষেধ করেছেন। عَنِ الضَّرْبِ 'আনিয্যারবি'–মারতে। فِى الْوَجْهِ ' ফীল ওয়াজহি'–মুখমণ্ডলে, চেহারায়। عَنِ الْوَسْمِ 'আনিল্ ওয়াস্মি' – দাগ দিতে।

২৩১। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীব-জন্তুর চেহারায় আঘাত করতে ও দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। –মুসলিম

অকারণে প্রাণী হত্যা করা ঃ

(٢٣٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرُو بْنِ الْعَاصِ رضـ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَاَلَهُ اللّٰهُ عَنْ قَتْلِهِ ـ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ اَنْ يَّذْبَحَهَا فَيَاكُلَهَا وَلاَ يَقْطَعَ رَاْسَهَا فَيَرْمِي بِهَا ـ مشكراة

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ عُصْفُوْرًا 'উসফুরান'–চড়ুই পাখি। فَمَافَوْقَهَا 'ফামা ফাওকাহা'–তার চেয়ে ক্ষুদ্র। بِغَيْرِ حَقِّهَا 'বিগাইরি হাককিহা'–অধিকার ছাড়া। وَمَاحَقُّهَا 'ওয়া মা হাককুহা' – তার অধিকার কি ? اَنْ يَّذْبَحِهَا 'আই ইয়াযবাহাহা' – তাকে যবেহ করা। فَيَأْكُلَهَا 'ফাইয়াকুলাহা' – তারপর তাকে খাবে। رَأْسِهَا 'রাসাহা' – তার মাথা। فَيَرْمِيْ بِهَا 'ফাইয়ারমী বিহা' – তারপর তাকে ফেলে দিবে।

২৩২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চড়ুই অথবা তার চেয়ে ক্ষুদ্র কোন পাখী অনর্থক হত্যা করবে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে এ হত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! পাখীর হক কি ? উত্তরে তিনি বললেন, পাখি যখন যবাই করবে তখন তাকে খেয়ে ফেলবে। আর তার মাথা কাটার পর ফেলে দেবে না। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো, গোশ্‌ত খাবার উদ্দেশ্যে জীব-জন্তু শিকার করা জায়েয। আমোদ প্রমোদের উদ্দেশ্যে শিকার করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে শিকার করার অর্থ হলো, শুধু সখ করে শিকার করা। না খেয়ে ফেলে দেয়া।

পশু-পাখির কষ্টের প্রতি খেয়াল রাখা ঃ

(٢٣٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَاَيْنَا حُمَّرَةً مَّعَهَا فَرْخَانِ فَاَخَذْنَا فَرْخَيْهَا - فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تُفَرِّشُ - فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَّعَ هٰذِهِ بِوَالِدَهَا؟ رُدُّوْا وَلَدَهَا اِلَيْهَ - وَرَاٰى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَقْنَاهَا - قَالَ مَنْ حَرَقَ هٰذِهِ؟ فَقُلْنَا نَحْنُ - قَالَ اِنَّهُ لاَيَنْبَغِىْ اَنْ يُّعَذِّبَ بِالنَّارِ اِلاَّ رَبُّ النَّارِ - ابو داؤد

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ كُنَّا 'কুন্না'– আমরা ছিলাম। فَانْطَلَقَ 'ফানতালাকা' –তারপর তিনি চলে গেলেন। لِحَاجَتِهٖ 'লিহাজাতিহি' – তাঁর প্রয়োজনে। فَرَأَيْنَا 'ফারাআইনা'–আমরা দেখলাম। حُمْرَةً 'হুমরাতান –একটি পাখি, শালিক। فَرْخَانِ 'ফারখানি' – দু'টি বাচ্চা। فَجَعَلَتْ تُفْرِشُ 'ফাজাআলাত তুফরিশু' –ডানা মেলে বাচ্চাদের উপর ঝাপটা মারতে লাগলো। فَجَّعَ 'ফাজ্জাআ' –কষ্ট দিচ্ছো। رُدُّوا 'রদ্দু' – ফিরে দাও। قَرْيَةَ نَمْلٍ 'কারইয়াতা নামলিন' – পিঁপড়ার ঘর। قَدْحَرَّقْنَهَا 'কাদ হাররাকনাহা' – আমরা তা পুড়ে দিয়েছিলাম। لَايَنْبَغِيْ 'লা ইয়ামবাগী' – উচিত নয়। اَنْ يُّعَذِّبَ 'আইঁ ইউআযযিবা' – শাস্তি দেয়া। رَبُّ النَّارِ 'রাব্বুন্নারি' – আগুনের সৃষ্টিকর্তা।

২৩৩। আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পিতা আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। তিনি বিশেষ প্রয়োজনে বেরিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে আমরা একটি পাখি দেখলাম। যার সংগে দুটি বাচ্চা ছিলো। আমরা বাচ্চা দুটি ধরে ফেললাম। এতে পাখিটি তার ডানা বিস্তার করে বাচ্চাদের উপর ঝাপটা মারতে লাগলো। ইত্যবসরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এলেন এবং পাখিটির অস্থিরতা দেখতে পেয়ে বললেন, পাখিটাকে তার বাচ্চার কারণে কে কষ্ট দিচ্ছো ? তার বাচ্চা তাকে ফিরিয়ে দাও ? এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পিপড়ার ঘর দেখলেন যা আমরা পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঘরগুলো কে পুড়িয়েছে ? আমরা বললাম, আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, আগুন দ্বারা শাস্তি দেবার অধিকার একমাত্র আগুনের মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই। –আবু দাউদ

পশুর মধ্যে লড়াই বাধানো নিষিদ্ধ ঃ

(٢٣٤) نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ - ترمذى ابن عباس رضـ

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ اَلتَّحْرِيْشُ 'আত্‌তাহ্‌রীশু' – লড়াই বাঁধানো। بَيْنَ الْبَهَائِمِ। 'বাইনাল বাহায়িমি' – পশুদের মধ্যে।

২৩৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুদের মধ্যে লড়াই বাধানো ও লড়াই খেলানো নিষেধ করছেন। –তিরমিযি

জীব-জন্তুকে পানি পান করানো ঃ

(٢٣٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَمَا رجُلُ يَّمْشِى بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ - فَوجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ - ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبُ يَّلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ - فَقَالَ الرجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبِ مِنَ الْعطَشِ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ بلَغَ بِى - فَنَزَلَ الْبِئْر فَمَلاَ خُفَّهٗ ثُمَّ اَمْسَكَهٗ بِفِيْهِ فَسَقٰى الْكَلْب فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهٗ فَغَفَرَلَهٗ - فَقَالُوْا يَا رسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاِنَّا لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا؟ فَقَالَ نَعَمْ فِى كُلِّ ذَاتِ كَبَدٍ رسْبَةٍ اَجْرُ - بخاري، مسلم ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ يَمْشِىْ 'ইয়ামশী' – পথ চলছে। بِطَرِيْقٍ 'বিতারীকিন' –'রাস্তায়। اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ। 'ইশতাদ্দা আলাইহিল আতাশু' – সে ভীষণ পিপাসার্ত হলো। فَوَجَدَ 'ফাওয়াজাদা' – তারপর সে পেলো। بِئْرًا। 'বি'রান'–কূপ। يَلْهَثُ 'ইয়ালহাসু' – হাঁপাচ্ছে। يَاْكُلُ 'ইয়াকুলু' – খাচ্ছে। اَلثَّرٰى 'আস্‌সারা' – ভিজা মাটি। لَقَدْ بَلَغَ 'লাকাদ বালাগা' – নিশ্চয়ই পৌছেছে। اَلْعَطَسُ 'আল আতাশু' – পিপাসা। فَمَلاَ 'ফামালা' – সে পূর্ণ করলো। خُفَّهٗ 'খুফফাহু' – তার মোজা। فَسَقٰى 'ফাসাকা' – পান করালো। فَشَكَرَ اللّٰهَ 'ফাশাকারাল্লাহা' – আল্লাহর শোকর করলো। فِى الْبَهَائِمِ 'ফীল বাহায়িমি' – পশু-পাখির ব্যাপারে। اَجْرًا 'আজরান' – সওয়াব। ذَاتِ كَبَدٍ رَطْبَةٍ 'যাতি কাবাদিন রাতবাতিন' –প্রাণী।

www.icsbook.info

২৩৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক ব্যক্তি পথ চলতে গিয়ে ভীষণভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। সে এদিক সেদিক অনুসন্ধানের পর একটি কূপ দেখতে পেয়ে তার মধ্যে নেমে পানি পান করলো (তথায় বালতি এবং রশির ব্যবস্থা ছিল না)। অতঃপর কূপ হতে বের হয়ে এসে সে দেখতে পেলো একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে জিহ্বা বের করে ভিজা মাটি চাটছে। সে মনে মনে ভাবলো নিশ্চয়ই কুকুরটি তারই ন্যায় অত্যন্ত পিপাসার্ত। সে তৎক্ষণাৎ কূপে নামলো এবং স্বীয় চামড়ার মোজা পানি দ্বারা পূর্ণ করে মুখে ধারণ করে উঠে আসলো এবং কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ তার এ কাজটি অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহর রাসূল। পশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শণে আমাদের জন্য ছাওয়াব আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ। যে কোন প্রাণীর প্রতি সদয় ব্যবহার করলে ছাওয়াব লাভ করা যায়।– বুখারী, মুসলিম

www.icsbook.info

চারিত্রিক দোষত্রুটি অধ্যায়

অহংকার

অহংকার এবং সৌন্দর্য চর্চা দু'টি পৃথক জিনিস ঃ

(٢٣٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ - فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَّكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَّنَعْلُهُ حَسَنًا - قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ وَّيُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ - مسلم ابن مسعود

শব্দের অর্থ ঃ لَايَدْخُلُ 'লা-ইয়াদখুলু' – প্রবেশ করবে না। مِثْقَالَ ذَرَّةٍ 'মিসকাল যাররাতিন'– কণা পরিমাণ। كِبْرٌ 'কিবরুন'– অহংকার। يُحِبُّ 'ইউহিব্বু' – পছন্দ করে, ভালবাসে। حَسَنًا'হাসানান' – সুন্দর। اَلْجَمَالُ 'আলজামালু' – সুন্দর। بَطَرُ الْحَقِّ 'বাতরুল হাককি' – অহংকারের অর্থ হলো আল্লাহর ইবাদতের হক আদায় করা। غَمْطُ النَّاسِ। 'গামতুন্নাসি' – আল্লাহর বান্দাদেরকে হেয় মনে করা।

২৩৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে কনা পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, মানুষ চায় তার কাপড়-চোপড় জুতা-মোজা সুন্দর হোক। তাহলে এটাও কি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। এ মানসিকতা পোষণকারীও কি জান্নাত হতে বঞ্চিত থাকবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না এটা অহংকার নয়। আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকারের অর্থ হলো আল্লাহর ইবাদতের হক আদায় না করা এবং তার বান্দাদেরকে হেয় মনে করা। –মুসলিম

www.icsbook.info

অহংকারীর পরিণাম ঃ

(২৩৭) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ - ابو داؤد حارثه بن وهب رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلْجَوَّاظُ 'আলজাওয়াযু' – অহংকারী। اَلْجَعْظَرِيُّ 'আলজা'যারীইউ' – অহংকারের মিথ্যা ভানকারী।

২৩৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অহংকারী ও অহংকারের মিথ্যা ভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।
–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ মূল হাদীসে جَوَّاظُ এবং جَعْظَرِيُّ শব্দদুটো ব্যবহৃত হয়েছে। جَوَّاظُ শব্দের অর্থ অহংকারী, দাম্ভিকতা সহকারে চলাফেরাকারী, দুশ্চরিত্র, অসৎ সম্পদ সঞ্চয়কারী এবং কৃপণ। جَعْظَرِيْ এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যার নিকট দম্ভ করার মতো কিছু নেই বটে। কিন্তু মানুষের নিকট নিজেকে অগাধ ধন-সম্পদের অধিকারী বলে দাবী করে বেড়ায়। একথা কেবল ধন-দৌলতের সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়। বরং তাকওয়া, পরহেজগারী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতেও অহংকারী এবং মিথ্যা জ্ঞানের ভানকারী দেখা যায়।

অহংকারের চিহ্ন বর্ণাঢ্য পোশাক ঃ

(২৩৮) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ - اِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ اِلٰى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ - وَمَا اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِي النَّارِ - قَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - وَلَايَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَرَّ اِزْرَهُ بَطَرًا -

- ابو داؤد

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ اَزْرَةُ الْمُؤْمِنِ 'আযরাতুল মু'মিনি'–মুমিনের পরিধেয় বস্ত্র। اَنْصَافِ سَاقَيْهِ 'আনসাফি সাকাইহি'–দুই পায়ের নলার মাঝামাঝি। اَلْكَعْبَيْنِ 'আলকা'বাইনি'–উভয় টাখনুর গিরা। بَطْرًا 'বাতরান'–অহংকারবশত।

৩৩৮। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মু'মিনের পরিধেয় বস্ত্র পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকে। যদি তার নীচে এবং টাখনু গিরার উপরে থাকে তাহলেও কোন দোষ নেই। আর যদি টাগনু গিরার নীচে যায় তা'হলে তা হবে জাহান্নামীর কাজ (গুনাহের কাজ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা তিনবার বললেন। যাতে সকলের নিকট এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি কিয়ামতের দিন তাকাবেন না, যে অহংকার করে ভূমি স্পর্শকারী পোশাক পরিধান করে। –আবু দাউদ

(٢٣٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ - خُيَلاَءَ لاَيَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِزَارِىْ يَسْتَرْخِىْ اِلاَّ اَنْ اَتَعَاهَدَهُ - فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلَهُ خُيَلاَءَ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ جَرَّ 'জাররা'–টেনে চলে। خُيَلاَءَ 'খুয়ালাআ'–অহংকার করে। لاَيَنْظُرُ اللّٰهُ 'লা-ইয়ানযুরুল্লাহু'–আল্লাহ্ দেখবেন না। اِزَارِىْ 'ইযারী'–আমার লুঙ্গি। يَسْتَرْخِىْ 'ইয়াসতারখী'–ঢিলা হয়ে যায়। اَنْ اَتَعَاهَدَهُ 'আন আতাআহাদাহু'–আমার অনিচ্ছায়। اِنَّكَ لَسْتَ 'ইন্নাকা লাসতা'–নিশ্চয়ই আপনি নন।

২৩৯। আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকার

www.icsbook.info

ভরে নিজের পরিধেয় বস্ত্র (লুঙ্গি, প্যান্ট বা জামা) মাটির উপর দিয়ে টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার প্রতি তাকাবেন না (রহমতের দৃষ্টি দেবেন না)। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, আমার লুঙ্গি অসতর্ক অবস্থায় ঢিলা হয়ে পায়ের গিরার নীচে চলে যায় যদি আমি তা ভালভাবে বেঁধে না রাখি। এ ক্ষেত্রেও কি আমি আমার প্রতিপালকের রহমতের দৃষ্টি হতে বঞ্চিত থাকবো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা অহংকার করে এরূপ করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর লুঙ্গি ঢিলা হওয়ার কারণ এ ছিল না যে, তার পেট মোটা হয়ে গিয়েছিল বরং তার দেহ হালকা পাতলা হবার দরুন লুঙ্গি ঢিলা হয়ে যেতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যে ব্যক্তি অহমিকার কারণে গোড়ালীর নীচ পর্যন্ত লুঙ্গি বা পায়জামা ছেড়ে দেয় সে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হবে। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু গোটা বক্তব্যই শুনেছিলেন এবং একথাও জানতেন, তাঁর কাপড় অহমিকার কারণে গোড়ালীর নীচে যেতো না। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তির উপর পরকালীন মুক্তির চিন্তা প্রাধান্য বিস্তার করে তখন তিনি সামান্যতম গুনাহের সম্ভাবনা হতেও দূরে থাকেন। তাই তিনি এ ব্যাপারে মহানবীকে জিজ্ঞেস করে সন্দেহমুক্ত হলেন।

খাওয়া পরার অহংকার ও অপব্যয় ঃ

(٢٤٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ كُلْ مَاشِئْتَ وَالْبِسْ مَا شِئْتَ اِنْ اَخْطَاَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ وَّمَخِيْلَةٌ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ كُلْ 'কুল'–তুমি খাও। مَاشِئْتَ 'মা শি'তা–তুমি যা চাও। اَلْبِسْ 'আলবিস'–তুমি পরো। سَرَفٌ 'সারাফুন'–অপব্যয়। مَخِيْلَةٌ 'মাখী'লাতুন'–অহংকার।

২৪০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা খাও এবং যা ইচ্ছা পরো কিন্তু অহংকার ও অপব্যয় করবে না। –বুখারী

www.icsbook.info

যুলুম ও নিপীড়ন

কিয়ামত এবং যুলুমের অন্ধকার ঃ

(٢٤١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ اَلظُّلْمُ 'আয্‌যুলমু'–অত্যাচার। ظُلُمَاتٍ 'যুলুমাতিন'–অন্ধকার। يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'ইয়াওমাল কিয়ামাতি'–কিয়ামতের দিন।

২৪১। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অত্যাচার ও নিপীড়ন কিয়ামতের দিন অত্যাচারীর জন্যে ভয়ানক অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে।–বুখারী

অত্যাচারীকে সাহায্য করা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল ঃ

(٢٤٢) عَنْ اَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ـ قَالَ مَنْ مَشٰى مع ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلَامِ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ سَمِعَ 'সামিআ'–সে শুনেছে। مَنْ مَشٰى 'মান মাশা'–যে চলে। مَعَ ظَالِمٍ 'মাআ যালিমিন'–যালেমের সাথে। لِيُقَوِّيَهُ 'লিইউকাওয়িয়াহু'–তার শক্তি বৃদ্ধির জন্য। فَقَدْ خَرَجَ 'ফাকাদ খারাজা'–সে অবশ্যই বের হয়ে গেছে।

২৪২। আউস ইবন শুরাহবীল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে কোন যালিম ব্যক্তিকে সাহায্য ও সহযোগিতা করলো সে নিঃসন্দেহে দ্বীন হতে বেরিয়ে গেলো।–মিশকাত

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ মূল কথা হলো, জেনে শুনে কোন অত্যাচারী ও যালিমকে সাহায্য-সহযোগিতা করা ঈমান ও ইসলামের পরিপন্থী কাজ।

প্রকৃত কাংগাল ঃ

(٢٤٣) انَّ رسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَالْمُفْلسُ؟ قَالُوْا اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمْ لَهُ وَلاَ مَتَاعٌ فَقَالَ انَّ الْمُفْلِس مِنْ اُمَّتِي مَنْ يَّاتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلٰوةٍ وَّصِيَامٍ وَّزَكٰوةٍ وَّيَاتِيْ قَدْشَتَمَ هٰذَا ـ وَقَذَفَ هٰذَا ـ وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا ـ وسَفَكَ دم هٰذَا ـ وَضَرب هٰذَا ـ فَيُعْطٰى هٰذا مِنْ حسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حسَنَاتِهِ ـ فَانْ فَنِيَتْ حسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُّقْضٰى مَاعَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَا هُمْ فَطُرِحتْ عَلَيْه ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ـ مسلم ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَتَدْرُوْنَ 'আতাদরূনা'–তোমরা কি জান ? مَا الْمُفْلِسُ 'মাল্‌মুফলিসু'–কাংগাল কে ? مَنْ لاَّدِرْهَمَ لَهُ وَ لاَمَتَاعٌ 'মান লা-দিরহামা লাহু ওয়া লা মাতাউ'ন'–যার অর্থ-সম্পদ নাই। مِنْ اُمَّتِيْ 'মিন উম্মাতী'–আমার উম্মত থেকে। مَنْ يَّاْتِيْ 'মাইঁইয়াতী'–যে আসবে। قَدْ شَتَمَ هٰذَا 'কাদ শাতামা হাযা'–নিশ্চয়ই সে একে গালি দিয়েছে। قَذَفَ هٰذَا 'কাযাফা হাযা'–একে অপবাদ দিয়েছে। سفَكَ دَمَ هٰذَا 'সাফাকা দামা হাযা'–একে হত্যা করেছে। فَيُعْطٰى هٰذَا 'ফাইউতা হাযা'–একে দেয়া হবে। مِنْ حسَنَاتِه 'মিন হাসানাতিহি'–তার নেক থেকে। فَنِيَتْ 'ফানিয়াত'–নিশেষ হয়ে যায়। اَنْ يُّقْضٰى 'আইঁ ইউকযা'–পরিশোধ করা। اُخِذَ 'উখিযা'–দেয়া হবে। مِنْ خَطَايَاهُمْ 'মিন খাতায়াহুম'–তাদের গুনাহখাতা হতে। فَطُرِحتْ عَلَيْهِ 'ফাতুরিহাত আলাইহি'–অতপর তার ওপর চেপে দেয়া হবে। ثُمَّ طُرِحَ 'সুম্মা তুরিহা'–তারপর ফেলে দেয়া হবে।

www.icsbook.info

২৪৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি জানো কাংগাল কে ? লোকেরা বললো, আমাদের মধ্যে সেই কাংগাল যার পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে ব্যক্তিই প্রকৃত কাংগাল যে কিয়ামতের দিন সালাত, সওম এবং যাকাত সহ আল্লাহর দরবারে হাজির হবে এবং তারই সাথে সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়ে থাকবে। কাউকে হয়া তো মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকবে। কারো মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে থাকবে কাউকে হত্যা করে থাকবে। অথবা কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করে থাকবে। ফলে এসব মাযলুমের মধ্যে তার সব নেক আমলগুলো বন্টন করে দেয়া হবে। এভাবে যদি মাযলুমদের পাওনা পরিশোধের পূর্বে তার সকল নেক আমল শেষ হয়ে যায়। তাহলে তাদের গুনাহসমূহ তার ভাগে ফেলে দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষের অধিকারসমূহের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আল্লাহর হক আদায়কারীকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেনো তার দ্বারা কোন ব্যক্তির হক বিনষ্ট না হয়। অন্যথায় এসব সালাত, সওম, যাকাত এবং অন্যান্য নেক আমল বেকার হয়ে যাবে।

মযলুমের ফরিয়াদ ঃ

(٢٤٤) عَنْ عَلِيٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ ـ فَاِنَّمَا يَسْـأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى حَقَّهُ ـ وَاِنَّ اللّٰهَ لاَيَمْنَعُ ذَاحَقٍّ حَقَّهُ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ اِيَّاكَ 'ইয়্যাকা'–বেঁচে থাকা, সতর্ক থাক। وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ 'ওয়া দাওয়াতাল মাযলূমি'–মাযলুমের ফরিয়াদ থেকে। يَسْأَلُ 'ইয়াসআলু'–সে কামনা করে, সে চায়। حَقَّهُ 'হাককাহু'–তার অধিকার। لاَيَمْنَعُ 'লা-ইয়ামনাউ'–তিনি বঞ্চিত করেন না।

www.icsbook.info

২৪৪। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মযলুমের ফরিয়াদ হতে বেঁচে থেকো। কেননা মযলুম আল্লাহর নিকট তার অধিকার কামনা করে থাকে। আর আল্লাহ কোন হকদারকে তার অধিকার হতে বঞ্চিত করেন না।–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মাযলুমের আর্তনাদ হতে বেঁচে থাকার কথা বলা হয়েছে। মযলুম ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে তোমাদের অত্যাচারের হৃদয়বিদারক কাহিনী বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ হলেন ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক। যেহেতু আল্লাহ কোন হকদারকে তার ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করেন না। তাই তিনি যালিমকে নানাবিধ বিপদে আপদে এবং অস্থিরতায় নিমজ্জিত রাখেন।

ক্রোধ

ক্রোধের নিয়ন্ত্রণ ঃ

(٢٤٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ - اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ لَيْسَ الشَّدِيْدُ 'লাইসাশ্‌শাদীদু'–শক্তিশালী নয়। بِالصُّرْعَةِ 'বিস্‌সুরআতি'–কুস্তি। يَمْلِكُ نَفْسَهُ 'ইয়ামলিকু নাফ্‌সাহু'–নিজেকে সংযত রাখতে পারে। عِنْدَ الْغَضَبِ 'ইনদাল গাযাবি'–ক্রোধের সময়।

২৪৫। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে ব্যক্তি শক্তিশালী নয় যে কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে পারে। বরং প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে। অর্থাৎ ক্রোধান্বিত হয়ে এমন কিছু না করে বসে যা আল্লাহ ও তার রাসূল অপছন্দ করেন।–বুখারী

www.icsbook.info

ক্রোধের প্রতিকার ঃ

(٢٤٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ ـ وَاِنَّمَا تُطْفَاُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ـ ابو داؤد عطيه سعدى رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلْغَضَبُ 'আলগাযাবু'– ক্রোধ, রাগ। مِنَ الشَّيْطَانِ 'মিনাশ্‌শাইতানি'–শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। خُلِقَ 'খুলিকা'–সৃষ্ট করা হয়েছে। مِنَ النَّارِ 'মিন্নারি'–আগুন থেকে। تُطْفَاُ 'তুতফাউ'–নিবে থাকে। بِالْمَاءِ 'বিলমায়ি'–পানির দ্বারা। فَلْيَتَوَضَّأْ 'ফালইয়াতাওয়াযুযা'–সে যেন উযু করে।

২৪৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রোধ হলো শয়তানী কুমন্ত্রণার ফল এবং শয়তান আগুন হতে সৃষ্ট। আর আগুন একমাত্র পানি দ্বারাই নিবে থাকে। অতএব যে ব্যক্তির ক্রোধের উদ্রেক হয় সে যেনো অবশ্যই অযু করে নেয়।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস ও অন্যান্য হাদীসে যে ক্রোধকে শয়তানী প্রভাব বলা হয়েছে তা হলো ব্যক্তিগত কারণে সৃষ্ট ক্রোধ। কিন্তু দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে মু'মিনের অন্তরে যে ক্রোধের উদ্রেক হয় তা হলো এক বিশেষ গুণ। যদি কেউ দ্বীনের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয় সে ক্ষেত্রে মু'মিনের অন্তরে ক্রোধের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত না হওয়া ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক।

(٢٤٧) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ ـ فَاِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَاِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ اِذَا غَضِبَ 'ইযা গাযিবা'–যখন ক্রোধান্বিত হয়। فَلْيَجْلِسْ 'ফালইয়াজলিস'–সে যেনো বসে পড়ে। وَاِلاَّ 'ওয়া ইল্লা'–নতুবা। فَلْيَضْطَجِعْ 'ফালইয়াদ্বতাজি'– শুয়ে পড়ে।

www.icsbook.info

২৪৭। আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দণ্ডায়মান অবস্থায় যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির ক্রোধের উদ্রেক হয় তাহলে সে যেনো বসে পড়ে। এ পন্থায় যদি ক্রোধ দূরীভূত হয় তা হলে তো উত্তম। অন্যথায় শুয়ে পড়েব।

–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস এবং উপরে বর্ণিত হাদীসে ক্রোধ নিবারণের যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, অভিজ্ঞতায় একথা নিতান্ত সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রতিশোধের শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়ার পুরস্কার ঃ

(٢٤٨) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رض۔ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَارَبِّ مَنْ اَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ مَنْ اِذَا قَدَرَ غَفَرَ ۔ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ اَعَزُّ 'আআয্যু'– অধিক প্রিয়। عِنْدَكَ 'ইন্দাকা'–আপনার নিকট। قَدَرَ 'কাদিরা'– প্রতিশোধ শক্তি থাকা সত্ত্বেও। غَفَرَ 'গাফারা'–ক্ষমা করে।

২৪৮। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত মূসা ইবনে ইমরান আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর নিকটে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনার নিকট আপনার কোন্ বান্দা অধিক প্রিয় ? আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিশোধ শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়। – মিশকাত

ক্রোধ ও বাক নিয়ন্ত্রণ ঃ

(٢٤٩) عَنْ اَنَسٍ رض۔ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهٗ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ ۔ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهٗ كَفَّ اللّٰهُ عَنْهُ عَذَابَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اعْتَذَرَ اِلَى اللّٰهِ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهٗ ۔ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ خَزَنَ 'খাযানা'–সংযত রাখবে। لِسَانَهٗ 'লিসানাহু'–তার জিহ্বাকে। سَتَرَ 'সাতারা'–তিনি ঢেকে রাখবেন। عَوْرَتَهٗ 'আওরাতাহু'–তার

www.icsbook.info

দোষ-ত্রুটি। كَفَّ 'কাফ্‌ফা'– নিয়ন্ত্রণ করবে। اعْتَذَرَ 'ই'তাযারা'–ক্ষমা প্রার্থণা করবে। قَبِلَ 'কাবিলা'–কবুল করবেন। عُذْرَهُ 'উ'যরাহু'–তার আপত্তি।

২৪৯। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটির উপর আবরণ ফেলে দেবেন। আর যে ব্যক্তি ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করবে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার উপর হতে আযাব সরিয়ে নিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।–মিশকাত

মু'মিনের চারিত্রিক গুণাবলী ঃ

(٢٥٠) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَـالَ اِنَّ رَسُـوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّمَ قَالَ ثَلاَثٌ مِنْ اَخْلاَقِ الْاِيْمَانِ ـ مَنْ اِذَا غَضِبَ لَمْ يَدْخُلْهُ غَضَبُهُ فِىْ بَاطِلٍ ومَـنْ اِذَا رَضِىَ لَمْ يُخْـرِجْـهُ رِضَـاهُ مِنْ حَقٍّ ـ وَمَنْ اِذَا قَـدَرَلَمْ يَتَعَاطَ مَالَيْسَ لَهُ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ اَخْلاَقٌ 'আখলাকুন'– চরিত্র। بَاطِلٌ 'বাতিলুন'–অন্যায়। رَضِىَ 'রাযিয়া'–রাজি হয়। رِضَاهُ 'রিযাহু'–তার সন্তুষ্টি। حَقٌّ 'হাককুন' –ন্যায়। قَدَرَ 'কাদারা'–ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও। لَمْ يَتَعَاطِ 'লাম ইয়াতাআত্বি'–হস্তক্ষেপ করে না।

২৫০। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি বস্তু মু'মিনের চারিত্রিক গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। একটি হলো, সে ক্রোধান্বিত হলে ক্রোধ তার দ্বারা কোন অবৈধ ও অন্যায় কাজ করাতে পারে না। দ্বিতীয় হলো, যখন সে খুশী হয় তখন খুশী তাকে হকের সীমা লংঘন করতে দেয় না। আর তৃতীয়টি হলো, অপরের জিনিস, যার উপর তার কোন অধিকার নেই, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে হস্তক্ষেপ করে না।–মিশকাত

www.icsbook.info

রাসূলের উপদেশ — রাগ করো না ঃ

(٢٥١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ اِنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِىْ قَالَ لاَتَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذَالِكَ مِرَارًا ـ قَالَ لاَتَغْضَبْ ـ

ـ بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَوْصِنِىْ 'আওসিনী'– আমাকে উপদেশ দিন। لاَتَغْضَبْ 'লা-তাগযাব'–রাগ করো না। فَرَدَّدَ 'ফারাদ্দাদা'–বারবার বললেন। مِرَارًا 'মিরারান'–কয়েকবার।

২৫১। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (সে সম্ভবত উগ্র মেযাজের ছিলো) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু উপদেশ দানের জন্যে অনুরোধ জানালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'রাগ করো না'। সে ব্যক্তি উপদেশ দানের কথা বারবার বলতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকবার একই কথা বললেন, 'রাগ করো না'।–বুখারী

কারো কথা ব্যাঙ্গার্থে নকল করা ঃ

(٢٥٢) عَنْ عَـائِشَـةَ رضـ قَـالَتْ قَـالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مَااُحِبُّ اَنِّى حَكَيْتُ اَحَدًا وَاَنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا ـ ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ مَـااُحِبُّ 'মা-উহিব্বু'–অমি পসন্দ করি না'। اَنِّىْ 'আন্নি'–নিশ্চয়ই আমি। حَكَيْتُ 'হাকাইতু'–আমি নকল করবো। اَحَدًا 'আহাদান'–কারো। كَذَاوَكَذَا 'কাজা ওয়া কাজা'–এতো, এতো।

২৫২। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ব্যঙ্গ করার জন্যে কারো কথা নকল করা আমি মোটেই পছন্দ করি না। তার বিনিময়ে যদি আমার প্রচুর ধন-সম্পত্তিও লাভ হয়। –তিরমিযী

www.icsbook.info

অপরের বিপদে খুশি হওয়া ঃ

(٢٥٣) وَعَنْ وَاصِلَةَ رضـ قَـالَ قَـالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وسَلَّمَ لاَتُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لاَخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ ـ ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ لاَتُظْهِرْ 'লা-তাযহার'–প্রকাশ কর না। اَلشَّمَاتَةُ 'আশ্শামাতাতু'–আনন্দ প্রকাশ করো না। لاَخِيْكَ 'লিআখীকা'–তোমার ভাইয়ের জন্য। يَبْتَلِيْكَ 'ইয়াবতালীকা'–তিনি তোমাকে বিপদে ফেলেদেবেন।

২৫৩। ওয়াসেলা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি তোমার ভাইয়ের বিপদ দেখে আনন্দ প্রকাশ করো না। তাহলে আল্লাহ তার উপর করুণা করবেন এবং বিপদ দূর করে দেবেন। তোমাকে বিপদে ফেলে দেবেন।–মিরমিযি

ব্যাখ্যা ঃ দু'ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা থাকলে এবং এক জনের উপর কোন বিপদ দেখা দিলে অপর ব্যক্তি স্বভাবত খুবই খুশী হয় এটা ইসলামী চিন্তাধারার পরিপন্থি। মু'মিন ব্যক্তি তার ভাইয়ের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করতে পারে না। যদি উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যও বিরাজ করে।

মিথ্যা

মিথ্যা এবং কপটতা ঃ

(٢٥٤) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ قَـالَ اِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وسَلَّمَ قَالَ اَرْبَـعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْـهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ـ وَمَنْ كَانَتْ فِيْـهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَـهَا ـ اِذَا اُوْتُمِنَ خَانَ ـ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ـ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ ـ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ـ

ـ بخارى، مسلم

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ مُنَافِقًا 'মুনাফিকান'–মুনাফিক। خَالِصًا 'খালিসান'–খাঁটি, পাক্কা। خَصْلَةٌ 'খাসলাতুন'– অভ্যাস। يَدَعَهَا 'ইয়াদাআহা'–তা ত্যাগ করে। أُؤْتُمِنَ 'উতিমিনা'–আমানত রাখা হয়। خَانَ 'খানা'–খিয়ানত করে। حَدَّثَ 'হাদ্দাসা'–কথা বলে। كَذَبَ 'কাযিবা'–মিথ্যা বলে। إِذَا وَعَدَ 'ইযা ওয়াআদা'–যখন ওয়াদা করে। أَخْلَفَ 'আখলাফা'– ভঙ্গ করে। إِذَا خَاصَمَ 'ইযা খাসামা'–যখন ঝগড়া করে। فَجَرَ 'ফাজারা'–গালি-গালাজ করে।

২৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যার মধ্যে চারটি খাসলাত আছে সে পাক্কা মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত অভ্যাসগুলির কোন একটি থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি অভ্যাস আছে বলে বিবেচিত হবে। অভ্যাসগুলো হলো ঃ (১) তার কাছে কোন আমানাত রাখলে তা খিয়ানত করে। (২) যখন কথাবার্তা বলে মিথ্যা বলে। (৩) ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে। (৪) আর যখন কারো সাথে ঝগড়া করে, গালি-গালাজ করে।–বুখারী, মুসলিম

সবচেয়ে বড় মিথ্যা ঃ

(٢٥٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرَى الْفِرٰى اَنْ يُرِىَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَالَمْ تَرَيَا ـ بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَفْرَى الْفِرٰى 'আফরাল ফিরা'–সবচেয়ে বড়ো মিথ্যা। اَنْ يُرِى الرَّجُلُ 'আন-ইউরিয়ার রাজুলু'–মানুষ দেখেছে। عَيْنَيْهِ 'আইনাইহি'–তার চোখ। مَالَمْ تَرٰى 'মালাম তারা'–যা সে দেখেনি।

২৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো, মানুষ তার দু'চোখকে এমন জিনিস দেখাবে যা এ দু'টো চোখ দেখেনি।–বুখারী

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ সে স্বপ্নে তো কিছুই দেখেনি। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে যতো সব আজগুবি ও কল্পিত কাহিনী শুনিয়ে থাকে এবং বলে আমি স্বপ্নে এসব দেখেছি। এরূপ করা চোখ দ্বারা মিথ্যা বলানোর শামিল।

মিথ্যা বাহানা ঃ

(٢٥٦) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ زَفَفْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ اَخْرَجَ عُسًّا مِّنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ امْرَاَتَهُ فَقَالَتْ لَااَشْتَهِيْهِ فَقَالَ لَاتَجْمَعِيْ جُوْعًا وَّكِذْبًا ـ

ـ معجم صغير، طبراني

শব্দের অর্থ ঃ زَفَفْنَا 'যাফাফনা'–আমরা কন্যার যাত্রী হিসেবে গেলাম। بَعْضَ نِسَائِهِ 'বা'দ্বা নিসায়িহি'–তাঁর কোন স্ত্রীর। اَخْرَجَ 'আখরাজা'–তিনি বের করলেন। عُسًّا 'উসসান'–এক পেয়ালা। نَاوَلَهُ 'নাওয়ালাহু'–তা দিলেন। اِمْرَاَتَهُ 'ইমরাআতাহু'–তাঁর বিবিকে। لَااَشْتَهِيْهِ 'লা-আশতাহীহি'–আমার খেতে ইচ্ছে করে না। لَاتَجْمَعِيْ 'লা-তাজমায়ী'–একত্রিত করো না। جُوْعًا 'জাওয়ান'–ক্ষুধা।

২৫৬। আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এক নবপরিণিতা স্ত্রীকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলাম। আমরা মহানবীর ঘরে প্রবেশ করার পর তিনি এক পেয়ালা দুধ বের করলেন। তা থেকে কিছু দুধ পান করার পর বাকীটুকু তাঁর স্ত্রীকে পান করতে দিলেন। নবপরিণীতা বললেন, আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তুমি ক্ষুধা এবং মিথ্যাকে একত্রিত করো না।

-মু'জামে সাগিরে তিবরানী

ব্যাখ্যা ঃ মহানবী স. উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর ক্ষুধা লেগেছে। কিন্তু লজ্জার কারণে মিথ্যা বাহানা করছে। এ জন্যে এরূপ মিথ্যা বাহানা করা হতে নিষেধ করলেন।

www.icsbook.info

মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা :

(٢٥٧) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أُسَيْدِنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا وَّهُوَلَكَ بِهٖ مُصَدِّقٌ وَّاَنْتَ بِهٖ كَاذِبٌ - ابو داؤد

শব্দের অর্থ : كَبُرَتْ خِيَانَةً 'কাবুরাত খিয়ানাতান'– সবচেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা। تُحَدِّثُ 'তুহাদ্দিসু' –তুমি বলবে। مُصَدِّقٌ 'মুসাদ্দিকুন' –সত্যবাদী। كَاذِبٌ 'কাযিবুন'–মিথ্যাবাদী।

২৫৭। সুফিয়ান ইবনে উসাইদ আল হাদরামী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। সবচেয়ে মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা বা খিয়ানাত হলো তুমি তোমার ভাইকে কোন কথা বলবে আর সে তোমার কথা বিশ্বাস করবে। অতচ তোমার কথা ছিলো মিথ্যা।–আবু দাঊদ

ছোটদের সাথে মিথ্যা বলা :

(٢٥٨) - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَعَتْنِيْ اُمِّيْ يَوْمًا وَّرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِيْ بَيْتِنَا - فَقَالَتْ، هَاتَعَالْ اُعْطِيْكَ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَااَرَدْتِ اَنْ تُعْطِيْهِ؟ قَالَتْ اَرَدْتُّ اَنْ اُعْطِيْهِ تَمْرًا، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَمَّا اِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيْهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ - ابو داؤد

শব্দের অর্থ : دَعَتْنِيْ 'দাআতনী'–আমাকে ডাকলো। قَاعِدٌ 'কায়িদুন'–উপস্থিত। فِيْ بَيْتِنَا 'ফি বাইতিনা'–আমাদের বাড়ির। هَا تَعَالِ 'হা তাআলি'–হে আসো। اُعْطِيْكَ 'উ'তীকা'–আমি তোমাকে দিবো। مَا اَرَدْتُّ 'মা-আরাদতু'–তুমি কি ইচ্ছা করেছো। اَنْ تُعْطِيْهِ 'আন তু'তীহি'–তাকে

www.icsbook.info

দিতে। أَمَّا 'আম্মা'–কিন্তু إِنَّكَ 'ইন্নাকা'–নিশ্চয়ই তুমি। لَمْ تُعْطِيهِ 'লাম তুতীহি'–তাকে না দিতে। كُتِبَتْ 'কুতিবাত'–লিখা হতো। كِذْبَةٌ 'কাযিবাতুন'–মিথ্যা।

২৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার আম্মা আমাকে ডাকলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়ীতে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, এদিকে এসো। আমি তোমাকে একটি জিনিস দেবো। এ সময় রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি দিতে চাও ? আম্মা বললেন, আমি তাকে খেজুর দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাকে খেজুর দেবার জন্যে ডেকে এনে যদি না দিতে তাহলে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা রেকর্ড হয়ে যেতো।

– আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো। সাধারণত পিতা-মাতা ছোট সন্তানদের সাথে এরূপ ব্যবহার করে থাকে। তাদেরকে কিছু দেবার বাহানা করে ডেকে আনা হয়। কিন্তু তা তাকে দেয় না। আল্লাহর নিকট একাজ গুনাহ বলে গণ্য হয় এবং এগুলো আমলনামায় মিথ্যা হিসাবে লিখা হয়। অতএব এরূপ প্রতারণা এবং হালকা মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হতে বিরত থাকা অপরিহার্য।

(٢٥٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَايَصْلَحُ الْكَذِبُ، فِيْ جِدٍّ وَلَا هَزْلٍ وَلَا أَنْ يَّعِدَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئًا ثُمَّ لَايَنْجِزْلَهُ ـ الادب المفرد صف ٨١

শব্দের অর্থ ঃ لَايَصْلَحُ 'লা-ইয়াসলাহু'–ঠিক নয়। اَلْكَذِبُ 'আলকাযিবু'–মিথ্যা বলা। جِدٌّ 'জাদ্দুন'–স্বাভাবিক অবস্থা। هَزْلٌ 'হাযলুন'–তামাসাচ্ছলে। اَنْ يَّعِدَ 'আঁই ইয়ায়ি'দা'–ওয়াদা করা। اَحَدُكُمْ 'আহাদুকুম'–তোমাদের কেউ। لَايَنْجِزْلَهُ 'লা-ইউনজিয লাহু'–তা পূরণ করবে না।

www.icsbook.info

২৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলা ঠিক নয়। না স্বাভাবিক অবস্থায় আর না হাসি তামাসাচ্ছলে। আর নিজ সন্তানকে কিছু ওয়াদা করে তা না দেয়া তোমাদের কারো জন্য জায়েয নয়।-আদাবুল মুফরাদ

হাসি-তামাসায় মিথ্যা ঃ

(٢٦٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَيْلٌ لِّمَنْ يُّحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ، وَيْلٌ لَّهُ - ترمذى بهزبن حكيم

শব্দের অর্থ ঃ وَيْلٌ 'ওয়াইলুন'–ধ্বংস। يُحَدِّثُ 'ইউহাদ্দিসু'–কথা বলে। فَيَكْذِبُ 'ফাইয়াকযিবু'–মিথ্যা বলে। لِيُضْحِكَ بِهِ–'লিইউদহিকা বিহি'– এ দিয়ে হাসাবে। الْقَوْمَ 'আলকাওমা'–লোকদেরকে।

২৬০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ধ্বংস, বিফলতা সে ব্যক্তির জন্যে, যে লোকদেরকে হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। তার জন্যে রয়েছে ধ্বংস, তার জন্যে রয়েছে অমঙ্গল।–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে সে সব লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যারা কোন মজলিসে গল্প করতে গিয়ে তা চমকপ্রদ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে থাকে। যেনো মজলিসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ মিথ্যা বলা হতে বেঁচে থাকার জন্য হুশিয়ার করে দিয়েছেন।

জান্নাতের স্তরসমূহ ঃ

(٢٦١) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِىْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَاِنْ كَانَ مُحِقًّا - وَبِبَيْتٍ فِى وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَاِنْ كَانَ مَازِحًا - وَبِبَيْتٍ فِى اَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهٗ -

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ زَعِيْمٌ 'যায়ী'মুন'–দায়িত্ব গ্রহণ করা। رَبْضُ الْجَنَّةِ 'রাবযুল জান্নাতি'– জান্নাতের সাধারণ কক্ষ। وَسَطٌ 'ওয়াসাতুন'–মধ্যম। اَعْلٰى 'আ'লা'–উচ্চ শ্রেণী। حَسُنَ خُلُقُهٗ 'হাসুনা খুলুকুহু'–যার চরিত্র উত্তম।

২৬১। আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও বিতর্কে অবতীর্ণ না হয়। আমি তার জন্যে জান্নাতের সাধারণ কক্ষসমূহের একটির দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আর যে ব্যক্তি হাসি-তামাসাচ্ছলেও মিথ্যা বলে না, আমি তার জন্যে জান্নাতের মধ্যস্তরের একটি কক্ষের দায়িত্ব নিলাম। আর যে ব্যক্তি নিজ চরিত্রকে সুন্দর ও উত্তমরূপে গঠন করেছে, আমি তার জন্যে জান্নাতের উঁচু স্তরে একটি কক্ষের জিম্মা গ্রহণ করলাম।

অশ্লীল কথাবার্তা ও মুখ খারাপ করা ঃ

(٢٦٢) وَعَنْ اَبِىْ دَارْدَاءَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَثْقَلَ شَيْئٍ يُوْضَعُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَاِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىَّ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ اَثْقَلُ 'আসকালু'–অধিক ভারী। يُوْضَعُ 'ইউদাউ'–রাখা হবে। فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ 'ফী মীযানিল মু'মিনি'–মু'মিনের পাল্লায়। خُلُقٌ حَسَنٌ 'খুলুকুন হাসানুন'–উত্তম চরিত্র। يُبْغِضُ 'ইউবগিযু'–ঘৃণা করেন। اَلْفَاحِشُ 'আলফাহিশু'–নির্লজ্জ। اَلْبَذِىُّ 'আলবাযীউ'–অশ্লীলভাষী।

২৬২। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন মু'মিনের পাল্লায় যে জিনিসটি অধিক ভারী হবে তাহলো তার উত্তম চরিত্র। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ অশ্লীল ভাষী ও নির্লজ্জ ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন।-তিরমিযি

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ উত্তম চরিত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন ঃ

هُوَ طَلاَقَةُ الْوَجْهِ وَبَذْلُ الْمَعْرُوْفِ وَكَفُّ الْاَذٰى *

অর্থাৎ কারো সাথে সাক্ষাতের সময় হাসিমুখে কথা বলা, আল্লাহর অভাবী বান্দাদের জন্যে সম্পদ ব্যয় করা ও কাউকে কষ্ট না দেয়া। এসব জিনিস উত্তম চরিত্রের মধ্যে পরিগণিত।

(٢٦٣) عَنْ عَلِى بْنِ اَبِى طَالِبٍ رضـ قَالَ الْفَاحِشَةُ وَالَّذِىْ يَشِيْعُ بِهَا فِى الْاِثْمِ سَوَاءٌ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ اَلْفَاحِشَةُ 'আলফাহিশাতু' –অশ্লীল ভাষা উচ্চারণকারী। يَشِيْعُ 'ইয়াশীউ' –প্রচার করে। فِى الْاِثْمِ 'ফীল ইসমি'–গুনাহর ব্যাপারে। سَوَاءٌ 'সাওয়াউন'–সমান।

২৬৩। আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অশ্লীল কথা উচ্চারণকারী এবং অশ্লীল কথা প্রচারকারী উভয়ই সমান গুনাহগার। –মিশকাত

দুমুখো নীতি

নিকৃষ্টতম স্বভাব ঃ

(٢٦٤) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَاالْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاْتِىْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ ـ متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ تَجِدُوْنَ 'তাজিদূনা'–তোমরা পাবে। شَرُّ النَّاسِ 'শাররান্নাসি'–দুষ্ট লোক। ذَاالْوَجْهَيْنِ 'যালওয়াজাহাইনি' –দু'মোখো। يَاْتِىْ 'ইয়াতী'–আসে। هٰؤُلاَءِ 'হাউলায়ি'–এদের কাছে। بِوَجْهٍ 'বিওয়াজহিন' –এক মুখে।

www.icsbook.info

২৬৪। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম হিসেবে দেখতে পাবে যার চেহারা দুনিয়াতে ছিলো দু'রকমের। কিছু লোকের সাথে এক চেহারা নিয়ে মিলিত হতো। আবার কিছু লোকের সাথে মিশতো অন্য চেহারায়।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ দু'ব্যক্তি অথবা দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কোন বিরোধ ও মনোমালিন্যের উদ্ভব ঘটে। তখন কিছু লোক সব স্থানেই পাওয়া যায়। এরা উভয় পক্ষের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের কথায় সায় দেয়। তাদের পরস্পরের শত্রুতায় দুমুখো নীতি দ্বারা ঘৃতাহুতি দিয়ে থাকে। এটা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ।

এমনিভাবে এমন কিছু লোক আছে যারা সম্মুখে গভীর সম্পর্ক ও হৃদ্যতার ভাব প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু অবর্তমানে তার সম্বন্ধে নিন্দা ও কুৎসা রটনা করে বেড়ায়। এরূপ আচরণ দু'মুখো নীতির অন্তর্ভুক্ত।

আগুনের দুটি জিহ্বা ঃ

(٢٦٥) وَعَنْ عَمَّارٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَاوَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَّارٍ -

- ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ فِي الدُّنْيَا 'ফীদ্দুনইয়া'–পৃথিবীতে। كَانَ لَهٗ 'কানা লাহু'–তার জন্য হবে। لِسَانَانِ 'লিসানানি'–দুই জিহ্বা। مِنْ نَّارٍ 'মিন নারিন'–আগুনের।

২৬৫। আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দু'মুখো নীতি অবলম্বন করবে কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের দু'টি জিহ্বা থাকবে।

-আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ কিয়ামাতের দিন তার মুখে আগুনের দু'টি জিহ্বা থাকার কারণ, দুনিয়াতে তার দু'মুখি কথার আগুনে দু'ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কে বিনষ্ট করে দিতো। তাই কিয়ামাতে তার এই অবস্থা হবে।

www.icsbook.info

পরনিন্দা ও মিথ্যা অপবাদের মধ্যে পার্থক্য ঃ

(٢٦٦) انَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَايَكْرَهُ قِيْلَ افَرَاَيْتَ انْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ ؟ قَالَ انْ كَانَ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَانْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ - مشكواة ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَتَدْرُوْنَ 'আতাদরূনা'– তোমরা কি জানো ? مَا الْغِيْبَةُ 'মাল্‌গীবাতু'–গীবত কি ? اَعْلَمُ 'আ'লামু'–অধিক জ্ঞাত। ذِكْرُكَ 'যিকরুকা' –তোমার আলোচনা। اَخَاكَ 'আখাকা'–তোমার ভাইয়ের بِمَايَكْرَهُ 'বিমা ইয়াকরাহু'–যা সে অপছন্দ করে। اَفَرَاَيْتَ 'আফারাআইতা'–আপনার কি মত? مَا اَقُوْلُ 'মা-আকুলু'–আমি যা বলি। مَاتَقُوْلُ 'মা তাকূলু'–যা তুমি বল। فَقَدْ اغْتَبْتَهُ 'ফাকাদ ইগতাবতাহু'– তবে তার গীবত করেছো। فَقَدْ بَهَتَّهُ 'ফাকাদ বাহাত্‌তাহু'–তবে তাকে অপবাদ দিয়েছো।

২৬৬। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গীবত বা পরনিন্দা কি, তা কি তোমরা জানো ? লোকেরা উত্তরে বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, গীবত হলো, তুমি তোমার ভাইয়ের এমন সমালোচনা করবে যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। তাহলেও কি এটা গীবত হবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলেই সেটা হবে গীবত বা পরনিন্দা। আর তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে না থাকে সে ক্ষেত্রে তা হবে মিথ্যা অপবাদ। শরীয়তে একে বুহতান বলা হয়।–মিশকাত

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ মু'মিনের কোন দোষ-ত্রুটির প্রতি যদি শুভাকাংখীর দৃষ্টি নিয়ে ইঙ্গিত করা হয় তা হলে স্বভাবত সে খারাপ মনে করবে না। এমনিভাবে তার ত্রুটি সম্পর্কে তার দায়িত্বশীলদের অবহিত করলে তাও সে অপছন্দ করবে না। কেনোনা তার সংশোধনের জন্যে এটাও একটা পদ্ধতি। কিন্তু আপনি যদি তাকে সমাজের নিকট হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার অনুপস্থিতিতে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেন। তা হলে এটা তার জন্যে দুঃখ ও মনোকষ্টের কারণ হবে। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী করে এবং কোন অবস্থাতেই আল্লাহর বিধান না মানে। সে ক্ষেত্রে তার দোষত্রুটি প্রকাশ করা গীবতের মধ্যে গণ্য হবে না। বরং তা হবে বড় সওয়াবের কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ কাজেরই উপদেশ দিয়েছেন।

পরনিন্দা ব্যভিচার হতেও জঘণ্য ঃ

(٢٦٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؛ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِيْ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَايُغْفَرُلَهُ حَتّٰى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ - مشكواة ابو سعيد و جابر رض

শব্দের অর্থ ঃ اَلْغِيْبَةُ 'আলগীবাতু'–গীবত, পরনিন্দা। اَشَدُّ 'আশাদ্দু'–কঠিনতম, জঘন্য। اَلرَّجُلُ 'আররাজুলু'–মানুষ। لَيَزْنِيْ 'লাইয়াযনী'–অবশ্যই ব্যভিচার করে। فَيَتُوْبُ اللّٰهُ 'ফাইয়াতূবুল্লাহু'– আল্লাহ্ তওবাহ কবুল করেন। لَايُغْفَرُلَهُ 'লাইউগ্‌ফারু লাহু'–তাকে ক্ষমা করা হয় না। يَغْفِرُهَا 'ইয়াগ্‌ফিরুহা'–তা ক্ষমা করে।

২৬৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গীবত বা পরনিন্দা ব্যাভিচার হতেও জঘন্য অপরাধ। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! গীবত ব্যাভিচার হতে অধিক জঘণ্য কি করে হতে পারে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ব্যাভিচার করার পর

www.icsbook.info

মানুষ আল্লাহর নিকট তওবা করলে আল্লাহ্ তা কবুল করেন। কিন্তু গীবতকারী ব্যক্তিকে যে পর্যন্ত সে ব্যক্তি, যার গীবত করা হয়েছে, ক্ষমা না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাকে মাফ করবেন না।- মিশকাত

গীবত বা পরনিন্দার ক্ষতিপূরণ ঃ

(٢٦٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهٗ - تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَهٗ - مشكواة انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ كَفَّارَةٌ 'কাফ্ফারাতুন'–ক্ষতিপূরণ। اَنْ تَسْتَغْفِرَلَهُمْ 'আন তাস্তাগ্ফিরা লাহুম'–তুমি ক্ষমা চাইবে। لِمَنِ اغْتَبْتَهٗ 'লিমান ইগ্তাবতাহু'–তুমি যার গীবত করো।

২৬৮। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে গীবতের একটি ক্ষতিপূরণ হলো, তুমি যার গীবত বা কুৎসা রটনা করেছো তার জন্যে মাগফেরাত কামনা করা। আর তার জন্য দোয়া এভাবে করবে যে, হে আল্লাহ! তুমি আমার ও তার গুনাহ মাফ করে দাও।-মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ অপরের কুৎসা বর্ণনা করা জঘন্যতম অপরাধ। এরূপ গর্হিত অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণের উপায় হলো, যদি সে ব্যক্তি জীবিত থাকে এবং তার নিকট হতে মাফ করিয়ে নেয়া সম্ভব হয়। সেক্ষেত্রে তার নিকট হতে মাফ করিয়ে নিতে হবে। আর যদি তার মৃত্যু হয় বা দূর এলাকায় চলে যাবার কারণে মাফ করানো সম্ভব না হয়। সে ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট তার গুনাহ মাফের জন্যে দোয়া করা ছাড়া এ গুনাহের ক্ষতিপূরণের বিকল্প কিছু নেই।

মৃত ব্যক্তির কুৎসা বর্ণনা করা ঃ

(٢٦٩) عَنْ عَـائِشَـةَ قَـالَتْ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لَاتَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَاقَدَّمُوْا - بخـارى

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ لَا تَسُبُّوْا 'লা তাসুব্বূ'–গালমন্দ করো না। اَلْاَمْوَاتَ 'আলআমওয়াতা'–মৃত ব্যক্তিকে। قَدْ اَفَاضُوْا 'কাদ আফাদ্দু'–তারা অবশ্যই পৌছে গেছে। مَاقَدَّمُوْا 'মা কাদ্দামূ'–তারা তাদের করা আমলপত্র পর্যন্ত পৌছে গেছে।

২৬৯. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে গালমন্দ করো না। কেনোনা তারা তাদের কৃত আমল পর্যন্ত পৌছে গেছে।–বুখারী

অন্যায়ের সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব করা

অপরের পার্থিব স্বার্থে নিজের পরকাল বরবাদ করা ঃ

(٢٧٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدُ اَذْهَبَ اٰخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ۔

۔ مشكواة ابو امامة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مِنْ شَرِّ النَّاسِ 'মিন শাররিন্নাসি'–নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে। مَنْزِلَةً 'মাযিলাতান'–মর্যাদার দিক থেকে। اَذْهَبَ 'আযহাবা'–বরবাদ করেছে। اٰخِرَتَهُ 'আখিরাতাহু'–তার পরকাল। بِدُنْيَاغَيْرِهِ 'বিদুনিয়া গাইরিহি'–অন্যের পার্থিব স্বার্থে।

২৭০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী নিকৃষ্ট অবস্থায় পতিত হবে। যে ব্যক্তি অপরের জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে নিজের আখেরাত বরবাদ করেছে।–মিশকাত

গোত্রীয় পক্ষপাতিত্ব করা ঃ

(٢٧١) سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ لَا وَلٰكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ۔ مشكو ابو فسيله رضـ

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ سَأَلْتُ 'সাআলতু'–আমি জিজ্ঞেস করলাম। اَلْعَصَبِيَّةُ 'আলআসাবিয়্যাতু'–স্বগোত্রীয় লোকদের প্রতি ভালোবাসা। اَنْ يُحِبُّ الرَّجُلُ 'আইঁইউহিব্বার রাজুলু'–মানুষ ভালোবাসবে, পছন্দ করবে। قَوْمَهُ 'কাওমাহু'–নিজ গোত্রকে। اَنْ يَّنْصُرَ 'আইঁ ইয়ানসুরা'–সাহায্য করা। عَلَى الظُّلْمِ। 'আলায্যুলমি'–যুলুমের ক্ষেত্রে।

২৭১। আবু ফুসাইলা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্বগোত্রীয় লোকদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা কি জাতীয়তাবাদের অন্তর্ভুক্ত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, জাতীয়তাবাদ হলো যুলুমের ক্ষেত্রে স্বীয় গোত্রকে সমর্থন করা।–মিশকাত

অন্যায় সমর্থনে ধ্বংস অনিবার্য ঃ

(٢٧٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَّصَرَ قَوْمَهٗ عَلٰى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ الَّذِيْ رَدٰى فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنْبِهٖ -

- ابو داؤد ابن مسعود (رضـ)

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ نَّصَرَ 'মান নাসারা'– সাহায্য করে। قَوْمَهٗ 'কাওমাহু'–তার জাতিকে, তার গোত্রকে। غَيْرِ الْحَقِّ 'গাইরিল হাককি'–অন্যায় ভাবে। كَالْبَعِيْرِ 'কালবায়ী'রি'–উটের মতো। الَّذِيْ رَدٰى 'আল্লাযী রাদা'– যে কুয়ায় পতিত হচ্ছে। يُنْزَعُ 'ইয়ানযাউ'–সে টানছে। بِذَنْبِهٖ 'বিযাম্বিহী'–তার লেজ ধরে।

২৭২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন অবৈধ ব্যাপারে স্বজাতির সাহায্য করে তার দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কোন উট কুয়ায় পতিত হচ্ছে আর সে ব্যক্তি তার লেজ ধরে আছে। ফলে সেও উটের সাথে কুয়ায় পতিত হলো।–আবু দাউদ

www.icsbook.info

(٢٧٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰى عَصَبِيَّةٍ وَّلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً وَّلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ ـ ابو داؤد جبير بن مطعم رضـ

শব্দের অর্থ ঃ عَصَبِيَّةٌ 'আসাবিয়্যাতুন'– যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দিকে মানুষকে ডাকে। قَاتَلَ 'কাতালা'–কলহ, বিবাদ, যুদ্ধ।

২৭৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দিকে মানুষকে ডাকে। আর ওই ব্যক্তিও আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হবে না, যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আদর্শে যুদ্ধ করে। আর সে ব্যক্তিও আমার দলভুক্ত নয়, যে জাতীয়তাবাদের আদর্শের উপর পক্ষপাত করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।–আবু দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ 'জাতীয়তাবাদের' অর্থ হলো, স্বীয় গোত্র ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হোক বা অন্যায়ের উপর, সর্বদা তার প্রতি অন্ধ সমর্থন জানানো। এ আদর্শের প্রতি লোকদের আহবান করা। একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং এই চিন্তাধারার উপর মৃত্যুবরণ করা মুসলমানের কাজ নয়।

সম্মুখে অহেতুক প্রশংসার নিন্দা ঃ

(٢٧٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ ـ مسلم مقداد رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اِذَا رَاَيْتُمْ 'ইযা রাআইতুম'–তোমরা যখন দেখবে। اَلْمَدَّاحِيْنَ 'আলমাদ্দাহীনা'–প্রশংসাকারীদের। فَاحْثُوْا 'ফাহসূ'–নিক্ষেপ করবে। فِيْ وُجُوْهِهِمْ 'ফী উজূহিহিম'–তার চেহারা। اَلتُّرَابُ 'আততুরাবু'–মাটি।

২৭৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কোন প্রশংসাকারীকে প্রশংসা করতে দেখলে, তার মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে।
–মুসলিম

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ প্রশংসাকারী দ্বারা তাদের বুঝানো হয়েছে যাদের পেশাই হলো প্রশংসা করা। এরা বখশিশ ও দক্ষিণা পাবার আশায় লোকের স্তুতি গানে ও প্রশংসায় আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলে। এ স্তুতি বাক্য গদ্য-পদ্য-সঙ্গীতে হতে পারে। জাহেলী যুগ হতে শুরু করে সকল যুগে এ ধরনের লোক পাওয়া যায়। এ সকল লোকের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, যখন এরা বখশিশ ও দক্ষিণা লাভের উদ্দেশ্যে সত্য মিথ্যা কবিতা ও গানসহ আগমন করে, তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করো। অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দাও।

মুখের উপর প্রশংসা ঃ

(٢٧٥) عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ اَثْنٰى رَجُلٌ عَلٰى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ اَخِيْكَ ثَلاَثًا - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لاَ مُحَالَةَ، فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ فُلاَنًا - وَ اللّٰهُ حَسِيْبُهُ اِنْ كَانَ يَرٰى اَنَّهُ كَذٰلِكَ وَلاَ يُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا - بُخَارِى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَثْنٰى 'আসনা'-সে প্রশংসা করে। وَيْلَكَ 'ওয়াইলাকা'-তোমার জন্য আফসোস। قَطَعْتَ 'কাতা'তা'- কেটে ফেললে। عُنُقَ اَخِيْكَ 'উনুকা আখীকা'-তোমরা ভাইয়ের গলা। ثَلاَثًا 'সালাছান'-তিনবার।

২৭৫। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতেই অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করলো। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আফসূস! তুমি তোমার ভাইয়ের গলা কেটে ফেললে। একথা তিনি তিনবার বললেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কারো প্রশংসা করা জরুরী মনে করলে, সে যেনো বলে। আমি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করি। অবশ্য আল্লাহ সব বিষয়ে অবগত আছেন। অর্থাৎ সে লোক সম্পর্কে আমার ধারণা সঠিক কিনা তা আল্লাহই ভাল জানেন। আর আল্লাহর মোকাবিলায় কারো প্রশংসা করবে না।-বুখারী, মুসলিম

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সা.-এর মজলিসে এক ব্যক্তির তাকওয়া এবং তার স্বচ্ছতার প্রশংসা করা হয়েছিলো। বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় মানুষের মধ্যে 'রিয়ার' ভাব জাগার সম্ভাবনা থাকে বিধায় রাসূলুল্লাহ সা. সম্মুখ প্রশংসা করা হতে নিষেধ করেন এবং বলেন, 'তুমি তোমার ভাইকে ধ্বংস করলে।' এরপর তিনি উপদেশ দেন যে, যদি কারো সম্পর্কে কিছু বলতেই হয় তাহলে যেনো বলা হয়, আমি অমুক ব্যক্তিকে সৎ বলে জানি। এভাবে বলা ঠিক নয় যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহর ওলী অথবা অমুক নিঃসন্দেহে জান্নাতী। এরূপ নিশ্চয়তার সাথে কথা বলার অধিকার কারো নেই। কেনোনা যাকে সে জান্নাতী বলছে আল্লাহর দৃষ্টিতে সে জান্নাতী কিনা তার কোন প্রমাণ নেই।

মানুষের এ জাগতিক জীবন প্রকৃতপক্ষে ঈমানের পরীক্ষা কেন্দ্র। কখন মানুষের পদস্খলন ঘটে। সত্য পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই কোন নেক্কার জীবিত লোক সম্পর্কে নিশ্চিত করে কোন রায় প্রদান করা উচিত নয়। এমনিভাবে মৃত্যুর পর কাউকে জান্নাতী বলাও অনুচিত।

এ ব্যাপারে আলেমদের অভিমত হলো। যদি কোন ব্যক্তির বিভ্রান্তিতে পতিত হবার আশংকা না থাকে এবং প্রসঙ্গক্রমে তার প্রশংসা এসে পড়ে। সে ক্ষেত্রে তাঁর সামনে তাঁর জ্ঞান ও তাকওয়ার প্রশংসা করা যায়। কিন্তু দুর্বল লোকের বেলায় এরূপ না করাই উত্তম। কেনোনা ফেতনা ও বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়া না হওয়ার ফয়সালা আল্লাহর হাতে। কোন ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে সাধারণত কোন সঠিক অনুমান করা সম্ভব হয় না।

ফাসেকের প্রশংসা ঃ

(٢٧٦) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالٰى وَاهْتَزَّلَهُ الْعَرْشُ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ اِذَا مُدِحَ 'ইযা মুদিহা'—যখন প্রশংসা করা হয়। اَلْفَاسِقُ 'আলফাসিকু'—ফাসিক ব্যক্তি। غَضِبَ الرَّبُّ 'গাযিবার রাব্বু'—আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন। اِهْتَزَّ 'ইহতাযযা'—কাঁপে।

www.icsbook.info

২৭৬। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন ফাসেক ব্যক্তির প্রশংসা করা হয় তখন আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন। আর এ কারণে আরশ প্রকম্পিত হয়ে উঠে।–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এর কারণ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধি-নিষেধের মর্যাদা প্রদান করে না। বরং প্রকাশ্যভাবে তা লংঘন করে। সে ব্যক্তি মান-মর্যাদা পাবার যোগ্য নয়। সে তো হেয় ও অমর্যাদাকর ব্যবহার পাবার যোগ্য। যদি মুসলিম সমাজে এমন লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় তাহলে বুঝতে হবে এ সমাজের লোকদের মধ্যে আল্লাহ, রাসূল এবং দীনের প্রতি কোন শ্রদ্ধা-ভালবাসা অবশিষ্ট নেই। আর যদি কিছু থেকেও থাকে তা খুবই ক্ষীণ ও দুর্বল। বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় আল্লাহর ক্রোধ সঞ্চার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এমন সমাজে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে না।

মিথ্যা সাক্ষ্য

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং শিরক করা সমান গুনাহ ঃ

(٢٧٧) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ـ الاٰيَةَ ـ

ـ سورة الحج : ٣٠-٣١– ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ صَلٰوةَ الصُّبْحِ 'সালাতাস্‌সুবহি'–ফজরের নামায। لَمَّا انْصَرَفَ 'লাম্মা ইনসারাফা'–মুখ ফিরালেন। قَامَ قَائِمًا 'কামা কায়িমান'–সোজা উঠে দাঁড়ালেন। عُدِلَتْ 'উ'দিলাত'–সম পর্যায়ের। شَهَادَةُ الزُّوْرِ 'শাহাদাতুয্ যূরি'–মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। بِالْاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ 'বিলইশরাকি বিল্লাহি'–আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা। ثَلاَثَ مَرَّاتٍ 'সালাসা

www.icsbook.info

মাররাতিন'–তিনবার। অর্থাৎ একথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। ثُمَّ قَرَأَ
'সুম্মা কারাআ'–অতপর পড়লেন। فَاجْتَنِبُوْا 'ফাজতানিবূ'–দূরে থাকো।
اَلرِّجْس 'আররিজসা'–অপবিত্রতা। اَلْاَوْثَانِ 'আলআওসানি'–মূর্তিসমূহ।
قَوْلَ الزُّوْرِ 'কাওলায্যূরি'–মিথ্যা বলা। حُنَفَاءَ 'হুনাফায়া'–নিবিষ্টচিত্ত

২৭৭। খুরাইম ইবনে ফাতেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ালেন। মানুষের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসার পরিবর্তে তিনি সোজা উঠে দাঁড়ালেন এবং তিনবার ঘোষণা দিলেন। মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং শিরক করা উভয়ই সমপর্যায়ের গুনাহ। এরপর তিনি নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করলেন ঃ

فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ـ اَلْاٰيَةُ

"তোমরা অপবিত্রতা অর্থাৎ মূর্তিপূজা হতে দূরে থাকো। মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাকো এবং আল্লাহর জন্য নিবিষ্টচিত্ত হয়ে যাও। শিরক পরিহার করে তাওহীদকে আকড়ে ধরো।"-(সূরায়ে হজ্জ আয়াত নং ৩০-৩১)

–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা হজ্জের যে আয়াত পাঠ করেছেন তাতে قَوْلَ الزُّوْرِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো মিথ্যা বলা সর্বক্ষেত্রেই অন্যায়। আদালতে হাকিমের সামনে হোক বা অন্য কোন স্থানে।

মিথ্যা সাক্ষ্য কত বড় গুনাহের কাজ তা লক্ষ করার ব্যাপার। কিন্তু এখন মুসলমানের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান একটা সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা এটাকে গুনাহর কাজ বলে গণ্যই করে না। বরং যারা ঈমানের তাগিদে আদালতে সত্য সাক্ষ্য প্রদানের সৎসাহস করেন তাঁদেরকে আহমক মনে করা হয়।

(٢٧٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُمَارِ اَخَاكَ وَلَاتُمَازِحْهُ ـ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ ـ ترمذى ابن عباس

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ لَاتُمَارِ 'লা-তুমারি'–ঝগড়া করো না। لَاتُمَازِحْهُ 'লা-তুমাযিহ্হু'–ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো না। لَاتَعِدْهُ 'লা তায়ি'দহু'–তার সাথে কোন ওয়াদা করো না। فَتُخْلِفُهُ 'ফাতুখলিফুহু'–তারপর তুমি তা ভঙ্গ করবে।

২৭৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো না। তার সাথে কোন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করো না।–তিরমিযি

ব্যাখ্যা ঃ বিতর্কের মূল লক্ষ হলো প্রতিপক্ষকে যে কোন উপায়ে পরাভূত করা। বিতর্কের মধ্যে নম্রতা ও আন্তরিকতার সাথে কথা বলার মনোভাব খুব কমই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এখানে সে হাসি-তামাশা হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে যা দ্বারা মানুষ মনেকষ্ট পায় এবং ঠাট্টাকারীর অভিসন্ধি প্রতিপক্ষের ব্যক্তিত্বকে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়ে থাকে। ভদ্রতার সীমা লংঘন হয় না, এমন হাসি-ঠাট্টা করা হতে নিষেধ করা হয়নি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, হালকা হাসি-ঠাট্টা ও অন্যায় হাসি-তামাশার মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য। অনেক সময় সামান্য কথাবার্তা হতেই বড় ধরনের সংঘাতের সৃষ্টি হয়। অতএব হাসি-তামাশার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

ওয়াদা পালনের নিয়ত ঃ

(٢٧٩) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ اَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ اَنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيْعَادِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اِذَا وَعَدَ 'ইযা ওয়াআদা'–যখন ওয়াদা করে। اَلرَّجُلُ 'আররাজুলু'–লোকটি। اَخَاهُ 'আখাহু'–তার ভাইয়ের সাথে। نِيَّتِهِ 'নিয়্যাতিহু'–তার নিয়্যাত। اَنْ يَفِي 'আঈ ইয়াফীয়া'–পালন করতে।

www.icsbook.info

فَلَمْ يَفِ 'ফালাম ইয়াফি'–অতঃপর পালন করতে পারেনি। لَمْ يَجِئ 'লাম ইয়াজিয়া'–আসতে পারেনি। لِلْمِيْعَادِ 'লিলমীআদ'–ওয়াদা মতো। فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ 'ফালা ইসমা আলাইহি'–তার গুনাহ হবে না।

২৭৯। যায়েদ ইবনে আরকাম রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করে এবং তা পালনের সে নিয়তও করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পালন করতে সক্ষম হয় না। সে ব্যক্তি গুনাহ্গার হবে না। –আবু দাউদ

দোষক্রটি বর্ণনা ঃ

(٢٨٠) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا تَعْنِىْ قَصِيْرَةً - فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْمُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ - مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ حَسْبُكَ 'হাসবুকা'–তোমার জন্য যথেষ্ট। مِنْ صَفِيَّةَ 'মিন সাফিয়াতা'–সাফিয়্যার ব্যাপারে। تَعْنِىْ 'তা'নী'–অর্থাৎ। قَصِيْرَةً 'কাসীরাতুন'–খাট, বেঁটে। لَقَدْ قُلْتِ 'লাকাদ কুলতি'–অবশ্য তুমি বলেছো। كَلِمَةً 'কালিমাতান'–এমন কথা। لَوْمُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ 'লাও মুযিজা বিহাল্ বাহরু'–যদি তা সাগরের পানিতে মিশানো হয় لَمَزَجَتْهُ 'লামাযাজাতহু'–তবে তাও তিক্ত হয়ে যাবে।

২৮০। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (এক সুযোগে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেছিলাম ঃ সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার এরূপ ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হওয়াই যথেষ্ঠ। অর্থাৎ তিনি বেটে এবং তা বড় ত্রুটি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! তুমি এমন এক তিক্ত কথা বললে! যদি তা সাগরের পানিতে মিশিয়ে দেয়া হয় তাহলে গোটা সাগরই তিক্ত হয়ে যাবে।–মিশকাত

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ সাধারণত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ পরস্পর সতীন হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত প্রীতি ও সৌহার্দের সাথে বসবাস করতেন। তথাপি কখনো কখনো অজ্ঞাতসারে কারো কোন ত্রুটি সংঘটিত হয়েই যেতো। এমন একটি ত্রুটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে সংঘটিত হয়ে গেলো। তিনি রাসূলের নজরে সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে খাঁটো করার উদ্দেশ্যে তার বেঁটে হওয়ার কথা উল্লেখ করে বসেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা শুনেই অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, তুমি অত্যন্ত গর্হিত কথা বলে ফেললে। বস্তুত পরবর্তীকালে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে এরূপ ভুল আর কোনদিন হয়নি। সাহাবা কেরামেরও একই অবস্থা ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার তাদের কোন ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করলে দ্বিতীয়বার উক্ত ত্রুটি তাদের থেকে প্রকাশ পেতো না।

এই হাদীসের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, মহানবী তাঁর প্রিয়তম স্ত্রীর অশোভন উক্তিতে নিশ্চুপ থাকেননি। বরং যথাযথভাবে ও ভাষায় তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এতে স্বামীদের জন্য এক বিরাট শিক্ষা নিহিত আছে।

যাচাই করা ছাড়া কথা রটানো ঃ

(٢٨١) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَعَمَّلُ فِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَاتِى الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلاً اَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلاَ اَدْرِىْ مَا اِسْمُهُ يُحَدِّثُ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ لَيَتَعَمَّلُ 'লাইয়াতাআম্মালু'— কাজ করে থাকে। فِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ 'ফী সূরাতির রাজুলি'—মানুষের ছবি ধারণ করে। فَيَاتِى الْقَوْمَ 'ফাইয়াতীল কাওমা'— মানুষের কাছে আসে। فَيُحَدِّثُهُمْ 'ফাইউহাদ্দিসুহুম'— তারপর তাদের সাথে কথা বলে। بِالْحَدِيْثِ الْكَذِبِ 'বিলহাদীসিল কাযিবি'—মিথ্যা কথা। فَيَتَفَرَّقُوْنَ 'ফাইয়াতাফাররাকুনা'—অতঃপর সে সরে

www.icsbook.info

পড়ে। اَعْرِفُ وَجْهَهُ 'আ'রিফু ওয়াজহাহু'–আমি তাকে চেহারায় চিনি। مَا أَدْرِى 'মা-আদরী'–আমি জানি না। مَا اسْمُهُ 'মা-ইসমুহু'–তার নাম কি ?

২৮১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের বেশে কাজ করে থাকে। সে মানুষের কাছে মিথ্যা বর্ণনাসমূহ পেশ করে। ফলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ কোন মজলিসে শয়তান এরূপ মিথ্যা বর্ণনা পেশ করার পর লোকেরা কোন ফয়সালায় পৌছার পূর্বেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অতঃপর তাদের কেউ একজন বলে। আমি একথা এক ব্যক্তির নিকট হতে শুনেছি। যার চেহারা আমি চিনি। কিন্তু নাম জানি না।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মুসলমানদেরকে কোন কথা যাচাই-বাচাই ছাড়া শুনামাত্র প্রচার করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। হতে পারে, একথা পরিবেশনকারী মিথ্যাবাদী কিংবা শয়তান। যাচাই ছাড়া যদি সমাজে বা সমাবেশে এরূপ কথাবার্তা ছড়ানোর রেওয়াজ প্রচলিত হয়ে পড়ে তাহলে অনেক ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। অতএব সংবাদ পরিবেশনকারী সম্পর্কে অনুসন্ধান করা দরকার। যে লোকটি একথাটি বলেছে সে মিথ্যা কথাও বলতে পারে। অথবা তা শয়তানের কারসাজীও হতে পারে। অতএব সংবাদ প্রদানকারী বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। তারপর বিশ্বস্ততার প্রমাণ পাওয়া না গেলে এ খবর প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

কুৎসা রটনা করা

পরনিন্দুক জান্নাত হতে বঞ্চিত থাকবে ঃ

(٢٨٢) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ لَايَدْخُلُ 'লা-ইয়াদখুলু'–প্রবেশ করবে না। نَمَّامٌ 'নাম্মামুন'–চোগলখোর, পরনিন্দুক।

www.icsbook.info

২৮২। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পরনিন্দুক জান্নাতে যেতে পারবে না। - বুখারী, মুসলিম

পরনিন্দুক শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকবে ঃ

(٢٧٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ، بَلٰى اِنَّهٗ كَبِيْرٌ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِىْ مِنْ بَوْلِهٖ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ مَرَّ 'মাররা' – গমন করলেন। يُعَذَّبَانِ 'ইউআয্যাবানি'– উভয়কে আযাব দেয়া হচ্ছিলো। بَلٰى اِنَّهٗ كَبِيْرٌ 'বালা ইন্নাহু কাবীরুন'– অবশ্য তা বড়ো গুনাহ্। كَانَ يَمْشِىْ 'কানা ইয়ামশী'–তার অভ্যাস ছিলো। بِالنَّمِيْمَةِ 'বিন্নামীমাতি'–চোগলখুরী করে, পরনিন্দা করে। فَكَانَ لَايَسْتَبْرِىُ 'ফাকানা লা-ইয়াসতাবরিউ'–সে সতর্কতা অবলম্বন করতো না। مِنْ بَوْلِهٖ 'মিন বাওলিহি'–তার পেশাব থেকে।

২৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুটো কবরের নিকট দিয়ে গমনকালে বললেন, উভয় কবরবাসীর উপর নিঃসন্দেহে আযাব হচ্ছে। আর এ আযাব এমন কোন কঠিন কাজের জন্যে দেয়া হচ্ছে না যা পরিত্যাগ করা তাদের জন্য কষ্টকর ছিলো। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে তারা সহজেই তা থেকে বেঁচে থাকতে পারতো। নিঃসন্দেহে তাদের অপরাধ ছিলো বড়ো। তাদের একজন চোগলখরী করে বেড়াতো। এবং অপর জন তার পেশাবের ছিটাফোটা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতো না।–বুখারী

পরনিন্দা এবং কুৎসা রটনা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা ঃ

(٢٨٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّمِيْمَةِ وَنَهٰى عَنِ الْغِيْبَةِ وَالْاِسْتِمَاعِ اِلَى الْغِيْبَةِ - مشكواة

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ نَهٰى 'নাহা'–তিনি নিষেধ করেছেন। اَلنَّمِيْمَةُ 'আন্নামীমাতু'–চোগলখুরী, পরনিন্দা। اَلْغِيْبَةُ 'আলগীবাতু'–কুৎসা বর্ণনা করা। وَالْاِسْتِمَاعُ اِلَى الْغِيْبَةِ 'ওয়াল্ ইস্তিমাউ' ইলাল্‌গীবাতি'–কুৎসা রটনা করা।

২৮৪। "আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পরনিন্দা, কুৎসা রটনা ও কুৎসা শোনা নিষেধ করেছেন।–মিশকাত

হিংসা সৎ কাজগুলোর জন্যে আগুন ঃ

(٢٨٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ـ

ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اِيَّاكُمْ 'ইয়্যাকুম'–তোমরা রক্ষা করো। اَلْحَسَدُ 'আলহাসাদু'–হিংসা। يَاكُلُ 'ইয়াকুলু'–খেয়ে ফেলে। اَلْحَسَنَاتِ 'আলাহাসানাতি'–নেকগুলোকে। كَمَا 'কামা'–যেমন। تَاكُلُ 'তা'কুলু'–খেয়ে ফেলে। اَلنَّارُ 'আন্নারু'–আগুন। اَلْحَطَبَ 'আলহাত্বাবা'– লাকড়িকে, খড়িকে।

২৮৫। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামে বলেছেন, তোমরা নিজেদেরকে হিংসা হতে রক্ষা করো। কেনোনা হিংসা নেক কাজসমূহকে এমনভাবে পুড়িয়ে দেয় যেমন আগুন খড়ি পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়।–আবু দাউদ

কুদৃষ্টি

প্রথম দৃষ্টি ঃ

(٢٨٦) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ـ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَّظْرِ الْفُجَاءَةِ ـ فَقَالَ اَصْرِفْ بَصَرَكَ ـ مسلم

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ سَأَلْتُ 'সাআলতু'–আমি জিজ্ঞেস করলাম। عَنْ نَظْرِ الْفُجَاءَةِ 'আন নাযরিল ফুজাআতি'–হঠাৎ দৃষ্টি পড়া। اَصْرِفْ 'আসরিফ'–ফিরিয়ে নাও। بَصَرَكَ 'বাসারাকা'–তোমার চোখ।

২৮৬। জারীর ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একজন অপরিচিত মহিলার উপর হঠাৎ দৃষ্টিপাত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তুমি তোমার দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবে।–মুসলিম

দ্বিতীয় দৃষ্টি ঃ

(٢٨٧) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَاعَلِيُّ لَاتَتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّمَا لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ ـ

ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ لَاتُتْبِعْ 'লা তাত্তাবি'–দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করবে না। اَلنَّظْرَةَ النَّظْرَةَ। 'আন্নাযরাতা আন্নাযরাতা'–প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয় দৃষ্টি।

২৮৭। বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ করে বলেন, হে আলী! কোন অপরিচিতা মহিলার উপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ফিরিয়ে নেবে। দ্বিতীয় বার তার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করবে না। কেনোনা প্রথম দৃষ্টিটি তোমার আর দ্বিতীয়টি তোমার নয় বরং তা শয়তানের।

–আবু দাউদ

www.icsbook.info

চারিত্রিক গুণাবলী অধ্যায়

নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য ঃ

(٢٨٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ - مؤطا امام مالك رض

শব্দের অর্থ ঃ بُعِثْتُ 'বুয়িসতু'–আমি প্রেরিত হয়েছি। لِاُتَمِّمَ 'লিউতামমিমা' –পরিপূর্ণ বিকাশ। حُسْنَ الْاَخْلَاقِ 'হুসনাল আখলাকি'–চারিত্রিক সৌন্দর্য।

২৮৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। চারিত্রিক সৌন্দর্য ও গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি।
–মুয়াত্তা ইমাম মালেক

ব্যাখ্যা ঃ নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো ঃ মানব চরিত্রকে সংশোধন করা। তাদের ব্যবহারকে মার্জিত করে সুন্দর ও মাধুর্যমণ্ডিত করা। তাদের চারিত্রিক দোষসমূহকে সংশোধন করে সে স্থলে পূতপবিত্র চরিত্রের ভিত্তি স্থাপন করা। চারিত্রিক এই পবিত্রতাই ছিলো মহানবীর প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহর রাসূল তাঁর কথা ও কাজের দ্বারা উন্নত ও উত্তম চরিত্রসমূহের এক তালিকা পেশ করেছেন। গোটা জীবন ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সকল অবস্থায় এসব গুণাবলীকে আঁকড়ে থাকার উপদেশ দান করেছেন।

উত্তম চরিত্রের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ. বলেন ঃ

هُوَطَلَاقَةُ الْوَجْهِ وَبَذْلُ الْمَعْرُوْفِ وَكَفُّ الْاَذٰى -

'উত্তম চরিত্র হলো, হাসিমাখা চেহারা। আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া।' উত্তম চরিত্রের পরিসীমা যে কত বিস্তৃত তা এ ব্যাখ্যা দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

www.icsbook.info

নবীর আদর্শ ঃ

(২৮৯) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاحِشًا ـ وَلاَ مُتَفَحِّشًا ـ وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلاَقًا ـ بخاری، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ فَاحِشًا 'ফাহিশান'–অশালীন কথাবার্তা। مُتَفَحِّشًا 'মুতাফাহহিশান'–অশ্লীল কাজে লিপ্ত। خِيَارُ كُمْ 'খিয়ারুকুম'–তোমাদের মধ্যে। اَحْسَنَكُمْ 'আহসানুকুম'–তোমাদের মধ্যে উত্তম। اَخْلاَقًا 'আখলাকান' –চারিত্রিক দিক দিয়ে।

২৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন অশালীন কথাবার্তা মুখে আনতেন না। অশালীন কোন কাজও করতেন না এবং অপর কোন লোকের সাথে অসদাচরণ করতেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে চরিত্রের দিক থেকে উত্তম।

–বুখারী, মুসলিম

উত্তম চরিত্রের উপদেশ ঃ

(২৯০) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ كَانَ اٰخِرَ مَا وَصَّانِيْ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ وَضَعْتُ رِجْلِيْ فِي الْغَرْزَانْ قَالَ يَامُعَاذُ اَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ ـ مؤطا امام مالك رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَاوَصَّانِيْ 'মা ওয়াসসানী'–যা আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। وَضَعْتُ 'ওয়াযা'তু'–আমি রাখলাম। رِجْلِيْ 'রিজলী'–আমার পা। فِي الْغَرْزَانِ 'ফীল গারযানি'–ঘোড়ার জিনের উভয় পাদানীতে। اَحْسِنْ خُلُقَكَ 'আহসিন খুলুকাকা'– উত্তম ব্যবহার করো। لِلنَّاسِ 'লিন্নাসি' –লোকদের জন্য।

২৯০। মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়েমেন পাঠাবার সময়

www.icsbook.info

ঘোড়ার জিনে পা রাখার মুহূর্তে যে শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন তা ছিলো, 'হে মু'আয! মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।–মুয়াত্তা ইমাম মালেক

চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ঃ

(٢٩١) اِنَّ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وسَلَّمَ قَـالَ لِاَشَجِّ عَبْـدِ الْقَـيْسِ "اِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ، اَلْحِلْمُ، وَالْاَنَاةُ - مسلم ابن عباس

শব্দের অর্থ ঃ لِاَشَجِّ 'লিআশাজ্জি'– প্রতিনিধি প্রধানের নাম। لَخَصْلَتَيْنِ 'লাখাসলাতাইনি'–অবশ্য দু'টি প্রশংসনীয় সৌন্দর্য। يُحِبُّهُمَا 'ইউহিব্বুমা' –উভয়কে পছন্দ করেন। اَلْحِلْمُ 'আলহিলমু'–ব্যক্তিত্ব, আবেগ-উচ্ছ্বাসহীন। اَلْاَنَاةُ 'আলআনাতু'–ব্যক্তিত্ব, মাহাত্ম্য।

২৯১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি প্রধানকে (যার উপাধি ছিল আশাজ্জ) সম্বোধন করে বলেছিলেন, নিঃসন্দেহে তোমার মধ্যে এমন দু'টি প্রশংসনীয় সৌন্দর্য বিদ্যমান যা আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়। একটি হলো ব্যক্তিত্ব (আবেগ-উচ্ছ্বাস নয়) আর দ্বিতীয়টি হলো শিষ্টাচার।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আবদুল কায়েস গোত্রের যে প্রদিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছিলো। তাদের অন্যান্য সদস্যরা মদীনা পৌঁছেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতে দৌড়ে আসে। অথচ তারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছিলো। ধূলাবালি তখনও তাদের চোখেমুখে। এ অবস্থায় তারা গোসল না সেরে এবং আসবাবপত্র না গুছিয়েই রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে তাদের নেতা এত তাড়াহুড়া করেননি। তিনি ধীর গতিতে সাওয়ারী হতে অবতরণ করে আসবাবপত্র যথাস্থানে রাখলেন। জানোয়ারগুলোকে খাবার দিলেন। এরপর হাতমুখ ধুয়ে ধীরস্থিরভাবে রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও ধীরস্থিরতার প্রশংসা-ই এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন।

www.icsbook.info

সাদাসিদে সরল জীবন ঃ

(٢٩٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْبَدَاوَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ ـ ابو داؤد ابو امامة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلْبَدَاوَةُ 'আলবাদাওয়াতু'–গ্রামীণ সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপন।

২৯২। আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে সরল ও অনাড়ম্বর জীবন ঈমানের অঙ্গ।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ সাদাসিদে জীবন যাপন করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। মু'মিন তো কেবল আখেরাতের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার চিন্তায় মগ্ন থাকে। ফলে ইহকালীন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তার কোন মোহ থাকে না।

পরিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা ঃ

(٢٩٣) عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرًا فَرَأَى رَجُلاً شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يُسَكِّنُ رَأْسَهُ ؟ وَرَأَى رَجُلاً عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ، مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ اَتَانَا 'আতানা'–তিনি আমাদের কাছে এলেন। زَائِرًا 'যায়িরান'–দেখার জন্য। فَرَأَى 'ফারায়া'–তারপর দেখলেন شَعِثًا 'শাসান'–ধূলী মলীন, এলোমেলো চুল বিশিষ্ট লোক। مَا يُسَكِّنُ 'মা ইয়াসকুনু'–যা দ্বারা ঠিক করতে পারে। رَأْسَهُ 'রাসাহু'–তার মাথা ثِيَاب 'সিয়াবুন'–পোশাক। وَسِخَةٌ 'ওয়াসিখাতুন'–ময়লা। مَا يَغْسِلُ 'মা ইউগসিলু'–যা দ্বারা ধুয়ে নিতো। ثَوْبَهُ 'সাওবাহু'– পোশাক।

www.icsbook.info

২৯৩। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসেন। তিনি আমাদের নিকট এমন একজন লোককে দেখলেন যার শরীরে ছিলো ধূলাবালি। মাথার চুল ছিলো এলোমেলো। তিনি বললেন, লোকটির কি কোন চিরুনী নেই যা দিয়ে সে তার মাথার চুল আচড়াতে পারে? তিনি আর একজন লোককে দেখলেন যার পরিধানে ছিলো ময়লা কাপড়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এ লোকটির নিকট কি (সাবান জাতীয়) এমন কিছু নেই যা দিয়ে সে তার কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করতে পারে।–মিশকাত

অপরিপাটি চুল শয়তানী কাজ ঃ

(٢٩٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ - فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهٖ كَاَنَّهٗ يَاْمُرُهٗ بِاِصْلَاحِ شَعْرِهٖ وَلِحْيَتِهٖ فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا مِنْ اَنْ يَّاتِيَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ ثَائِرُ الرَّأْسِ كَاَنَّهٗ شَيْطَانٌ - مشكواة عطاء بن يسار

শব্দের অর্থ ঃ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ 'সায়িরুররাসি ওয়াললিহয়াতি' –এলোমেলো মাথার চুল ও দাঁড়ি ওয়ালা। فَاَشَارَ 'ফাআশারা'–অতপর তিনি ইঙ্গিত করলেন। كَاَنَّهٗ يَاْمُرُهٗ 'কাআন্নাহু ইয়ামুরুহু'–তিনি যেন তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। بِاِصْلَاحِ شَعْرِهٖ وَلِحْيَتِهٖ 'বিইসলাহি শা'রিহি ওয়া লিহয়াতিহি'–তার চুল ও দাঁড়ি বিন্যাস করার জন্য। فَفَعَلَ 'ফা ফাআলা'– তারপর সে করলো। ثُمَّ رَجَعَ 'সুম্মা রাজাআ'–তারপর সে ফিরে গেলো। اَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا 'আলাইসা হাযা খাইরান'–এটা কি উত্তম নয়? اَحَدُكُمْ 'আহাদুকুম'–তোমাদের কেউ। كَاَنَّهٗ شَيْطَانٌ 'কাআন্নাহু শাইতানুন'– সে যেন শয়তান।

www.icsbook.info

২৯৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করলো। তার মাথার চুল ও দাড়ি ছিলো এলোমেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার প্রতি হাত দ্বারা এমন ভাবে ইশারা করলেন যেনো তিনি তাকে চুল ও দাড়ি সুবিন্যস্ত করার নির্দেশ দেন। অতঃপর সে ব্যক্তি ফিরে গিয়ে দাড়ি চুল সুবিন্যস্ত করে ফিরে এলো। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এক ব্যক্তির উসকো-খুশকো মাথা অপেক্ষা এ সুবিন্যস্ত অবস্থা কি উত্তম নয়? ইতিপূর্বে তো তাকে শয়তানের ন্যায় দেখাচ্ছিলো।–মিশকাত

ধন-সম্পদ ও মামুলি বেশভূষা ঃ

(٢٩٥) عَنْ اَبِى الْاَحْوصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَلَىَّ ثَوْبٌ دُوْنٌ ـ فَقَالَ لِىْ اَلَكَ مَالٌ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ـ قَالَ مِنْ اَيِّ الْمَالِ؟ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ، قَدْ اَعْطَانِى اللّٰهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ، قَالَ فَاِذَا اَتَاكَ مَالاً فَلْيُرَ اَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ ـ

ـ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ اَتَيْتُ 'আতাইতু'–আমি হাজির হলাম। ثَوْبٌ دُوْنٌ 'সাওবুন দূনুন'–নিম্নমানের পোশাক। اَلَكَ مَالٌ 'আলাকা মালুন'–তোমার কি ধন-সম্পদ আছে? مِنْ اَيِّ الْمَالِ 'মিন আইয়্যিলমালি'–কোন ধরনের মাল। مِنْ كُلِّ الْمَالِ 'মিন কুল্লিলমালা'–সব ধরনের মাল। قَدْ اَعْطَانِىَ اللّٰهُ 'কাদ আ'তানিয়াল্লাহু'–আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন। فَلْيُرَ 'ফালইউরা'–তুমি অবশ্যই তা দেখাও। اَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ 'আসারু নি'মাতিল্লাহি'–আল্লাহ্‌র নিআমতের নিদর্শন।

২৯৫। আবুল আহওয়াস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

www.icsbook.info

খেদমতে হাজির হলাম। তখন আমার পরিধেয় বস্ত্র অত্যন্ত নিম্নমানের ছিলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আল্যাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট ধন-সম্পদ আছে কি ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি প্রকারের সম্পদ আছে ? আমি জবাবে বললাম, সকল প্রকারের সম্পদ। যেমন উট, গাভী, বকরী, ঘোড়া এবং দাস-দাসী ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ যখন তোমাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন তখন তার নেয়ামতের নিদর্শনও তোমার শরীরে প্রকাশ পাওয়া উচিত।–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ যখন তোমাকে সবকিছু দান করেছেন। অবস্থা অনুযায়ী খাবার খাও। উত্তম পোশাক পরিধান করো। এ কেমন কথা! মানুষের নিকট সবকিছু থাকবে অথচ সে এমনভাবে চলবে যেনো একেবারে নিঃস্ব ও গরীব। এ অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। এতে আল্লাহর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

সালামের ব্যাপক চর্চা-ইসলামের সর্বোত্তম আলামত ঃ

(٢٩٦) اِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرِئُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ - بخارى، مسلم عبد الله بن عمر رض

শব্দের অর্থ ঃ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ 'আইয়্যুল ইসলামি খাইরুন'–ইসলামের কোন কাজটি উত্তম ? تُطْعِمُ الطَّعَامَ 'তুতয়িমুত্তোআমা'–খাবার খাওয়ানো। تُقْرِئُ السَّلَامَ 'তুকরিউস্‌সালামা'– সালাম দেবে। لَمْ تَعْرِفْ 'লাম তা'রিফ'–তুমি চিন না।

২৯৬। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করেছিলো, ইসলামের কোন কাজটি উত্তম ? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, গরীব-মিসকীনদেরকে খাবার দেয়া। সকল মুসলমানদেরকে সালাম দেয়া। তোমার সাথে তার পরিচয় থাকুক বা না থাকুক অর্থাৎ পূর্ব হতে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক।– বুখারী, মুসলিম

www.icsbook.info

হৃদ্যতার চাবিকাঠি ঃ

(২৯৭) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لاتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا ـ وَلاتُؤمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا ـ اَوَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَىْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ اَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ ـ مسلم ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ لاتَدْخُلُوْنَ 'লা-তাদখুলূনা'–তোমরা প্রবেশ করবে না। حَتّٰى تُؤْمِنُوا 'হাত্তা তু'মিনূ'–যে পর্যন্ত তোমরা ঈমান আনো। حَتّٰى تَحَابُّوْا 'হাত্তা তাহাব্বূ'–যে পর্যন্ত একে অপরকে ভালোবাসো না। اَوَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَىْءٍ 'আওয়া লা আদুল্লুকুম আলা শাইয়ীন'–আমি কি তোমাদেরকে এক বিষয়ের খবর দেবো না? اَفْشُوْا السَّلاَمَ 'আফশূসসালামা'–সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে। بَيْنَكُمْ 'বাইনাকুম'–তোমাদের পরস্পরের মধ্যে।

২৯৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা মু'মিন হবে। আর তোমরা মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একে অপরকে ভালো না বাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন এক কাজের কথা বলবো ? যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালবাসবে। তোমরা পরস্পর ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় করো।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো। মুসলমানগণ একে অপরকে ভালোবাসবে এবং প্রীতি ও ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরস্পরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। এ হলো মু'মিনের ঈমান ও ইসলামের দাবী। এর উপায় হলো তাদের পরস্পরের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন। সালামের এ প্রথাটি হলো উত্তম-পন্থা। তবে সালামের অর্থ এবং তার মূল উদ্দেশ্য জানা থাকতে হবে।

জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত ঃ

(২৯৮) عَنْ سَهَلُ ابْنِ سَعْدُ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ـ مَنْ يَّضْمَنُ لِى مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ ـ ـ بخارى

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ : مَنْ يَضْمَنْ لِى 'মাই ইয়াযমানু লী'–যে আমার কাছে যিম্মাদার হবে। مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ 'মা বাইনা লাহ্ইয়াইহি'–তার মুখের। وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ দু' পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের, লজ্জাস্থান। اَضْمَنْ 'আযমানু'–আমি যিম্মা থাকবো।

২৯৮। সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের জিহবা এবং লজ্জা স্থানের হিফাযতের জামনি হবে, আমি তার জান্নাতের জামিন হবো।–বুখারী

ব্যাখ্যা : মানব দেহের এ দুটো অঙ্গ অত্যন্ত দুর্বল ও বিপদজ্জনক। এ অঙ্গ দুটোর মাধ্যমে আক্রমণ রচনা করতে শয়তানের বেশ সুবিধা। এ দুটো অঙ্গ দ্বারাই সর্বাধিক গুনাহ সংঘটিত হয়ে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত অঙ্গ দুটোকে হেফাযত করতে পারে তা হলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

দায়িত্বহীন কথাবার্তা :

(٢٩٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ لاَيُلْقِىْ لَهَا بَالاً يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لاَيُلْقِىْ لَهَا بَالاً يَهْوِىْ بِهَا فِىْ جَهَنَّمَ -

- بخارى ابو هريرة رض

শব্দের অর্থ : لَيَتَكَلَّمُ 'লাইয়াতাকাল্লামু'–অবশ্যই মানুষ এমন কথা বলে। بِالْكَلِمَةِ 'বিলকালিমাতি'–এমন কথা। مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ 'মিন রিদওয়ানিল্লাহি'–আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। لاَيُلْقِىْ لَهَا بَالاً 'লা ইউলকী লাহা বালান'–সে এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে না। مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ 'মিন সাখাতিল্লাহি'–আল্লাহর অসন্তুষ্টি উৎপাদন করে ধরনের কথাও। يَهْوِىْ بِهَا 'ইয়াহওয়ী বিহা'–যা তাকে জাহান্নামে ঠেলে দিবে।

www.icsbook.info

২৯৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। নিঃসন্দেহে মানুষ তার মুখ হতে এমন কথা প্রকাশ করে যা আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু সে তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে না। অথচ উক্ত কথার দরুন আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। এভাবে মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টিজনক কথাও বেপরোয়াভাবে মুখ থেকে বের করে বসে যা তাকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ উক্তির উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেনো তার জিহ্বাকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে না দেয়। যা কিছু বলবে চিন্তা-ভাবনা করে বলবে। এমন কোন কথা কখনো বলবে না যা জাহান্নামের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

দাওয়াত ও তাবলীগ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দাওয়াত কি ছিলো?

(٣٠٠) قَالَ مَاذَا يَاْمُرُكُمْ ؟ قُلْتُ يَقُوْلُ اعْبُدُوْا اللّٰهَ ـ وَلاَتُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا ـ وَاتْرُكُوْا مَايَقُوْلُ اٰبَاءُكُمْ ـ وَيَاْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالصِّدْقِ ـ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ ـ بخارى ابن عباس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَاذَا يَاْمُرُكُمْ 'মাযা ইয়ামুরুকুম'–সে তোমাদের কি নির্দেশ দেয়। اُعْبُدُوا اللّٰهَ 'উ'বুদূল্লাহা'–তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করো। لاَتُشْرِكُوْا 'লা তুশরিকূ'–তোমরা শরীক করো না। وَاتْرُكُوْا 'ওয়াতরুকূ'–আর ছেড়ে দাও। وَالْعَفَافِ 'ওয়ালআফাফি'–আর সৎ জীবন যাপন করতে। وَالصِّلَةِ 'ওয়াসসিলাতি'– আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করতে।

৩০০। ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত। (রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন) এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে কি নির্দেশ দিয়ে থাকেন ? আবু সুফিয়ান জবাবে বলেছিনে ঃ এ ব্যক্তি আমাদেরকে বলেন, আল্লাহর ইবাদাত করো। তাঁর ক্ষমতা ও আনুগত্যে কাউকে শরীক করো না। তোমাদের পূর্বপুরুষদের যে

www.icsbook.info

আকীদা-বিশ্বাস ছিলো এবং সে অনুযায়ী তারা যে সমস্ত কাজকর্ম করতো তা পরিত্যাগ করো। তিনি আমাদেরকে সালাত কায়েম করতে, সত্য কথা বলতে, পবিত্র জীবন যাপন করতে এবং আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করতে নির্দেশ দেন।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। হাদীসে হিরাক্‌ল নামে প্রসিদ্ধ। হাদীসটির সংক্ষিপ্ত সার হলো। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস বায়তুল মাকদাসে থাকাকালীন সময়ে রাসূলের দ্বীনের দাওয়াত সম্বলিত পত্র পেয়েছিলেন। রাসূল সম্পর্কে অবহিত হবার জন্যে তখন তিনি একজন আরব নাগরিকের সন্ধান করতে থাকেন। ঘটনাক্রমে হিরাক্লিয়াস আরবের এক সওদাগরী কাফেলার সন্ধান পেয়ে গেলেন। উক্ত কাফেরার প্রধান আবু সুফিয়ান তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে দরবারে ডেকে অনেক প্রশ্নই করেছিলেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলো নবীর দাওয়াতের মূল বক্তব্য কি ? আবু সুফিয়ান কাফেলার পক্ষ হতে জবাবে বলেন, তিনি একত্ববাদের দাওয়াত দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, তোমরা একমাত্র আল্লাহকে স্বীকার করো। তিনিই একমাত্র সত্তা যার ক্ষমতা আসমান ও যমীনে উভয় স্থানেই বিরাজমান। মহাশূন্যের নিয়ম শৃঙ্খলার একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক তিনিই। এমনিভাবে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনাও তাঁর হাতে। এ উভয় জগতের ব্যবস্থাপনা ও ক্ষমতায় তিনি কাউকে তাঁর শরীক করেননি। আর কেউ স্বীয় শক্তি ও প্রভাব বলে আল্লাহর শরীক হতে পারেনি। প্রকৃত অবস্থা যখন এই তখন সিজদার অধিকারী কেবল তিনিই। সকল সমস্যায় একমাত্র তাঁরই সাহায্য কামনা করা দরকার। ভালোবাসতে হবে তাঁকেই। কেবল তাঁরই আনুগত্য করতে হবে। পিতৃপুরুষগণ শিরকের ভিত্তিতে যে জীবনব্যবস্থা তৈরি করেছিলো তা পরিহার করতে হবে। আবু সুফিয়ান আরো বললেন, এমনিভাবে এ ব্যক্তি আমাদেরকে বলেন, সালাত কায়েম করো, কথা ও কাজে সত্যবাদিতা আবলম্বন করো। পূতপবিত্র জীবন যাপন করো। মানবতা বিরোধী কোন কাজ করো না। ভাইদের সাথে ভাল ব্যবহার করো। সবাই এক পিতা-মাতার সন্তান বিধায় তোমরা একে অপরের ভাই হিসাবে জীবন যাপন করো।

www.icsbook.info

(٢٠١) عَنْ عُمَرِوبْنِ عَبَسَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ - يَعْنِيْ فِيْ اَوَّلِ النُّبُوَّةِ فَقُلْتُ مَا اَنْتَ؟ قَالَ نَبِي - فَقُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ اَرْسَلَنِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَقُلْتُ بِاَيِّ شَيْءٍ اَرْسَلَكَ ؟ قَالَ اَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْاَرْحَامِ - وَكَسْرِ الْاَوْثَانِ - وَاَنْ يُوَحِّدَ اللّٰهُ لَايُشْرَكُ بِهٖ شَيْءٌ - مسلم، رياض الصالحين

শব্দের অর্থ : دَخَلْتُ 'দাখালতু'–আমি প্রবেশ করলাম। عَلَى النَّبِيِّ 'আলা নাবিয়্যিন' – নবী করীমের اَرْسَلَنِي اللّٰهُ تَعَالٰى 'আরসালানিয়াল্লাহু তাআলা'–আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঠিয়েছেন। بِصِلَةِ الْاَرْحَامِ 'বিসিলাতিল আরহামি'–আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য। كَسْرِ الْاَوْثَانِ 'কাসরিল আওসানি'–পৌত্তলিকতার বিলোপ সাধন। اَنْ يُوَحِّدَ اللّٰهُ 'আই ইউওয়াহহিদাল্লাহু'–আল্লাহর একত্ববাদ কায়েম করা। لَايُشْرَكُ بِهٖ شَيْءٌ 'লা ইউশরাকু বিহি শাইয়ুন'–তার সাথে কাউকে শরীক না করা।

৩০১। আমর ইবনে আবাসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মক্কাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম (অর্থাৎ নবুয়তের প্রথম দিকে) এবং প্রশ্ন করলাম, আপনি কে ? রাসূলুল্লাহ উত্তরে বললেন, 'আমি নবী।' আমি আবার প্রশ্ন করলাম, 'নবী কি ?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ আমাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন।' আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কি দায়িত্ব সহকারে আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন ?' তিনি বললেন, 'মানুষকে পারস্পরিক ভালোবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। পৌত্তলিকতার বিলোপ সাধন করে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক না করে একত্ববাদ কায়েম করার শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন।

– মুসমিলম, রিয়াদুস সালেহীন

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের বুনিয়াদী কথাগুলো বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

www.icsbook.info

সংক্ষেপে তাঁর দাওয়াতের মূল বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন। আমার আহবান হলো— আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যকার সম্পর্কের সঠিক ভিত্তি— তাওহীদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতায় কাউকে শরীক করা যাবে না এবং ইবাদাত কেবল তাঁর উদ্দেশ্যেই করতে হবে। আনুগত্যও করতে হবে একমাত্র তাঁরই।

মানুষের মধ্যে সম্পর্কের সঠিক ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক ভালোবাসা এবং হৃদ্যতা। সকল মানুষ একই মাতা-পিতার সন্তান। মূলত সকলে পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তাদের সকলকে পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও সংবেদনশীল হতে হবে। অসহায় ও অভাবী ভাইদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে হবে। কারো উপর নিপীড়ন ও অত্যাচার করা হলে সকলে মিলে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। কেউ হঠাৎ কোন বিপদের সম্মুখীন হলে প্রত্যেকের অন্তরে তার জন্যে সহানুভূতি সৃষ্টি হতে হবে। তাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের ভিত্তি দু'টি। একটি হলো ওয়াহদাতে ইলাহ— আল্লাহর একত্ববাদ। আর দ্বিতীয়টি হলো ওয়াহদাতে বনী আদম। একই পিতা-মাতার সন্তান। এখানে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে যে, মূল বস্তু হলো তাওহীদ এবং দ্বিতীয় বিষয়টি হলো তাওহীদেরই একান্ত দাবী। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসবে সে তাঁর বান্দাদেরকে ভালোবাসবে। কেনোনা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভালোবাসার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

বান্দার প্রতি ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা প্রদর্শনের যে সকল দাবি আছে তন্মধ্যে ইরান সেনাপতির সম্মুখে মুগিরা ইব্‌নে শো'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী দাওয়াতের ব্যাখ্যা এবং নবুয়াতের মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে যা বলেছিলেন তাও একটা। তিনি ইরানী সেনাপতির ভুল ধারণা অপনোদন করতে গিয়ে বলেন, আমরা ব্যবসায়ী নই। ব্যবসা বাণিজ্যে পার্থিব লাভের উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আসিনি। আমাদের একমাত্র লক্ষ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে

www.icsbook.info

আখেরাত। আমরা সত্য দ্বীনের পতাকাবাহী সৈনিক মাত্র। এ দ্বীনের প্রতি আহবান করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এসব কথা শ্রবণের পর ইরান সেনাপতি জিজ্ঞেস করলেন। সে দ্বীন কি ? তার পরিচয় দাও। মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন ঃ

أَمَّا عُمُوْدُهُ الَّذِيْ لَايَصْلُحُ شَيْءٌ مِنْهُ الاَّ بِهِ فَشَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالْاِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

অর্থাৎ আমাদের দ্বীনের ভিত্তি ও কেন্দ্রবিন্দু হলো–'মানুষ এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই (অর্থাৎ তাওহীদ) এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল (অর্থাৎ রিসালাত)। আর আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত বিধান আল কুরআনকেও মানতে হবে অর্থাৎ কিতাব। এ ছাড়া এ দ্বীনের কোন অংশই সুষ্ঠভাবে চলতে পারে না।

ইরানী অধিনায়ক বললেন, এতো অতি উত্তম শিক্ষা। এ দ্বীনের আরও কিছু শিক্ষা আছে কি ? মুগিরা জবাবে বললেন ঃ

وَاِخْرَاجُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلَى عِبَادَةِ اللّٰهِ

'মানুষকে মানুষের দাসত্ব ও বন্দেগীর শৃঙ্খল হতে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগীর নিগড়ে আবদ্ধ করাও এ দ্বীনের একটি শিক্ষা।' ইরান সেনাপতি বললেন, এটাও তো উত্তম শিক্ষা। এ দ্বীন আর কি শিক্ষা দেয় ? মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

وَالنَّاسُ بَنُوْ اٰدَمَ - فَهُمْ اِخْوَةٌ لِاَبٍ وَاُمٍّ -

'সকল মানুষ আদম-সন্তান। তারা পরস্পর ভাই ভাই।' এ হলো দ্বীনে হকের মৌলিক আহবান যা মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরানী সেনাপতির সামনে পেশ করেছিলেন। একই সেনাপতির সামনে ইসলামের আর এক বীর মুজাহিদ রাবী 'ইবনে আমীর' নিম্নোক্ত ভাষায় ইসলামের ব্যাখ্যা পেশ করেছিলেন ঃ

www.icsbook.info

اَللّٰهُ اَبْعَثَنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلٰى عِبَادَةِ اللّٰهِ وَمِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا اِلٰى سَعَتِهَا - وَمِنْ جَوْرِ الْاَدْيَانِ اِلٰى عَدْلِ الْاِسْلَامِ فَاَرْسَلَنَا بِدِيْنِهِ اِلٰى خَلْقِهِ لِنَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ

'আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যারা চায় তাদেরকে যেনো আমরা মানুষের দাসত্ব হতে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনি। সংকীর্ণ জগত হতে বের করে প্রশস্ত ও বিস্তৃত জগতে এনে দেই। বাতিল ও নিপীড়নমূলক জীবনব্যবস্থার হাত হতে মুক্ত করে ইসলামের ইনসাফভিত্তিক সুন্দর জীবনবিধানের ছায়াতলে সমবেত করি। আল্লাহ তার দ্বীন সহকারে আমাদেরকে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। যেনো আমরা তাদের সকলকে আল্লাহর এ সত্য দ্বীনের প্রতি আহবান জানাই।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে দ্বীন

সফলতা-পরীক্ষার পথে :

(٣٠٢) عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا اَلَاتَسْتَنْصِرُ لَنَا اَلَاتَدْعُو اللّٰهَ لَنَا؟ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا - فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ - وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَادُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ وَعَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ - وَاللّٰهِ لَيَتِمَّنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَمَوْتَ لَايَخَافُ اِلَّا اللّٰهَ اَوِ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ - بخارى

শব্দের অর্থ : شَكَوْنَا 'শাকাওনা'– আমরা অভিযোগ করলাম। مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ 'মুতাওয়াস্‌সিদুন বুরদাতান লাহু'–তাঁর চাদর বালিশের ন্যায় মাথার নিচে

www.icsbook.info

রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا 'আলা তাসতানসিরুলানা'–আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছেন না? أَلَا تَدْعُوا اللهَ لَنَا 'আলা তাদউ'ল্লাহা লানা'– আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়া করছেন না? يُحْفَرُ لَهُ 'ইউহফারু লাহু'–তার জন্য গর্ত খনন করা হতো। فَيُجَاءُ 'ফাইউজাউ'–আনা হতো। بِالْمِنْشَارِ 'বিলমিনশারি'–করাত সহ। فَيُوضَعُ 'ফাইউযাউ'–অতপর রাখা হতো। فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ 'ফা ইউশুককু বিইসনাইনি'–অতপর দ্বিখণ্ডিত করা হতো। مَا يَصُدُّهُ 'মা ইয়াসুদ্দুহু'–তাকে ফিরিয়ে রাখেনি। عَنْ دِيْنِهِ 'আন দীনিহি'–তাঁর দীন থেকে। يُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ 'ইউমশাতু বিআমশাতিল হাদীদি'–লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়ান হতো। مَادُوْنَ لَحْمِهِ 'মাদূনা লাহমিহি'–গোশতের নিচে। لَيُتِمَّنَّ اللهُ 'লাইয়াতাম্মান্নাল্লাহু'–অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা এ দ্বীনকে, বিজয়ী করবেন। وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ 'ওয়া লাকিন্নাকুম তাসতা'জিলূনা'–কিন্তু আফসুস তোমরা বড়ো তাড়াহুড়া করছো।

৩০২। খাব্বার ইবনুল আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল কা'বা শরীফের ছায়াতলে আপন চাঁদর মাথার নিচে বালিসের ন্যায় রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সে সময় মক্কাবাসীরা অসহায় মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালাচ্ছিলো। এমন সময় আমরা সেখানে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ অত্যাচার ও নিপীড়ন অবসানের জন্যে আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছেন না? এ যুলুমের অবসানের জন্য দোয়া করছেন না? অত্যাচারের এ নির্মম ধারা আর কতদিন চলবে? কখন এ বিপদের অবসান ঘটবে? একথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের আগে এমন অনেক লোক অতিবাহিত হয়েছেন যাদের কারো জন্যে গর্ত খনন করা হতো। অতঃপর তাঁকে গর্তে প্রবেশ করিয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। তথাপি তিনি দ্বীন হতে ফিরে যেতেন না। এমনিভাবে তাঁদের দেহের উপর দিয়ে চিরুনীর ন্যায় লোহার আঁচড়া টানা হতো। এ আঁচড়া গোশত ভেদ করে হাড় পর্যন্ত গিয়ে

www.icsbook.info

পৌঁছতো। এরূপ নির্যাতন ও নিপীড়ন তাদেরকে আল্লাহর দ্বীন হতে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। আল্লাহর কসম এ দ্বীনকে তিনি বিজয়ী করবেনই। এমনকি কোন সফরকারী সান'আ (ইয়ামেন) হতে হাজরামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে অথচ আল্লাহ ছাড়া পথিমধ্যে আর কারুরই ভয় থাকবে না। অবশ্য রাখাল তার মেষ পাল সম্পর্কে নেকড়ের ভয় করবে। কখন মেষ মুখে নিয়ে নেকড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু (আফসুস) তোমরা বড় তাড়াহুড়া করছো।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ ইয়ামেন হতে বাহরাইন এবং হাজরা মাউত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় সত্যের দুশমনদের শক্তি লোপ পাবে এবং আল্লাহর বান্দাগণ নির্ভয়ে আল্লাহর হুকুম আহকাম প্রতিপালন করে চলবে।

খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তের বছরের মক্কী জীবনের দুঃসহ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এ হাদীসে তুলে ধরেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় সাহাবীদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, ধৈর্যের সাথে কাজ করে যেতে সে সময় আর বেশী দূরে নয় যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইসলামের পতাকাবাহীদের হাতে আসবে। আল্লাহর হুকুম প্রতিপালনকারীগণ সকল প্রকার ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে নিয়ে সমাজকে যুলুম মুক্ত করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করবে।

হিজরত ও জিহাদ ঃ

(٢٠٢) عَنْ عطَاءِ بْنِ اَبِي رِبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مع عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ فَسَأَلْنَاهَا عنِ الْهِجْرَةِ ـ فَقَالَتْ لاَهِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَفِرُّ اَحَدُهُمْ بِدِيْنِهِ اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُوْلِهِ مَخَافَةَ اَنْ يُّفْتَنَ عَلَيْهِ ـ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ اَظْهَرَ اللّٰهُ الْاِسْلاَمَ وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَّنِيَّةٌ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ زُرْتُ 'যুরতু'–দেখা করলাম। فَسَأَلْنَاهَا 'ফাসাআলনাহা' –আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। عَنِ الْهِجْرَةِ 'আনিলহিজরাতি'–হিজরত

www.icsbook.info

সম্পর্কে। لَاهِجْرَةَ الْيَوْمَ 'লা-হিজরাতাল ইয়াওমা'–না এখন কোন হিজরত নেই। وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ 'ওয়া লাকিন জিহাদুন ওয়া নিয়্যাতুন'–কিন্তু জিহাদ ও নিয়ত আছে।

৩০৩। আতা ইবনে আবী রিবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উবাইদ ইবনে উমাইর লাইসী সহ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে দেখা করতে গেলাম। আমরা তাঁকে হিজরত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম (হিজরত এখনও কি ফরয ? মানুষ কি এখনো নিজ নিজ এলাকা ত্যাগ করে মদীনায় চলে আসবে ?) আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, না এখন কোন হিজরত নেই (হিজরতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে)। ঈমান আনার অপরাধে মু'মিনের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠতো বলে তো হিজরাত করা হতো। ফলে মু'মিনগণ নিজেদের দ্বীন ও ঈমান সহ আল্লাহ ও রাসূলের নিকট চলে আসতো। এখন আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। মু'মিন এখন যেখানে খুশী স্বাধীনভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। অবশ্য জিহাদ এবং জিহাদের উদ্দেশ্য এখনো কার্যকর রয়েছে।–বুখারী

জামায়াত গঠনের প্রয়োজনীয়তা

সফরে শৃংখলা ঃ

(٣٠٤) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ -

- ابو داؤد ابو سعيد خدرى رض

শব্দের অর্থ ঃ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ 'ইযা কানা সালাতুন'–যখন তিনজন হবে। فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ 'ফালইউআম্মিরূ আহাদাহুম'–অবশ্যই একজনকে আমীর নির্বাচন করবে।

৩০৪। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনজন লোক ভ্রমণের

www.icsbook.info

উদ্দেশ্যে কোথাও বের হলে তাদের একজনকে নেতা নির্বাচন করে নেয়া উচিত।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মানুষের জন্যে প্রবাসে থাকা অবস্থায়ও যখন দল গঠনের অপরিহার্যতার কথা বলা হয়েছে। তখন মু'মিনদের সংগঠন যেখানে ছিন্নভিন্ন সেখানে তাদের সংগঠিতভাবে জীবন যাপন করা নিঃসন্দেহে আরো জরুরী। মুসলমানদের জন্যে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করা কোন অবস্থাতেই সঙ্গত নয়।

(٣٠٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُوْنُوْنَ بِفَلَاةٍ مِّنَ الْاَرْضِ اِلَّا اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ -

- منتقى

শব্দের অর্থ ঃ لَايَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ 'লা ইয়াহিল্লু লিসালাসাতিন'–তিনজন একত্র হলে তাদের জন্য জায়েয নয়। فِى الْفَلَاةِ 'ফীল ফালাতি'– কোন জঙ্গলে। اَمَّرُوْا 'আম্মারু'–তারা আমীর বানিয়ে নিবে। اَحَدَهُمْ 'আহাদাহুম'–তাদের একজনকে।

৩০৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তি যদি কোন জঙ্গলেও বসবাস করে তবুও তাদের মধ্যে একজনকে নেতা নির্বাচন না করে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করা জায়েয নয়।–মুনতাকা

দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ঃ

(٣٠٦) مُعَاذِ بْنُ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَاْخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ -

- مسند احمد، مشكوٰة معاذ بن جبل رضـ

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ 'যি'বুল ইনসানি'–মানুষের বাঘ। اَلشَّاذَّةَ 'আশশাযযাতা'– বিচ্ছিন্ন হয়ে একা চলাচলকারী। قَاصِيَةٌ 'কাসিয়াতুন'–দল থেকে সরে পড়া। نَاحِيَةٌ 'নাহিয়াতুন'–দলের একপাশে থাকা।

৩০৬। মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের জন্যে নেকড়ে স্বরূপ। নেকড়ে বকরীর দল হতে বিচ্ছিন্ন ও একা চলাচলকারী বকরীকে শিকার করে নেয়। (মানুষ যদি দলবদ্ধভাবে নেতার হুকুম অনুযায়ী বসবাস না করে। একা একা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস করে তাহলে শয়তান অতি সহজে তাকে হাতের পুতুল বানিয়ে ফেলতে পারে।) সুতরাং হে লোক সকল! তোমরা দুর্গম ঝুঁকিপূর্ণপথ পরিহার করে চলবে এবং সর্বসাধারণকে সাথে নিয়ে জামায়াতবদ্ধভাবে বসবাস করবে।

– মুসনাদে আহমদ, মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ জামায়াতবদ্ধভাবে জীবন যাপনের নির্দেশ তখনকার জন্যে প্রযোজ্য যখন মুসলমানদের মধ্যে 'আল-জামায়াত' বর্তমান থাকবে। আর যদি 'আল-জামায়াত' বর্তমান না থাকে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে এটা আজ এক বিরাট প্রশ্ন। এর সহজ ও স্পষ্ট জবাব হলো – জামায়াত গঠন করো। যাতে এ জামায়াতে সকলে শামিল হয়ে 'আল-জামায়াত' -এ পরিণত হয়।

জামায়াত ভুক্তির মাধ্যমে জান্নাত লাভ ঃ

(۳۰۷) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَسْكُنَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ اَبْعَدُ - مشكوٰة

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ سَرَّهُ 'মান সাররাহু'–যে ব্যক্তিকে আনন্দ দেয়। اَنْ يَسْكُنَ 'আঁই ইয়াসকুনা'–সে বসবাস করবে। بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ 'বুহবূহাতিল জান্নাতি'–জান্নাতের মাঝখানে। فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ 'ফালইয়ালযিমিল

www.icsbook.info

জামাআতা'–সে যেনো জামায়াতের সাথে লেগে থাকে। مَعَ الْوَاحِدِ 'মাআল ওয়াহিদি'– একজনের সাথে। أَبْعَدُ 'আবআদু'–বহুদূরে অবস্থান করে।

৩০৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের মাঝখানে নিজের ঘর বানাতে চায়, সে যেনো জামায়াতের সাথে লেগে থাকে। কেনোনা শয়তান বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তির সঙ্গে থাকে। সঙ্গবদ্ধ দু'ব্যক্তি থেকে সে বহু দূরে অবস্থান করে। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ মুসলমানদের যদি 'আল-জামায়াত' বর্তমান থাকে তা হলে তার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক অতীব প্রয়োজন। এ সময় এ জামায়াত হতে বিচ্ছিন্ন থাকা মোটেই বৈধ নয়। 'আল-জামায়াত' বলতে এমন অবস্থা বুঝায় যখন ইসলাম বিজয়ীরূপে থাকবে এবং ক্ষমতা মু'মিনদের হাতে থাকবে। আর ঈমানদারগণ একজন আমীরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। কিন্তু যদি 'আল-জামায়াত' প্রতিষ্ঠিত না থাকে সে ক্ষেত্রে জামায়াতবদ্ধ হয়ে এমন পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে যেনো 'আল-জামায়াত' বাস্তবে রূপ নিতে পারে।

নেতা ও অধীনস্থ ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের ধরন

জামায়াত প্রধানের দায়িত্ব ঃ

(٣٠٨) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاِمَامُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ - بخارى، مسلم ابن عمر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلاَ 'আলা'–সাবধান! كُلُّكُمْ 'কুল্লুকুম'–তোমাদের প্রত্যেকেই। رَاعٍ 'রায়ি'ন'– রক্ষক, দায়িত্বশীল। مَسْئُوْلٌ 'মাসউলুন'

www.icsbook.info

–জবাবদিহি করতে হবে। رَعِيَّتِهِ 'রায়িয়াতিহি'– অধীনস্থদের। فَالْاِمَامُ 'ফালইমামু'–অতএব একজন ইমাম।

৩০৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জেনে রেখো! তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক ও দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব একজন ইমাম যিনি অধীনস্থ লোকদের রক্ষক তাকে স্বীয় অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের উপর কর্তৃত্ব করে। অতএব তিনি তার পরিবারের অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। এমনিভাবে স্ত্রী হচ্ছেন স্বামীর গৃহ ও সন্তানদের উপর দায়িত্বশীল। সুতরাং এদের সকলের সম্পর্কে তাকেও জবাবদিহি করতে হবে।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'রক্ষক ও দায়িত্বশীল'–এর অর্থ হলো অধীনস্থদের সুশিক্ষা ও সংশোধনের জিম্মাদার। অধীনস্থদের সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং বিপথ থেকে ফিরিয়ে রাখা হলো তার দায়িত্ব। যদি তাদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করা হয় এবং তাদেরকে বিপথগামী হবার জন্যে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে আল্লাহর নিকট দায়িত্বশীলকেই জবাবদিহি করতে হবে।

বিশ্বাসঘাতক আমীর ঃ

(٣٠٩) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ - مَامِنْ وَّالٍ يَلِىْ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ غَاشٌّ لَّهُمْ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ - متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ وَالٍ 'ওয়ালিন'–দায়িত্বশীল। يَلِىْ 'ইয়ালী'–দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। غَاشٌّ 'গাশ্শুন'–বিশ্বাসঘাতক। حَرَّمَ 'হাররাম'–হারাম করবেন।

www.icsbook.info

৩০৯। মা'কেল ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। যে ব্যক্তি মুসলমানদের যাবতীয় সামষ্টিক ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবার পরও তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেবেন। –বুখারী, মুসলিম

অলস ও কুটিল নেতা ঃ

(٣١٠) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ يَقُوْلُ اَيُّمَا وَالٍ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ كَنُصْحِهٖ وَجُهْدِهٖ لِنَفْسِهٖ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فِي النَّارِ وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَحْفَظْهُمْ بِمَا يَحْفَظُ بِهٖ نَفْسَهُ وَاَهْلَهُ۔

۔طبراني كتاب الخراج

শব্দের অর্থ ঃ وَلِيَ 'ওয়ালিয়া'–দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। لَمْ يَنْصَحْ 'লাম ইয়ানসাহ্'–সে কল্যাণকর কিছু করেনি। لَمْ يَجْهَدْ 'লাম ইয়াজহাদ'–সে চেষ্টা করেনি। كَنُصْحِهٖ 'কানুসহিহি' – তার নিজের কল্যাণের মতো। كَبَّهُ 'কাব্বাহ'–উপুড় করে ফেলবেন। فِي النَّارِ 'ফীন্নারি'–জাহান্নামে। وَفِيْ رِوَايَةٍ 'ওয়া ফী রাওয়ায়াতিন'–অপর বর্ণনায়। لَمْ يَحْفَظْهُمْ 'লাম ইয়াহফাযহুম – সে তাদের হেফাযত করেনি।

৩১০। মা'কেল ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। অথচ সে তাদের জন্যে কল্যাণকর কিছু করেনি। সে নিজের কল্যাণের জন্যে যেভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে অপরের কল্যাণার্থে তা করেনি। কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তিকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। ইবনে আব্বাসের অপর

www.icsbook.info

এক বর্ণনায় আছে। সে তাদের হিফাযতের দায়িত্ব এমনভাবে পালন করেনি যেমন নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের জন্যে করেছে।

–তিবরানী, কিতাবুল খারাজ

স্বজন প্রিয় নেতা ঃ

(٣١١) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ : قَالَ اَبُوْبَكْرٍ حِيْنَ بَعَثَنِيْ اِلَى الشَّامِ يَا يَزِيْدُ اَنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ اَنْ تُوْثِرَهُمْ بِالْاِمَارَةِ وَذٰلِكَ اَكْبَرُ مَا اَخَافُ عَلَيْكَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ - لَايَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا حَتّٰى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ -

- كتاب الخراج امام ابو يوسف

শব্দের অর্থ ঃ حِيْنَ 'হীনুন'–যখন। بَعَثَنِيْ 'বাআসানী'– আমাকে পাঠিয়েছেন। اَلشَّامُ 'আশশামু'–সিরিয়া। قَرَابَةٌ 'কারাবাতুন' –আত্মীয়-স্বজন। عَسَيْتَ 'আসাইতা'–সম্ভবত। تُوْثِرَهُمْ 'তু'সিরাহুম'–তুমি তাদের অগ্রাধিকার দেবে। بِالْاِمَارَةِ 'বিল ইমারাতি' – শাসন কাজে। اَخَافُ 'আখাফু'–আমি আশংকা করি। مُحَابَاةً 'মুহাবাতান'–ভালোবাসার খাতিরে। لَعْنَةُ اللّٰهِ 'লা'নাতুল্লাহি'–আল্লাহর অভিসম্পাত। صَرْفًا 'সরফান'–দান। عَدْلًا 'আদলান'–সৎ কাজ।

৩১১। ইয়াযিদ ইবনে আবী সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে প্রধান সেনাপতি করে সিরিয়া পাঠাবার কালে বললেন, হে ইয়াযিদ! তোমার কিছু আত্মীয়স্বজন আছে। বিচিত্র নয় যে তুমি দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রাধান্য দিয়ে বসবে। আর তোমার ব্যাপারে আমি এ ভয়ই বেশী করছি। কেননা (এ ব্যাপারে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্বশীল নিযুক্ত হবার পর

www.icsbook.info

ভালোবাসা বা আত্মীয়তার দরুন কাউকে তাদের শাসক বানায়। তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। আল্লাহ তার কোন দান দক্ষিণা গ্রহণ করবেন না। অবশেষে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।-কিতাবুল খারাজ

নেতার উদারতা ঃ

(٣١٢) قَالَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ اِنَّ اَبَابَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِنِّى اِنَّمَا اَسْتَخْلَفْتُكَ نَظْرًا لِمَا خَلَّفْتُ وَرَائِى وَقَدْ صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ فَرَاَيْتَ مِنْ اَثَرَتِهِ اَنْفُسَنَا عَلٰى نَفْسِهِ وَاَهْلَنَا عَلٰى اَهْلِهِ حَتّٰى اِنْ كُنَّا لَنَظِلُّ لَنَهْدِىْ اِلٰى اَهْلِهِ مِنْ فُضُوْلِ مَايَاْتِيْنَا عَنْهُ۔ كتاب الخراج امام ابو يوسف رضـ۔

শব্দের অর্থ ঃ اِسْتَخْلَفْتُكَ 'ইসতাখলাফতুকা'-আমি তোমাকে খলীফা নিযুক্ত করলাম। قَدْ صَحِبْتَ 'কাদ সাহিবতা'-তুমি সাহচর্য পেয়েছো। فَرَاَيْتَ 'ফারাআইতা'-তুমি দেখেছ। اَثَرَتِهٖ 'আসারাতিহি'-তাঁর প্রাধান্য দেয়ার রীতি। لَنَظِلُّ لَنَهْدِىْ 'লানাযিল্লা লানাহ্দী'-অবশ্য অবশ্যই আমরা হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়ে দিতাম।

৩১২। আস্‌মা বিন্‌তে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ করে বলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! মুসলমানদের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা আছে বলেই আমি তোমাকে এদের খলিফা নিযুক্ত করলাম। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহচর্য পেয়েছো। তুমি দেখেছো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিভাবে আমাদিগকে তাঁর উপর এবং আমাদের পরিবার-পরিজনকে তাঁর পরিবার পরিজনের উপর প্রাধান্য দিতেন। এমনকি আমরা তাঁর নিকট হতে যা পেতাম তার উদ্বৃত্তটুকু শেষ পর্যন্ত তাঁর ঘরে হাদিয়া হিসাবে পাঠিয়ে দিতাম। -কিতাবুল খারাজ

www.icsbook.info

ধৈর্যশীল নেতা ঃ

(٣١٣) خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ لَنَا عَلَيْكُمْ حَقَّ النَّصِيْحَةِ بِالْغَيْبِ وَالْمَعُوْنَةِ عَلَى الْخَيْرِ، اَيُّهَا الرُّعَاءُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ حِلْمٍ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ وَلاَ اَعَمَّ نَفْعًا مِّنْ حِلْمِ اِمَامٍ وَّرِفْقِهِ وَلَيْسَ مِنْ جَهْلٍ اَبْغَضَ اِلَى اللّٰهِ وَاَعَمَّ ضَرَرًا مِّنْ جَهْلِ اِمَامٍ وَّخَرْقِهِ۔

كتاب الخراج امام ابو يوسف رحـ

শব্দের অর্থ ঃ حَقُّ النَّصِيْحَةِ 'হাককুন্নাসীহাতি'–কল্যাণ কামনার অধিকার। اَلْمَعُوْنَةُ 'আলমাউ'নাতু'–সাহায্য। اَلرُّعَاءُ 'আররুআউ' –দায়িত্বশীলগণ। حِلْمٌ 'হিলমুন'–ধৈর্য। اَعَمُّ نَفْعًا 'আআম্মু নাফআন' –ব্যাপক কল্যাণকর। اَبْغَضُ 'আবগাযু' –অধিক অপছন্দনীয়। اَعَمُّ ضَرَرًا 'আআম্মু দারারান'–ব্যাপক ক্ষতিকর। خَرْقِهِ 'খারকিহি'–তার অদূরদর্শিতা।

৩১৩। একদা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের উপর আমার হক হলো, তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে আমার কল্যাণ কামনা করবে এবং ভালো কাজে আমাকে সাহায্য করবে। অতঃপর বললেন, হে দায়িত্বশীলগণ! আল্লাহর নিকট নেতার ধৈর্য এবং নম্রতার চেয়ে অধিক প্রিয় ও ব্যাপক কল্যাণকর আর কিছুই নেই। অনুরূপভাবে নেতার অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় ও ব্যাপক ক্ষতিকর বস্তু আল্লাহর নিকট আর কিছুই নেই।–কিতাবুল খারাজ

অনুগত্যের পরিসীমা ঃ

(٣١٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ـ متفق عليه

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ اَلسَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ 'আসসামউ' ওয়াততাআ'তু'–কথা শুনা ও মানা। بِمَعْصِيَةٍ 'বিমা'সিআতিন'–নাফরমানী।

৩১৪। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দায়িত্বশীল ব্যক্তির কথা শুনা ও মানা মুসলিম ব্যক্তির জন্যে অবশ্য কর্তব্য। সে হুকুম তার পছন্দমতো হোক বা না হোক। এ শর্তে যে, তা যেন নাফরমানী মূলক কাজের জন্যে না হয়। আর যখন আল্লাহর নাফরমানীজনক কোন কাজের আদেশ তাকে দেয়া হবে তখন তা শুনা বা পালন করা যাবে না।

– বুখারী ও মুসলিম

নেতা এবং জনগণের কল্যাণ কামনা ঃ

(٣١٥) عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلاَثًا قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَلدِّيْنُ 'আদ্দীনু'-দীন। اَلنَّصِيْحَةُ 'আন্নাসীহাতু'– শুভেচ্ছা, কল্যাণ। اَئِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ 'আয়িম্মাতুল মুসলিমীন'–মুসলিম নেতৃবৃন্দ। عَامَّتِهِمْ 'আম্মাতিহিম'–মুসলিম জনসাধারণের জন্য। عَهِدْنَاكَ 'আহিদনাকা– আমরা আপনাকে দেখেছি। مُهِمٌّ 'মুহিম্মুন'–কাজ। قَدْ وُلِّيْتَ 'কাদ উল্লীতা'–আপনার ওপর অর্পিত হয়েছে। اَلْوَضِيْعُ 'আলওয়াদীউ'– অভদ্র। اَلْعَدُوُّ 'আলআদুউন'–শত্রু। اَلصَّدِيْقُ 'আস্‌সাদীকু'–বন্ধু। اَلْعَدْلُ 'আল আদলু'–ইনসাফ। نُحَذِّرُكَ 'নুহাযাযিরুকা' – আমরা আপনাকে সতর্ক করছি। تَجِفُ 'তাজিফু' – কাঁপবে। اَلْحُجَجُ 'আলহুজাজু–দলীল, প্রমাণাদি। دَاخِرُوْنَ 'দাখিরূনা'–নিরুপায়। اَلْعَلاَنِيَةُ 'আলআলানিয়্যাতু'–প্রকাশ্য। اَعْدَاءُ 'আদাউন'–শত্রুগণ। اَلسَّرِيْرَةُ 'আসসারীরাতু'–গোপন।

৩১৫। তামীম আদ্‌দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শুভেচ্ছা ও কল্যাণ কামনার নামই হলো

www.icsbook.info

'দ্বীন'। একথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, শুভেচ্ছা ও কল্যাণ কামনা কার জন্যে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললে, আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর কিতাব, মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ ইসলামী জনতার জন্যে।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আরবী ভাষায় 'নসীহাত' শব্দটি খিয়ানত, বেঈমানী ও ভেজালের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যার অর্থ হলো অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থভাবে কল্যাণ কামনা করা। নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর হুকুম পালন করার অর্থ সুস্পষ্ট। এ সম্পর্কে আমরা 'আল্লাহর উপর ঈমান আনা' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

এমনিভাবে কিতাব এবং রাসূলের কল্যাণ কামনার অর্থ কুরআন ও রাসূল এর অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে এবং সাধারণ মুসলানদের কল্যাণ কামনার ব্যাখ্যা 'সামাজিক জীবন' অধ্যায়ে মুসলমানদের অধিকার শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদের সামষ্টিক কাজের দায়িত্বশীলদের জন্যে কল্যাণ কামনার অর্থ হলো ঃ এঁদের সাথে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলা। তাঁরা কোন কাজের নির্দেশ দিলে বিশ্বস্ততার সাথে তা পালন করা। দাওয়াত ও তানযীমের ব্যাপারে স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁকে সাহায্য করা। তিনি কোন ভুল পদক্ষেপ নিচ্ছেন বলে মনে হলে আন্তরিকতার সাথে তা ধরিয়ে দেয়া। ভুল পদক্ষেপ নিচ্ছেন দেখেও যদি তা ধরিয়ে দেয়া না হয় তা'হলে দায়িত্বশীল ব্যক্তির অনিষ্ট ও অকল্যাণ কামনা করা হলো। এ ধরনের কাজ দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। আর এটা তখনই সম্ভব যখন কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি কেবল গঠনমূলক সমালোচনা শুনার মতো মানসিকতার অধিকারীই হবেন না বরং তিনি লোকদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন। নেতার কোন ক্রটি ধরিয়ে দিলে তিনি খুশি হবেন এবং তাদের জন্যে দোয়া করবেন। কেবল এ অবস্থায়ই কোন শুভাকাঙ্খী স্বতস্ফূর্তভাবে নেতার ক্রটির সমালোচনা করতে সাহসী হবে। আর যদি কেউ অশালীনভাবে নেতার ভুল সংশোধনের চেষ্টা করে সে ক্ষেত্রে নেতা সনম্রভাবে সমালোচনার পদ্ধতি শিখিয়ে দেবেন। এক ব্যক্তি এক সম্মেলনে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যের বিরোধিতা করলে অন্য এক ব্যক্তি

www.icsbook.info

আমীরের প্রতি খেয়াল করে তাকে বিরত রাখতে চাইলে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন ঃ

دَعْهُ لاَخَيْرَ فِيهِمْ اِنْ لَّمْ يَقُوْلُوْ هَالَنَا ـ وَلاَخَيْرَ فِينَا اِنْ لَّمْ نَقْبَلْ

'তাকে বলতে দাও। যদি লোকেরা আমাকে এরূপ কথা বলতে না পারে তাহলে তাদের জন্যে কোন কল্যাণ নেই। আর আমি যদি এরূপ শুভাশীষ গ্রহণ না করি তাহলে আমার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।'–কিতাবুল খারাজ

এ ধরনের অসংখ্য নমুনা আমাদের পূর্বসূরী মনীষীগণ আমাদের শিক্ষার জন্যে রেখে গেছেন। এর মধ্যে শাসক ও শাসিতের উভয়ের জন্যে নিহিত রয়েছে হেদায়েত ও পথনির্দেশ। এখানে আমরা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি ঘটনা নমুনা স্বরূপ পেশ করছি। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর খিলাফতের দায়িত্বভার অর্পিত হলে আবু উবায়দা ও মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট এক যুক্ত পত্র লিখেন। এ পত্রের প্রতি শব্দে ও ছত্রে শুভেচ্ছা ও কল্যাণ নিংড়ে পড়ছিলো। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

مِنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِبْنِ جَبَلٍ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ اَمَّا بَعْدُ ـ فَاِنَّا عَهِدْنَاكَ وَاَمْرُ نَفْسِكَ لَكَ مُهِمٌّ فَاَصْبَحْتَ قَدْوُلِّيْتَ اَمْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَحْمَرِهَا وَاَسْوَدِهَا يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيْكَ الشَّرِيْفُ وَالْوَضِيْعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيْقُ وَلِكُلٍّ حِصَّةٌ مِنَ الْعَدْلِ ـ فَانْظُرْ كَيْفَ اَنْتَ عِنْدَ ذٰلِكَ يَاعُمَرُ وَاِنَّا نُحَذِّرُكَ يَوْمًا تَعْنُوْا فِيْهِ الْوُجُوْهُ ـ وَتَجِفُّ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَتَنْقَطِعُ فِيْهِ الْحُجَجُ لِحُجَّةِ مَلِكٍ قَهَرَهُمْ بِجَبَرُوْتِهٖ فَالْخَلْقُ دَاخِرُوْنَ لَهٗ ـ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عِقَابَهٗ ـ وَاِنَّا كُنَّا نُحَدَّثُ اَنَّ اَمْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ سَيَرْجِعُ فِي اٰخِرِزَمَانِهَا اِلٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا اِخْوَانَ الْعَلاَنِيَةِ اَعْدَاءَ السَّرِيْرَةِ ـ وَاِنَّا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ يَّنْزِلَ كِتَابُنَا اِلَيْكَ سِوٰى الْمَنْزِلِ الَّذِىْ نَزَلَ مِنْ قُلُوْبِنَا فَاِنَّمَا كَتَبْنَا بِهٖ نَصِيْحَةً لَّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ *

www.icsbook.info

"এ পত্রটি আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ ও মু'আয ইবনে জাবাল এর পক্ষ হতে উমর ইবনুল খাত্তাবের সমীপে। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইতিপূর্বে আমরা আপনাকে দেখেছি, আপনি আপনার ব্যক্তি জীবনকে সুন্দর, সংশোধন ও সমুন্নত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আর আজ আপনার উপর লাল কালো নির্বিশেষে গোটা জাতির প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছে। আমীরুল মুমিনীন! আপনার, দরবারে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক, সাধারণ লোক এবং শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই আসবে। অপনার কাছে ইনসাফ পাওয়ার অধিকার এদের সকলেরই রয়েছে। অতএব আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনি এ অবস্থায় কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবেন। আমরা আপনাকে সে ভয়াবহ দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যেদিন মানুষ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সম্মুখে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হবে। তখন মানুষের হৃদয় ভয়ে কাঁপতে থাকবে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর পেশকৃত দলীল-প্রমাণের সামনে অন্যদের প্রমাণসমূহ মূল্যহীন হয়ে পড়বে। গোটা সৃষ্টি অসহায় ও নিরুপায় হয়ে যাবে। সকলেই তার রহমতের প্রত্যাশা করবে এবং তাঁর কঠোর শাস্তি সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে।

আমাদের নিকট এরূপ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ উম্মতের লোকেরা শেষ যুগে বাহ্যত পরস্পরের বন্ধু হবে অথচ গোপনে একে অপরের শত্রু হবে। আপনি আমাদের এ পত্র সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা যাতে পোষণ না করেন সে জন্যে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা আমরা একমাত্র আপনার কল্যাণ কামনার্থেই পত্র লিখছি। –ওয়াসসালামু আলায়কা।"

এ চিঠি হযরত ওমরের নিটক পৌছার পর তিনি লিখেন ঃ

مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اِلٰى اَبِىْ عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٍ" ـ سَلَامٌ عَلَيْكُمَا اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ اَتَانِىْ كِتَابُكُمَا تَذْكُرَانِ اَنَّ كُمَا عَهَدَ تُمَانِىْ وَاَمْرُ نَفْسِىْ لِىْ مُهِمٌ ـ فَاَصْبَحْتُ قَدْوُلِّيْتُ اَمْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَحْمَرِهَا وَاَسْوَدِهَا ـ يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَىَّ الشَّرِيْفُ وَالْوَضِيْعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيْقُ وَلِكُلِّ حِصَّةٌ مِنَ الْعَدْلِ ـ

www.icsbook.info

كَتَبْتُمَا فَانْظُرْ كَيْفَ عِنْدَ ذٰلِكَ يَا عُمَرُ - وَاِنَّهُ لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ عِنْدَ عُمَرَ عِنْدَ
ذٰلِكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - وَكَتَبْتُمَا تُحَذِّرَانِىْ مَا حُذِّرَتْ عَنْهُ الْاُمَمُ قَبْلَنَا -
وَقَدِيْمًا كَانَ اخْتِلاَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِاٰجَالِ النَّاسِ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيْدٍ -
وَيُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيْدٍ - وَيَاْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُوْدٍ - حَتّٰى يَصِيْرَ النَّاسُ اِلٰى
مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ - كَتَبْتُمَا تُحَذِّرَانِىْ اَنَّ اَمْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ
سَيَرْجِعُ فِىْ اٰخِرِ زَمَانِهَا اِلٰى اَنْ يَكُوْنُوْا اِخْوَانَ الْعَلاَنِيَةِ اَعْدَاءَ
السَّرِيْرَةِ وَلَسْتُمْ بِاُوْلٰئِكَ - وَلَيْسَ هٰذَا بِزَمَانِ ذٰلِكَ - زَمَانٌ تَظْهَرُ فِيْهِ
الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ - تَكُوْنُ رَغْبَةُ النَّاسِ بَعْضِهِمْ اِلٰى بَعْضٍ لِصَلاَحِ
دُنْيَاهُمْ كَتَبْتُمَا تَعُوْذَانِىْ بِاللّٰهِ اَنْ اُنْزِلَ كِتَابَكُمَا سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِىْ
نَزَلَ مِنْ قُلُوْبِكُمَا - وَاَنَّكُمَا كَتَبْتُمَا بِهِ نَصِيْحَةً لِّىْ - وَقَدْ صَدَقْتُمَا -
فَلاَتَدَعَ الْكِتَابَةَ اِلَىَّ فَاِنَّهُ لاَغِنٰى لِىْ عَنْكُمَا - وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمَا -

- المسلمون فروری سنه ١٩٥٤ ع

"ওমর ইবন খাত্তাবের নিকট হতে আবু উবায়দা ও মু'আযের কাছে প্রেরিত হচ্ছে :

আপনাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আপনাদের প্রেরিত চিঠি পেয়েছি। আপনারা উভয়ে লিখেছেন, ইতিপূর্বে আমি কেবল আত্মশুদ্ধি এবং আত্মপ্রশিক্ষণ ও সংরক্ষণের কাজেই নিজেকে নিয়োজিত রাখতাম। কিন্তু এখন আমার উপর গোটা জাতির দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছে। আমার নিকট ভদ্র-অভদ্র-শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই আগমন করবে এবং আমার নিকট ন্যায় বিচার লাভের প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে। আপনারা লিখেছেন, হে ওমর! এ অবস্থায় আপনার কি করণীয় তা ভেবে দেখতে হবে। এর জবাবে আমি কেবল একথাই বলতে পারি যে, উমরের নিকট না আছে কোন কৌশল আর না আছে কোন শক্তি। যদি তার কোন শক্তি থেকেই থাকে তা কেবল আল্লাহর দেয়া শক্তি।

www.icsbook.info

অতঃপর আপনারা আমাকে যে পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখিয়েছেন সে সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তীদেরকেও ভয় দেখানো হয়েছিলো। দিন ও রাতের এ আবর্তন মানব জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। প্রতিনিয়ত তা দূরের বস্তুকে কাছে নিয়ে আসছে এবং নতুন বস্তুকে পুরাতন করে দিচ্ছে। সকল ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করছে। পরিশেষে মানুষ তাদের গন্তব্যস্থল জান্নাত অথবা জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হবে।

আপনারা চিঠিতে আরো ভয় দেখিয়েছেন যে, এ উম্মতের লোকেরা শেষ যমানায় বাহ্যত একে অপরের বন্ধু হবে কিন্তু গোপনে হবে পরস্পরের শত্রু। তবে মনে রাখা দরকার, আপনারা সে সকল লোক নন যাদের সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে। আর এ যুগও সে যুগ নয় যে যুগে মুনাফেকী প্রকাশ পাবে। একথা সে যুগের জন্যে প্রযোজ্য যখন মানুষ স্বীয় পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবাসবে এবং পার্থিব স্বার্থ রক্ষার খাতিরেই একে অপরকে ভয় করবে।

অতঃপর আপনারা আমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আপনাদের চিঠি যেনো আমার মনে কোন ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না করে। নিঃসন্দেহে আপনারা আমার কল্যাণার্থে সত্য কথাই লিখেছেন। আগামীতে আপনারা এরূপ চিঠি লেখা হতে বিরত থাকবেন না। কেননা আমি সর্বদা আপনাদের এরূপ কল্যাণকর চিঠির মুখাপেক্ষী। আপনাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। –আল মুসলিমুন, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪ ইং

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ

বিদ'আতীর প্রতি সম্মান ঃ

(٣١٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْاِسْلَامِ ـ مشكواة ابراهيم بن ميسره رضـ

শব্দের অর্থ ঃ وَقَّرَ 'ওয়াককারা'–সে সম্মান দেখালো। هَدَمَ 'হাদামান' –ধ্বংস করলো।

www.icsbook.info

৩১৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সম্মান দেখালো সে নিশ্চয়ই ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করলো। – মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ বিদ'আতী বলতে সে ব্যক্তিকে বুঝায় যে ইসলামের মধ্যে এমন কোন মতবাদ বা কাজের অনুপ্রবেশ ঘটায় যা ইসলামের মূলনীতির সাথে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং ইসলামের সাথে যার কোন মিল নেই। এরূপ ব্যক্তি ইসলামের ইমারত ধ্বংস করার কাজে সচেষ্ট। আর এসব ব্যক্তির প্রতি যে কেউ সম্মান দেখায় সে প্রকারান্তরে ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হলো, এ ধরনের লোকদেরকে মুসলিম সমাজে যেন সম্মানের চোখে দেখা না হয়। এদের মতবাদ যেনো সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। এ হাদীসের প্রতি লক্ষ করলে এবং বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে প্রকৃত অবস্থা কি তা বুঝা যাবে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিদ'আতের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া মু'মিনের কর্তব্য।

মুনাফিকের নেতৃত্ব ঃ

(٣١٧) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُوْلَنَّ لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ - مشكراة

শব্দের অর্থ ঃ لَاتَقُوْلَنَّ 'লা-কুলান্না'– তোমরা কখনো বলবে না। سَيِّدٌ 'সাইয়্যিদুন'–নেতা। فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ 'ফাকাদ অসখাততুম'–তাহলে তোমরা অসন্তুষ্ট করলে।

৩১৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কখনও মুনাফিককে নেতা বলে অভিহিত করো না। কেনোনা যদি তোমরা তাকে নেতা বলো তা হলে নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করলে।–মিশকাত

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ 'মুনাফিককে নেতা বলো না', একথার অর্থ হলো, যে ব্যক্তি জেনে বুঝে কথা ও কাজে গড়মিল করে। ইসলাম সত্য হবার ব্যাপারে যার বিশ্বাস নেই। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে যার সন্দেহ আছে। এরূপ ব্যক্তিকে কখনো নিজেদের নেতা মনোনীত করবে না। যদি এরূপ করো তা হলে তোমরা আল্লাহর অসন্তুষ্টির শিকারে পরিণত হবে। আর যার উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন তার কোথাও আশ্রয় নেই। ইহকালে তার জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনা। আর পরকালে তার ধ্বংস অনিবার্য।

মদ পানকারীর সেবা ঃ

(٣١٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَاتَعُوْدُوْا شُرَّابَ الْخَمْرِ اِذَا مَرِضُوْا - الادب المفرد

শব্দের অর্থ ঃ لَاتَعُوْدُوْا 'লা তাঊ'দূ'–তোমরা দেখতে বা সেবা করতে যেয়ো না। شُرَّابَ الْخَمْرِ 'শুররাবাল খামরি'–মদ্যপায়ী।

৩১৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ্যপায়ী অসুস্থ হলে তাকে দেখতে ও সেবা করতে যেয়ো না। –আদাবুল মুফরাদ

দ্বীনের ব্যাপারে আপোষ করার পরিণাম ঃ

(٣١٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ فِى الْمَعَاصِىْ نَهَتْهُمْ عُلَمَائُهُمْ - فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَجَالَسُوْهُمْ فِىْ مَجَالِسِهِمْ وَاَكَلُوْهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ - (سورة مائدة - ايت ٧٨) قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِئًا - فَقَالَ لَا - وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ

www.icsbook.info

عَلٰى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَاْطِرُنَّهٗ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا - اَوْلَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ -

- بيهقى، مشكواة ابن مسعود رضـ

শব্দের অর্থ ঃ وَقَعَتْ 'ওয়াকাআত'–লিপ্ত হলো, শুরু করলো। الْمَعَاصِىْ 'আলমাআসী'– নাফরমানী। نَهَتْهُمْ 'নাহাতহুম'–বিরত থাকতে বললো। لَمْ يَنْتَهُوْا 'লাম ইয়ানতাহূ'–তারা বিরত হলো না। كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ 'কানূ ইয়া'তাদূনা'– তারা নাফরমানীর রাস্তা অবলম্বন করেছিলো। فَجَلَس 'ফাজালাসা'– তারপর তিনি বসলেন। كَانَ مُتَّكِئًا 'কানা মুত্তাকিআন'–তিনি ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। لَتَنْهَوُنَّ 'লাতানহাউন্না'–তোমরা অবশ্যই ধরে রাখবে। الْمُنْكَرُ 'আল মুনকারা' –খারাপ কাজ। لَتَاْخُذُنَّ 'লাতাখুযান্না' –অবশ্যই ধরে রাখবে। لَتَاْطِرُنَّهٗ 'লাতাতিরান্নাহু'–তোমরা অবশ্যই তাকে ফিরিয়ে দেবে। لَيَلْعَنَنَّكُمْ 'লাইয়ালআনান্নাকুম'–তোমাদেরকে অবশ্যই অভিসম্পাত করবেন।

৩১৯। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈল যখন আল্লাহর নাফরমানীর কাজ করতে শুরু করলো। আলেম সম্প্রদায় তাদেরকে এ কাজ হতে বিরত থাকতে বললো। কিন্তু তারা এ কাজ হতে বিরত হলো না। অতঃপর আলেম সম্প্রদায় (তাদেরকে বয়কট করার পরিবর্তে) তাদের বৈঠকসমূহে উঠাবসা করতে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া শুরু করে দিলো। ফলে আল্লাহ তাদের সকলের অন্তরকে এক রকম করে দিলেন এবং দাউদ আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ সকলের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করলেন। কেনোনা তারা নাফরমানীর রাস্তা অবলম্বন করেছিলো এবং এ কাজে তারা সীমাহীন বাড়াবাড়ি করছিলো।

এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। অতঃপর

www.icsbook.info

তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, কখনো নয়! যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম খেয়ে বলছি। তোমরা মানুষকে ভাল কাজের জন্যে অবশ্যই নির্দেশ দিতে থাকবে এবং খারাপ কাজ হতে বিরত রাখবে। যালিমের হাতকে অবশ্যই ধরে রাখবে ও তাকে হকের দিকে উদ্বুদ্ধ করবে। অন্যথায় আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সকলের অন্তরকে এক করে দেবেন। অতঃপর বনী ইসরাঈলের ন্যায় তোমাদেরকে স্বীয় রহমত ও হিদায়াত হতে দূরে নিক্ষেপ করবেন। –বায়হাকী, মিশকাত

অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখা এবং অপরিহার্য দায়িত্ব ঃ

(٣٢٠) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِيْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً ـ فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ اَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ اَعْلاَ هَا ـ فَكَانَ الَّذِىْ فِيْ اَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِيْ اَعْلاَهَا ـ فَتَاَذَّوْا بِهٖ ـ فَاَخَذَ فَاْسًا ـ فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا مَالَكَ؟ قَالَ تَاَذَّيْتُمْ بِيْ وَلاَبُدَّلِيْ مِنَ الْمَاءِ ـ فَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَنْجَوْهُ وَنَجُّوْا اَنْفُسَهُمْ ـ وَاِنْ تَرَكُوْهُ اَهْلَكُوْهُ وَاَهْلَكُوْ اَنْفُسَهُمْ ـ بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَلْمُدْهِنُ 'আলমুদহিনু'–শৈথিল্য প্রদর্শনকারী। حُدُوْدُ اللّٰهِ 'হুদূদুল্লাহি'–আল্লাহ্র শাস্তি বিধান। اِسْتَهَمُوْا 'ইসতাহামূ'–তারা লটারী ধরেছে। اَسْفَلَهَا 'আসফালাহা'–তার তলদেশ, তার নিচের অংশ। اَعْلاَهَا 'আ'লাহা'–এর ওপরের অংশের। فَاْسًا 'ফাসান'–কুড়াল। جَعَلَ يَنْقُرُ 'জাআলা ইয়ানকুরু'–ভাঙ্গতে শুরু করলো। اَنْجَوْهُ 'আনজাওহু'–তারা তাকে বাঁচাবে। نَجُّوْا 'নাজ্জূ'–তারা বাঁচাবে। اَهْلَكُوْهُ 'আহলাকূহু'–তারা তাকে ধ্বংস করবে।

৩২০। নো'মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর

www.icsbook.info

নির্দেশাবলী লংঘন করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম লংঘিত হচ্ছে দেখেও তার প্রতিকার করে না বরং লংঘনকারীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলে। এ দু'ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হলো যেমন একদল লোক একটি নৌকা সংগ্রহ করে লটারীর মাধ্যমে ঠিক করলো যে, কিছু লোক উপরের তলায় ও কিছু লোক নিচের তলায় থাকবে। নীচের তলায় যারা অবস্থান নিয়েছিলো তাদেরকে পানির জন্যে উপর তলার লোকদের নিকট দিয়ে যেতে হতো। ফলে উপরের লোকেরা অসুবিধা বোধ করতো। অবশেষে নীচের লোকগুলো পানির জন্যে কুঠার নিয়ে নৌকার তলদেশ ভাঙ্গতে শুরু করলো। উপরের লোকেরা এবার নিচে এসে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা এ কি করছো ? জবাবে তারা বললো, আমাদের পানির প্রয়োজন। আর সমুদ্রের পানি উপরে গিয়েই সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু তোমরা আমাদের যাওয়া-আসায় বিরক্তি বোধ করছো। সুতরাং এখন আমরা নৌকার তলদেশ ভেঙ্গে সমুদ্র হতে পানি সংগ্রহ করবো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ উপমা বর্ণনা করে বললেন, যদি উপরের লোকেরা নীচের লোকদের হাত ধরে নৌকার তলদেশ ছিদ্র করা থেকে বিরত না রাখতো তাহলে তাদের নিজেদেরকেও সাগরে ডুবে মরতে হতো। কিন্তু তারা নিচের লোকদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রেখে নিজেরাও বাঁচলো তাঁদেরকে বাঁচালো।-বুখারী

প্রতিবেশীকে দ্বীনের শিক্ষা দেয়া ঃ

(٣٢١) خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَثْنٰى عَلٰى طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ - مَا بَالُ اَقْوَامٍ لاَيُفَقِّهُوْنَ جِيْرَانَهُمْ وَلاَ يُعَلِّمُوْنَهُمْ وَلاَ يَعِظُوْنَهُمْ؟ وَمَا بَالُ اَقْوَامٍ لاَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَلاَ يَتَفَقَّهُوْنَ وَلاَ يَتَّعِظُوْنَ - وَاللّٰهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهُمْ وَيُفَقِّهُوْنَهُمْ وَيَأْمُرُوْنَهُمْ وَيَنْهَوْنَهُمْ وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَيَتَفَقَّهُوْنَ وَيَتَّعِظُوْنَ اَوْلاَعَا جِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ - فَقَالَ قَوْمٌ مَنْ تَرَوْنَهُ عَنٰى

بِهٰؤُلَاءِ؟ قَالُوْا اَلْاَشْعَرِيِّيْنَ - هُمْ قَوْمٌ فُقَهَاءُ وَلَهُمْ جِيْرَانٌ جُفَاةٌ مِنْ اَهْلِ الْمِيَاهِ وَالْاَعْرَابِ - فَبَلَغَ ذَالِكَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ - فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَكَرْتَ قَوْمًا بِخَيْرٍ وَذَكَرْتَنَا بِشَرٍّ فَمَا بَالُنَا - فَقَالَ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهُمْ وَلَيَعِظُنَّهُمْ وَلَيَأْمُرُنَّهُمْ وَلَيَنْهَوْنَّهُمْ وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِّنْ جِيْرَانِهِمْ وَيَتَّعِظُوْنَ وَيَتَفَقَّهُوْنَ اَوْلَاُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا - فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنُفْطِنُ غَيْرَنَا فَاعَادَ قَوْلَهُ عَلَيْهِمْ فَاَعَادُوْا قَوْلَهُمْ - اَنُفْطِنُ غَيْرَنَا؟ فَقَالَ ذَالِكَ اَيْضًا - فَقَالُوْا اَمْهِلْنَا سَنَةً فَاَمْهَلَهُمْ سَنَةً لِيُفَقِّهُوْهُمْ وَيَعِظُوْهُمْ ثُمَّ قَرَءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ -

- المائدة ايت ٧٧ـ طبراني

শব্দের অর্থ ঃ اَثْنٰى 'আছনা'–তিনি প্রশংসা করলেন। طَوَائِفُ 'তাওয়ায়িফুন' –দলগুলো। اَقْوَامٌ 'আকওয়ামুন'–গোত্রসমূহ। لَايُفَقِّهُوْنَ 'লা-ইউফাককিহূনা' –তারা বুঝচ্ছে না। جِيْرَانَهُمْ 'জীরানাহুম'–তাদের প্রতিবেশীর। لَايَتَّعِظُوْنَ 'লা-ইয়াত্তায়ি'যূনা'–তারা উপদেশ গ্রহণ করে না। لَاُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ 'লাউআজিলান্নাহুমুল উকূবাতা'–আমি তাদেরকে শীঘ্রই শাস্তি প্রদান করবো। جُفَاةٌ 'জুফাতুন'–মূর্খ। اَلْاَعْرَابُ 'আলআ'রাবু' –বেদুঈন। نُفَطِّنُ 'নুফাততিনু'–আমরা শিক্ষা দিবো।

৩২১। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভাষণ দান কালে একদল মুসলমানদের প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন, সে সব লোকের কি হলো। তারা স্বীয় প্রতিবেশীদের মধ্যে দ্বীনের অনুভূতি সৃষ্টির চেষ্টা করছে না। তাদেরকে দ্বীনের তালীম দিচ্ছে না এবং দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ না করার পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ার করছে না। তাদেরকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখছে না। আর সে সকল লোকের কি হয়েছে যারা স্বীয়

www.icsbook.info

প্রতিবেশীদের নিকট হতে দ্বীনের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করছে না। দ্বীনি জ্ঞান অর্জন না করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক হচ্ছে না? আল্লাহর কসম! মানুষ যেনো অবশ্যই নিজের প্রতিবেশীকে দ্বীনের শিক্ষা দান করে। তাদের মধ্যে দ্বীনের সঠিক অনুভূতি সৃষ্টি করে। তাদেরকে উপদেশ দান করে এবং তাদেরকে যেন ভালোকাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে। এভাবে মানুষ যেনো স্বীয় প্রতিবেশীর কাছ থেকে অবশ্যই দ্বীনের শিক্ষা ও জ্ঞান হাসিল করে। তাদের উপদেশ ও নসীহত গ্রহণ করে। অন্যথায় আমি তাদেরকে শীঘ্রই শাস্তি প্রদান করবো। অতঃপর তিনি মিম্বর হতে অবতরণ করলেন এবং বক্তৃতা শেষ করলেন।

শ্রোতাদের মধ্য হতে কিছু লোক জিজ্ঞেস করলো, এসব লোক কারা যাদের বিরুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বক্তৃতা করলেন? অন্য লোকেরা জবাবে বললো, রাসূলের বক্তৃতা ছিলো আশ'আরী গোত্রের লোকদের উদ্দেশ্যে। কেনোনা এরা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান রাখতো। কিন্তু এদের প্রতিবেশীরা ছিলো ঝর্ণার অধিবাসী গ্রামীন মূর্খ লোক। আশ'আরী গোত্রের লোকদের নিকট এ বক্তৃতার খবর পৌছলে তারা রাসূলের দরবারে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার ভাষণে কিছু লোকের প্রশংসা করেছেন এবং আমাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। আমাদের কি ভুল-ক্রটি হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, মানুষ তার প্রতিবেশীকে অবশ্যই দ্বীনের শিক্ষা দেবে। তাদেরকে নসীহত করবে এবং ভাল কাজের নির্দেশ দেবে। অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। অনুরূপভাবে মানুষ নিজ প্রতিবেশীর নিকট হতে অবশ্যই দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। নসীহত গ্রহণ করবে এবং নিজেদের মধ্যে দ্বীনের সঠিক উপলব্ধি সৃষ্টি করবে। অন্যথায় আমি অতি শীঘ্র তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবো। আশ'আরী গোত্রের লোকেরা আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি অপরকে দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দেবো? (অর্থাৎ শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যও কি আমাদের দায়িত্ব?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ! দ্বীনের জ্ঞান প্রদান করা তোমাদের পবিত্র দায়িত্ব। অতঃপর তারা নিবেদন করলো, আমাদেরকে এক বছরের সময় দিন।

www.icsbook.info

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক বছরের সময় দিলেন। যে সময়ে তারা প্রতিবেশীর মধ্যে দ্বীনের জ্ঞান দান করবে এবং শরীয়তের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অবহিত করবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ۔ الاية

সূরায়ে মায়েদার এ আয়াতটির অর্থ হলো, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের উপর দাঊদ আলাইহিস্ সালাম এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস্ সালামের ভাষায় অভিসম্পাত করা হয়েছে। আর এ অভিসম্পাত এ জন্যে করা হয়েছে যে, তারা অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করেছে এবং অব্যাহতভাবে আল্লাহর হুকুম লংঘন করে চলেছে। তারা পরস্পরকে অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখেনি। নিঃসন্দেহে তাদের এসব কাজ ছিলো অত্যন্ত গর্হিত। -তিবরানী

আমলহীন আহ্বান

নিজে সংশোধিত না হয়ে অপরকে উপদেশ দান ঃ

(٣٢٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُهُ فِى النَّارِ فَيُطْحَنُ فِيْهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرِحَاهُ فَيَجْتَمِعُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ ۔ اَىْ فُلَانُ مَاشَانُكَ؟ اَلَيْسَ كُنْتَ تَاْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ كُنْتُ اٰمُرُكُمْ وَلَا اٰتِيْهِ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ ۔ بخارى، مسلم اسامه بن زيد

শব্দের অর্থ ঃ يُجَاءُ 'ইউজায়ু'–আনা হবে। فَتَنْدَلِقُ 'ফাতানদালিকু'–অতপর বের হয়ে পড়বে। اَقْتَابُهُ 'আকতাবুহু'–তার নাড়ীভুঁড়ি। فَيُطْحَنُ 'ফাইউত্হানু'– তারপর সে পিষবে। كَطَحْنِ الْحِمَارِ 'কাতাহ্নিলহিমারি' –গাধার পিষার মত। رُحَاهُ 'রুহাহু'–তার চাক্কি। مَاشَانُكَ 'মা শানুকা'–তোমার কি অবস্থা?

www.icsbook.info

৩২২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তার নাড়ীভুড়ি আগুনের মাঝেই বেরিয়ে আসবে। অতঃপর সে এ নাড়ীভুড়ি সহ আগুনের মাঝে এমনভাবে চলাফেরা করবে যেমন পশু ঘানির চারিদিকে ঘুরাফেরা করে। এ অবস্থা দেখে অন্য জাহান্নামবাসী তার নিকট এসে জড়ো হবে এবং জিজ্ঞেস করবে, কিহে! তোমার এ অবস্থা কেনো ? তুমি কি আমাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দান এবং অন্যায় কাজ করা হতে নিষেধ করোনি ? (এরূপ নেক কাজ করা সত্ত্বেও তুমি এখানে এলে কি ভাবে ?)

সে ব্যক্তি জবাবে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎকাজের দীক্ষা দিতাম ঠিকই। কিন্তু আমি নিজে তার ধারেকাছেও যেতাম না এবং পাপ কাজ হতে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলতাম কিন্তু আমি নিজে তা করতাম।– বুখারী, মুসলিম

আগুনের কাঁচি ঃ

(٣٢٣) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ- رَاَيْتُ لَيْلَةً اُسْرِيَ بِي رِجَالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَّارٍ- قُلْتُ مَنْ هٰؤُلاَءِ يَاجِبْرِيْلُ؟ قَالَ هٰؤُلاَءِ خُطَبَاءُ اُمَّتِكَ يَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ اَنْفُسَهُمْ- مشكواة انس

শব্দের অর্থ ঃ اُسْرِىَ بِىْ 'উসরিয়া বী'–আমাকে রাতে ভ্রমণ করানো হয়। تُقْرَضُ 'তুকরাযু'–কাঁচি দিয়ে কাটা হবে। شِفَاهُهُمْ 'শিফাহুহুম'–তাদের ঠোঁট। مَقَارِيْضُ 'মাকারীযুন' –কাঁচিসমূহ। خُطَبَاءُ 'খুতাবাউ'–বক্তা, ওয়ায়েজ।

৩২৩। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মি'রাজের রাতে এমন কিছু ব্যক্তিকে দেখেছি যাদের ঠোঁটগুলি আগুনের কাঁচি দ্বারা কেটে ফেলা

www.icsbook.info

হচ্ছিলো। আমি জিবরীল আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, এসব লোক কারা ? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের খতীব (বক্তা) যারা মানুষকে নেক কাজের নির্দেশ দিতো আর নিজেদের ব্যাপারে উদাসীন থাকতো। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে নিজেরা তা পালন করতো না। – মিশকাত

পালনীয় কাজ ঃ

(٣٢٤) عَنْ حَرْمَلَةَ رضـ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاتَأْمُرُنِىْ بِهٖ اَعْمَلُ ؟ قَالَ ائْتِ الْمَعْرُوْفَ ـ وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ ـ وَانْظُرْ مَا يُعْجِبُ اُذُنَكَ اَنْ يَّقُوْلَ لَكَ الْقَوْمُ اِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَأْتِهِ ـ وَانْظُرِ الَّذِىْ تَكْرَهُ اَنْ يَّقُوْلَ لَكَ الْقَوْمُ اِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَاجْتَنِبْهُ ـ بخارى

শব্দের অর্থ ঃ ائْتِ। 'ই'তি'–তুমি করবে। اَلْمَعْرُوْفُ 'আলমা'রূফা'–ভাল কাজ। اِجْتَنِبْ। 'ইজতানিব'–তুমি ফিরে থাকবে। يُعْجِبُ 'ইউ'জিবু–ভালো লাগে। ائْتِهِ। 'ই'তিহি'–তা করো।

৩২৪। হারমালা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি আমাকে কি কাজ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বললেন, তুমি ভালো কাজ করবে এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকবে। আর মনে রাখবে, যদি তুমি একথা কামনা করো যে, কোন সমাবেশ হতে চলে আসার পর লোকজন তোমার উত্তম গুণাবলীর প্রশংসা করুক। তাহলে তোমাকে সে সব উত্তম কার্যাবলী সম্পাদন করতে হবে। এমনিভাবে তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার কার্যাবলী সম্পর্কে যেসব কথা বলা তুমি অপছন্দ করো তুমি সে সব কাজ হতে বিরত থাকবে।– বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ মানুষ কামনা করে লোকেরা তাকে উত্তম লোক হিসেবে স্মরণ করুক। অতএব তার উত্তম কার্যাবলী সম্পাদন করা উচিত। এমনিভাবে কোন মানুষ এটা চায় না যে লোকেরা তার কুৎসা করুক। সুতরাং খারাপ কাজ হতে বিরত থাকা প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

www.icsbook.info

নিজেকে দিয়ে দাওয়াতের কাজ শুরু করা ঃ

(٣٢٥) اِنَّ رَجُلاً قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اُرِيْدُ اَنْ اٰمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ - فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اَبَلَغْتَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ ؟ قَالَ اَرْجُوْ - فَقَالَ لَهُ اِنْ لَّمْ تَخْشَ اَنْ تُفْتَضَحَ بِثَلاَثِ اٰيَاتٍ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَافْعَلْ - قَالَ الرَّجُلُ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ قَوْلُهُ - اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ - الْاٰيَةُ (البقرة ٤٤) فَهَلْ اَحْكَمْتَ هٰذِهٖ؟ قَالَ لاَ - فَقَالَ وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَتَفْعَلُوْنَ - (سورة الصف ٢) فَهَلْ اَحْكَمْتَهَا؟ قَالَ لاَ فَقَالَ وَالثَّالِثَةُ مَقَالَةُ شُعَيْبٍ مَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ" (هود ٨٨) فَهَلْ اَحْكَمْتَهَا؟ قَالَ لاَ قَالَ فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ - الدعوة

শব্দের অর্থ ঃ اَلْمَنْزِلَةُ 'আলমানযিলাতু'– মর্যাদা। اَنْ تُفْتَضَحَ 'আন তুফাতদাহা'–অপমানিত হওয়া। اَحْكَمْتَ 'আহকামতা'–তুমি হুকুম পালন করেছ। فَابْدَأْ 'ফাবদা'–অতএব তুমি শুরু কর।

৩২৫। একদা এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে বললেন, আমি দ্বীনের দাওয়াত অর্থাৎ আমর বিল মা'রুফ এবং নাহী আনিল মুনকারের কাজ করতে চাই। তিনি বললেন, তুমি কি উক্ত মর্যাদায় পৌছেছো ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আশা তো করি। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যদি তুমি মনে করো যে কুরআন মজীদের তিনটি আয়াত কর্তৃক তোমার অপমানিত হবার কোন আশংকা নেই তাহলে অবশ্যই তুমি দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করবে। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, আয়াত তিনটি কি ? ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—

প্রথম আয়াতটি হলো ঃ

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ الاية - البقرة ٤٤

www.icsbook.info

"তোমরা কি লোকদেরকে ভাল কাজের নির্দেশ দিচ্ছো আর নিজেদের কথা বেমালুম ভুলে যাচ্ছো ?" (বাকারা ঃ ৪৪)। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি কি এ আয়াতের উপর ভালোভাবে আমল করছো ? তিনি বললেন, না।

দ্বিতীয় আয়াতটি হলো ঃ

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَاتَفْعَلُوْنَ - الصف ٢)

"তোমরা কেনো এমন কথা বলো যা নিজেরা করো না ?" (সূরা সাফ ঃ ০২) এ আয়াতর উপর কি তুমি যথাযথ আমল করছো ? তিনি বললেন, না করিনি।

আর তৃতীয় আয়াতটি হলো ঃ

مَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ - هود ٨٨

"শু'য়াইব আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ জাতিকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, আমি যেসব খারাপ কাজ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি সেসব কাজ আমি নিজে করবো এমন উদ্দেশ্য আমার নেই। বরং এমন কাজ হতে আমি অনেক দূরে থাকবো এবং তোমরা আমার কথা ও কাজে কোনরূপ বেমিল দেখতে পাবে না।" (হুদ ঃ ৮৮) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, এ আয়াতের উপর তুমি ভালোভাবে আমল করছো ? তিনি বললেন , না। তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যাও সর্বপ্রথম নিজেকে সৎকাজের আদশে দাও এবং খারাপ কাজ হতে বিরত রাখো। এ হলো একজন মুবাল্লিগের জন্যে প্রথম সোপান।

– আদ-দাওয়াত।

ব্যাখ্যা ঃ এ ব্যক্তি সৎকাজের প্রতি আমল করার ব্যাপারে নিজে ছিলেন উদাসীন এবং অপরকে দ্বীনের নসীহত করার ক্ষেত্রে ছিলেন অতি উৎসাহী। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সঠিক অবস্থা অনুধাবন করে তাকে উত্তম পরামর্শ দান করেছেন।

www.icsbook.info

জ্ঞান ও কাজ ঃ

(٣٢٦) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ "اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ عِلْمٌ نَافِعٌ - وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ -
- دارمی

শব্দের অর্থ ঃ نَافِعٌ 'নাফিউ'ন'–উপকারী। حُجَّةٌ 'হুজ্জাতুন'–দলীল, প্রমাণ।

৩২৬। হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জ্ঞান দু' প্রকার। এক প্রাকার জ্ঞান হলো যা মুখ অতিক্রম করে অন্তরে গিয়ে স্থান নেয়। এ জ্ঞানই কিয়ামতের দিন কাজে আসবে। আর এক প্রকারের জ্ঞান আছে যা মুখ পর্যন্তই থাকে। অন্তরে পৌছে না। এ জ্ঞান মহামহিম আল্লাহর দরবারে বনী আদমের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে দাঁড়াবে। –দারামী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ এ বলে শাস্তি দেবেন যে, তুমি তো সবকিছু জানতে বুঝতে। তবু কেন আমলের দ্বারা পাথেয় সঞ্চয় করে আনলে না। যদি করতে, এখানে তোমার কাজে আসতো।

দ্বীনি শিক্ষা অর্জন

দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ঃ

(٦٢٧) عَنْ مُعَاوِيَةَ رضــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ خَيْرٌ 'খাইরান'–কল্যাণ। يُفَقِّهْهُ 'ইউফাককিহুহু'–তাকে সঠিক জ্ঞান দান করেন।

৩২৭। মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যে ব্যক্তিকে বিশেষ কল্যাণ দান করতে চান তাকে তিনি দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন।–বুখারী, মুসলিম

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ বলা বাহুল্য, দ্বীনের সঠিক জ্ঞান সকল কল্যাণের উৎস। যিনি এ মূল্যবান বস্তু লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ লাভ করেছেন। তিনি এ জ্ঞান দ্বারা নিজের জীবনকে যেমন সুন্দরভাবে গড়ে তুলবেন তেমনি আল্লাহর অন্য বান্দাদের জীবনকেও সুন্দর করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করবেন।

বিদ্যা অর্জনের প্রতিদান ঃ

(٣٢٨) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَالَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ وَمَنْ بَطَّاَبِهٖ عَمَلُهٗ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهٗ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ سَلَكَ 'সালাকা'–সে পথ অতিক্রম করেছে। يَلْتَمِسُ 'ইয়ালতামিসু'–সে অন্বেষণ করে। سَهَّلَ 'সাহহালা'–সহজ করে দেন। يَتَدَارَسُوْنَهٗ 'ইয়াতাদারাসূনাহু'–তারা তা পর্যালোচনা করে। اَلسَّكِيْنَةُ 'আসসাকিনাতু'–প্রশান্তি। غَشِيَتْهُمْ 'গাশিয়্যাতাহুম'–তারে ঘিরে রাখে। حَفَّتْهُمْ 'হাফ্‌ফাতহুম'– তাদের ঘিরে রাখে। بَطَّأَ 'বাততাআ' –পিছে পড়ে যায়।

৩২৮। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রম করে (সফর করে) আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতের রাস্তা সুগম করে দেন। আর যেসব লোক আল্লাহর ঘরসমূহের যে কোন একটিতে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ এবং পর্যালোচনা করেন, তাদের উপর আল্লাহর তরফ হতে প্রশান্তি বর্ষিত হতে থাকে। তাদেরকে আল্লাহর রহমত বেষ্টন করে রাখে। আল্লাহর ফিরিশতাগুণও তাদেরকে

www.icsbook.info

পরিবেষ্টিত করে রাখেন এবং আল্লাহ তার ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যদি কোন ব্যক্তি নিজের আমল দ্বারা পেছনে পড়ে যায় তাহলে তার বংশ মর্যাদা তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারবে না। –মুসলিম।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদিকে দ্বীনি ইলম শিক্ষার্থীদেরকে যেমন শুভ সংবাদ দান করেছেন। অপরদিকে তাদেরকে তেমিন সতর্কও করে দিয়েছেন যে, দ্বীন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো— এ মোতাবেক আমল করা। তা না হলে পেছনে পড়ে থাকবে। এ আমলহীন জ্ঞান তাকে সম্মুখে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে না। আর জ্ঞানহীন ব্যক্তির বংশ মর্যাদাও কোন কাজে আসবে না। বস্তুত আমল ছাড়া অন্য কিছুতেই মানুষ উচ্চ মর্যাদায় আসীন হতে পারে না।

যিকর এবং ইলমের তুলনা ঃ

(٣٢٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِيْ مَسْجِدِهٖ - فَقَالَ كِلاَهُمَا عَلٰى خَيْرٍ - وَاَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ - اَمَّا هٰؤُلاَءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ - فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ - وَاَمَّا هٰؤُلاَءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ - وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا - فَجَلَسَ فِيْهِمْ - مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ يَدْعُوْنَ 'ইয়াদউ'না'– তারা প্রার্থনা করে। يَرْغَبُوْنَ 'ইয়ারগাবূনা'–তারা অনুনয় করছে। يَتَعَلَّمُوْنَ 'ইয়াতাআল্লামূনা'–তারা শিক্ষা লাভ করেছে। يُعَلِّمُوْنَ 'ইউ আল্লিমুনা'–তারা শিক্ষা দিচ্ছে। اَلْجَاهِلُ 'আলজাহিলু'–মূর্খ, অজ্ঞান। اَفْضَلُ 'আফযালু'–বেশী উত্তম। مُعَلِّمًا 'মুআল্লিমান' –শিক্ষক।

৩২৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাশরীফ আনলেন। তখন সেখানে দু'দল লোক বসা ছিলো। একদলযিকি, তাসবীহ

www.icsbook.info

ও তাহলীলে মগ্ন ছিলেন। অন্য দলটি দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ ও দানে লিপ্ত ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, দু'টি দলই নেক কাজে লিপ্ত আছে। কিন্তু একটি দল অপরটি হতে উত্তম। এ দলের লোকগুলো তো আল্লাহর যিকির, দোয়া ও ইসতেগফারে ব্যস্ত। আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদেরকে কিছু দিতে পারেন। আবার ইচ্ছে করলে নাও দিতে পারেন। আর অপর দলের লোকেরা নিজেরা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করছে ও অন্য লোককে শিক্ষা দানে নিয়োজিত রয়েছে। আর তারাই উত্তম। আমাকে একমাত্র শিক্ষকরূপেই দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। একথা বলে তিনি এ দলটির সাথে বসে গেলেন। –মিশকাত

দাওয়াত এবং তাবলীগের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা

সপ্তাহে একবার নসীহত

(٣٣٠) كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُذَكِّرُ النَّاس فِىْ كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رجلٌ- يَااَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ- فَقَالَ اَمَا انَّهُ، يَمْنَعُنِىْ مِنْ ذَلكَ اَنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ وَاِنِّىْ اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يُذَكِّرُ 'ইউযাক্কিরু'– ওয়াজ নসিহত করতেন। خَمِيْسٍ 'খামীসিন'–বৃহস্পতিবার। لَوَدِدْتُ 'লাওয়াদিদতু'–আমরা চাই। ذَكَّرْتَنَا 'যাক্কারতানা' –আপনি আমাদের নসীহত করেন। يَمْنَعُنِىْ 'ইয়ামনাউ'নী'– আমাকে বিরত রাখে। اُمِلَّكُمْ 'উমিল্লাকুম'–তোমাদের বিরক্তি। اَتَخَوَّلُكُمْ 'আতাখাওয়ালুকুম'–আমি তোমাদের বিরতি দেই। اَلسَّامَةُ 'আস্‌সামাতু' –বিরক্তি।

৩৩০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক বৃহস্পতিবার মানুষকে ওয়ায নসীহত করতেন। এক ব্যক্তি আরজ করলো। হে আবদুর রহমান! আমরা চাই আপনি প্রতিদিন নসীহত করুন। তিনি বললেন,

www.icsbook.info

প্রতিদিন নসীহত করা হতে যে জিনিস আমাকে বিরত রেখেছে তা হলো 'তোমাদের বিরক্তি'। আর তোমরা বিরক্ত হও তা আমি পছন্দ করি না। আমি বিরতি দিয়ে নসীহত করি যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিরতি দিয়ে আমাদেরকে নসীহত করতেন। এ আশংকায় যেনো আমরা বিরক্ত না হয়ে পড়ি। –বুখারী ও মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়ের আমল দ্বারা প্রমাণিত হলো দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকারীর জন্যে কারো উপর বোঝা হয়ে (অর্থাৎ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে) ওয়ায নসীহত করা উচিত নয়। বরং স্থান, কাল, পাত্র বুঝে দাওয়াত পেশ করা উচিত। কৃষক যেমন সর্বদা বৃষ্টির অপেক্ষা করতে থাকে। বৃষ্টি হওয়া মাত্র জমি প্রস্তুত করতে লেগে যায়। অনুরূপভাবে মুবাল্লিগকে শ্রোতাদের মন-মানসিকতা ও পরিবেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে। প্রতিকূল পরিবেশে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করা মোটেই উচিত নয় এমনিভাবে দাওয়াত পেশ করার সুযোগ হাতছাড়া করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

অধিক নসীহতের কুফল ঃ

(٣٣١) عَنْ عِكْرَمَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً۔ فَاِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَاِنْ اَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا تُمِلَّنَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَلَا اُلْفِيَنَّكَ تَاْتِى الْقَوْمَ وَهُمْ فِى حَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيْثَهُمْ۔ فَتُمِلُّهُمْ۔ وَلٰكِنْ اَنْصِتْ فَاِذَا اَمَرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهُ۔ وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَاِنِّى عَهِدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَهُ لَايَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ۔

۔ بخاری

শব্দের অর্থ ঃ لَاتُمِلَّنَّ 'লা-তামুল্লান্না'–বিরক্ত করো না। لَااُلْفِيَنَّكَ 'লা-উলফিইয়ান্নাকা'–আমি তোমাকে অবশ্যই পাবো না। تَقُصُّ 'তাকুসসু'

www.icsbook.info

–তুমি কাটবে। تَقْطَعُ 'তাকতাউ' –তুমি বন্ধ করবে। تُمِلُّهُمْ 'তুমিল্লাহুম' –তুমি তাদেরকে বিরক্ত করবে। اَنْصِتْ 'আনসিত'–চুপ থাকবে। حَدِّثْهُمْ 'হাদ্দিসহুম'–তাদের সাথে কথা বলবে। يَشْتَهُوْنَهُ 'ইয়াশতাহূনাহু' –তারা তার জন্য আগ্রহী।

৩৩১। ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন। প্রত্যেক সপ্তাহে একবার (জুম'আর দিন) নসীহত করো। অধিক দুবার, এর অধিক তিনবার করতে পারো। তবে তিনবারের অধিক নসীহত করো না এবং মানুষকে এ কুরআন সম্পর্কে বিতৃষ্ণ করে তুলো না। আর কখনো এমনটি যেনো না হয় যে, তুমি একদল লোকের নিকট যাবে তখন তারা নিজেদের কথাবার্তায় লিপ্ত আছে। এরি মধ্যে তুমি তাদের কথার মাঝে কথা শুরু করে দেবে। তাদের আলোচনায় বিঘ্ন ঘটাবে। যদি এরূপ করো তাহলে তাদেরকে নসীহতের প্রতি বিতৃষ্ণ করে তুলবে। বরং এমন অবস্থায় নীরব থাকাই উত্তম। অতঃপর যখন তাদের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ করবে এবং তোমাকে কথা বলার জন্যে অনুরোধ জানাবে কেবল তখনই তাদের নিকট নসীহতপূর্ণ বক্তৃতা পেশ করবে। লক্ষ রাখবে যেনো বক্তৃতায় তোমাদের ভাষা ছন্দযুক্ত ও দুর্বোধ্য না হয়। কেনোনা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণকে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করতে দেখিনি। –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম সারাখসী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি মাবসুত গ্রন্থে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছন। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَاتُبَغِّضُوْا عِبَادَ اللّٰهِ عِبَادَةَ اللّٰهِ -

"এমন পন্থা অবলম্বন করো না যাতে মানুষ আল্লাহর ইবাদতের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠে।'

'অনুরোধ জানাবে' কথার মর্ম এই যে, মুখে আগ্রহের কথা জানাবে কিংবা তাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারবে যে তারা এখন দ্বীনের কথা শুনতে মানসিকভাবে প্রস্তুত।

www.icsbook.info

দ্বীনের সহজ পদ্ধতি ঃ

(٣٣٢) اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً يُصَدِّقُ النَّاسَ حِيْنَ اَمَرَهُ اللّٰهُ اَنْ يَّأْخُذَ الصَّدَقَةَ - فَقَالَ لَهُ لاَتَأْخُذْ مِنْ حَزَرَاتِ اَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا - خُذِ الشَّارِفَ وَالْبِكْرَ وَذَاتَ الْعَيْبِ - فَذَهَبَ فَاَخَذَ ذٰلِكَ عَلٰى مَا اَمَرَهُ النَّبِيُّ اَنْ يَاْخُذَ حَتّٰى جَاءَ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَذَكَرَلَهُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَ رَسُوْلَهُ اَنْ يَّأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ النَّاسِ يُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَيُطَهِّرُهُمْ بِهَا - فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ قُمْ فَخُذْ - فَذَهَبَ فَاَخَذَ الشَّارِفَ وَالْبِكْرَوَذَاتَ الْعَيْبِ - فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَاللّٰهِ مَا قَامَ فِيْ اِبِلِيْ اَحَدٌ قَطُّ يَاْخُذُ شَيْئًا لِلّٰهِ قَبْلَكَ - وَاللّٰهِ لَتَخْتَارَنَّ -

كتاب الخراج ابو يوسف رحـ

শব্দের অর্থ ঃ بَعَثَ 'বাআসা' –তিনি পাঠালেন, আদেশ দিলেন। حَزَرَاتُ 'হাযারাতুন'–উত্তম অংশ। اَنْفُسِ 'আনফুসি'– প্রিয় বস্তু। اَلْبَادِيَةُ 'আলবাদিয়াতু'–বেদুঈন। اَلشَّارِفُ 'আশশারিফু'–বৃদ্ধা উটনী। اَلْبِكْرُ 'আলবিকরু' –অল্প বয়স্ক। ذَاتَ الْعَيْبِ 'যাতালআইবি'–ত্রুটিযুক্ত। لَتَخْتَارَنَّ 'লাতাখতারান্না'–অবশ্যই আপনাকে উত্তম উট নিতে হবে।

৩৩২। যাকাত ফরয করার পর যখন আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাকে মানুষের নিকট হতে যাকাত উসূল করার জন্যে আদেশ দিলেন। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্যে নিযুক্ত করলেন। তাকে এ মর্মে উপদেশ দিলেন, দেখো! যাকাত আদায়কালে মানুষের সর্বোত্তম মাল যার প্রতি তার আন্তরিক টান আছে তা গ্রহণ করো না। বৃদ্ধা উষ্ট্রী, যে উষ্ট্রীর বাচ্চা হয়নি এবং ত্রুটিযুক্ত উট ও এ ধরনের জানোয়ার উসূল করবে। সুতরাং যাকাত উসুলকারী ব্যক্তি মানুষের নিকট গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবে

www.icsbook.info

যাকাতা উসূল করলেন। অবশেষে তিনি এক গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট গেলেন এবং বললেন, আল্লাহ তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মানুষের নিকট হতে যাকাত উসুল করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। এ যাকাত তাদেরকে পবিত্র করবে এবং তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেবে। সে ব্যক্তি বললো আপনি ইচ্ছে মতো আমার এ জানোয়ারসমূহ হতে যাকাত গ্রহণ করুন। তিনি গিয়ে সেখানে হতে বৃদ্ধ, বাচ্চাহীন এবং ক্রটিযুক্ত কয়েকটি উট বেছে নিলেন। এ অবস্থা দেখে লোকটি বললো, আপনার পূর্বে আমার উট হতে আল্লাহর হক আদায় করার জন্যে কেউ আসেনি। আল্লাহর কসম! আপনাকে অবশ্যই উত্তম উট গ্রহণ করতে হবে (আল্লাহর দরবারে এরূপ খারাপ জিনিস কিভাবে উপস্থিত করা যায় ?)।

-কিতাবুল খারাজ-আবু ইউসুফ

ব্যাখ্যা ঃ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথম দিনেই মানুষের উত্তম মালসমূহ যাকাত হিসেবে আদায়ের নির্দেশ দিতেন তা হলে এ নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সমূহ সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের অন্তরে যখন দ্বীন সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। তাঁরা দ্বীনের প্রশিক্ষণ লাভ করলো। তখন শহর হতে অনেক দূরে বসবাসকারী লোকেরাও যাকাত আদায়কারীকে যাকাতের জন্যে উত্তম মাল গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করতো।

কথা বলার পদ্ধতি ঃ

(৩৩৩) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلٰثًا حَتّٰى تَفْهَمَ عَنْهُ - بخارى انس

শব্দের অর্থ ঃ اَعَادَهَا 'আআদাহা'–তিনি তা দোহরাতেন। تَفْهَمَ 'তাফহামা' –বুঝতে পারে।

৩৩৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা বলতেন তিনবার বলতেন (যখন প্রয়োজন বোধ করতেন) যেনো তা মানুষ ভালোভাবে বুঝতে পারে। -বুখারী

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেক ভাষায়ই কথা বলা, বক্তৃতা করার এক বিশেষ পদ্ধতি আছে। যা জানা থাকা অত্যন্ত জরুরী। কথা বলা বা বক্তৃতা দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের অন্তরে তা প্রবেশ করানো। শ্রোতার অবস্থাভেদে ভাষা ও ভাব অবলম্বন করতে হবে। কম শিক্ষিত লোকের সামনে দর্শনভিত্তিক আলোচনা এবং দুর্বোধ্য শব্দসমূহ ব্যবহার করা মূলত দাওয়াতকে বিফল করে তোলারই নামান্তর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ

كَانَ كَلَامُهُ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ ـ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বক্তৃতা ও বর্ণনা অত্যন্ত পরিষ্কার ও সাবলীল হতো। যে কেউ তা শুনামাত্রা বুঝে ফেলতো।

আবেগ ও প্রবণতার প্রতি লক্ষ ঃ

(٣٣٤) قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّ لِلْقُلُوْبِ شَهَوَاتٍ وَاِقْبَالًا وَّاِدْبَارًا ـ فَأْتُوْهَا مِنْ قِبَلِ شَهَوَاتِهَا وَاِقْبَالِهَا ـ فَاِنَّ الْقَلْبَ اِذَا اُكْرِهَ عَمِيَ ـ

ـ كتاب الخراج ابو يوسف

শব্দের অর্থ ঃ شَهَوَاتٌ 'শাহওয়াতুন'–আগ্রহ, কামনা। اِقْبَالٌ 'ইকবালুন' –প্রস্তুত। اِدْبَارٌ 'ইদবারুন'–অপ্রস্তুত, পিছুটান। اُكْرِهَ 'উকরিহা'– মন যা চায় না। عَمِيَ 'উ'মিয়া'–সে অন্ধ হয়ে যায়। অস্বীকৃতি জানায়।

৩৩৪। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, অন্তরের কিছু আগ্রহ ও কামনা থাকে। কখনো সে কথা শুনার জন্যে প্রস্তুত থাকে এবং কখনো তার জন্যে প্রস্তুত থাকে না। অতএব মানুষের অন্তরে সে আবেগ ও অনুভূতির প্রতি লক্ষ রেখে কথা বলবে। কেনোনা মনের অবস্থার বিরুদ্ধে কিছু শুনাতে গেলে সে অন্ধ হয়ে যায় এবং একথা কবুল করতে অস্বীকৃতি জানায়।

–কিতাবুল খারাজ

www.icsbook.info

আশা ও নিরাশার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা ঃ

(٣٣٥) قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الْفَقِيْهُ كُلُّ الْفَقِيْهِ مَنْ لَّمْ يُقْنِطِ النَّاسَ مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللّٰهِ وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ ـ كتاب الخراج

শব্দের অর্থ ঃ لَمْ يُقْنِطْ 'লাম ইয়াকনিত'–নিরাশ করে না। لَمْ يُرَخِّصْ 'লাম ইউরাখখিছ'– বেপরোয়া হতে দেয় না। لَمْ يُؤَمِّنْهُمْ 'লাম ইউআম্মিনহুম' –তাদের নির্ভয় হতে দেয় না।

৩৩৫। আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন। সে ব্যক্তিই সবচেয়ে বিজ্ঞ আলেম। যে ব্যক্তি (তার বক্তৃতার মাধ্যমে) মানুষকে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ করেন না। এমনিভাবে আল্লাহর নাফরমানীর কাজেও তাদেরকে বেপরোয়া হতে দেন না। আল্লাহর শাস্তির প্রতি নির্ভয় করে তুলেন না। -কিতাবুল খারাজ

ব্যাখ্যা ঃ মোটকথা এমনভাবে নসীহত করা ঠিক নয় যার ফলে মানুষ নিজের পরিত্রাণ এবং আল্লাহর রহমত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে। আবার তাকে আল্লাহর অশেষ দয়া ও করুণা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফা'আত সংক্রান্ত ভুল ও অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা প্রদান করে আল্লাহর নাফরমানীর প্রতি বেপরোয়া করে তোলাও ঠিক নয়। সঠিক পদ্ধতি হলো, উভয় দিকই তার সামনে তুলে ধরতে হবে যেনো সে নিরাশ না হয়ে যায়। আবার বেপরোয়াও হয়ে না উঠে।

দ্বীনের খাদেমদের জন্যে সুসংবাদ

দ্বীনের রক্ষকগণ আল্লাহর আশ্রয়ে অবস্থান করেন ঃ

(٣٣٦) قَالَ مُعَاوِيَةُ رض ـ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَايَزَالُ مِنْ اُمَّتِيْ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِاَمْرِ اللّٰهِ لَايَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ ـ بخاری، مسلم

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ لَايَزَالُ 'লা ইয়াযালু'–সবসময় থাকে। قَائِمَةٌ 'কায়িমাতুন'–বর্তমান থাকে, প্রতিষ্ঠিত থাকে। بِاَمْـرِ اللّٰهِ 'বিআমরিল্লাহি'–আল্লাহর হুকুমের। لَايَضُرُّهُمْ 'লা ইয়াদুররুহুম'–তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। خَـذَ لَهُمْ 'খাযালাহুম'–তাদের লাঞ্ছিত করেছে। خَالَفَهُمْ 'খালাফাহুম' –তাদের বিরোধিতা করেছে।

৩৩৬। মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। আমার উম্মতের মধ্যে সবসময় এমন একদল লোক বর্তমান থাকবে যারা হবে আল্লাহর হুকুমের বাহক ও তাঁর দ্বীনের রক্ষক। যেসব লোক তাদের মত পোষণ করবে না কিংবা তাঁদের বিরোধিতা করবে তারা তাঁদেরকে ধ্বংস করতে কিংবা তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহর ফায়সালা এসে যাবে। আর এ দ্বীনের রক্ষকগণ এ অবস্থার উপর দৃঢ় থাকবে।

–বুখারী, মুসলিম

রাসূলের প্রেমিকগণ ঃ

(٣٣٧) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِىْ لِىْ حُبًّا، نَاسٌ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِىْ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْرَانِىْ بِاَهْلِهٖ وَمَالِهٖ ـ

ـ مسلم ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ يَكُوْنُوْنَ 'ইয়াকূনূনা'–তারা হবে। يَوَدُّ 'ইয়াওয়াদ্দা'–সে ভালোবাসবে। رَانِىْ 'রাআনী'–আমাকে দেখে।

৩৩৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে সে সকল লোক আমাকে অধিক ভালোবাসবে যারা আমার পর আগমন করবে। তাদের প্রত্যেকেই কামনা করবে যদি তারা আমাকে তাদের পরিবার-পরিজন ও সম্পদের সাথে দেখতে পেতো। – মুসলিম

www.icsbook.info

দ্বীন ও দ্বীনের বাহকদের অপরিচিতি প্রসঙ্গে ঃ

(٣٣٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا - وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ - وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ - مشكواة :عمرو بن عوف.

শব্দের অর্থ ঃ بَدَأَ 'বাদাআ'–শুরু করেছে। غَرِيْبًا 'গারীবান'–অপরিচিত। سَيَعُوْدُ 'সাইয়াউদু'–অচিরেই ফিরে আসবে। كَمَا بَدَأَ 'কামা বাদাআ'– যেভাবে শুরু করেছিলো। فَطُوْبٰى 'ফাতূবা'–সুসংবাদ। لِلْغُرَبَاءِ 'লিলগুরাবায়ি' –অপরিচিতদের জন্য।

৩৩৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দ্বীন ইসলাম তার প্রথম অবস্থায় মানুষের কাছে অপরিচিত ছিলো। অচিরেই তা আবার প্রাথমিক অবস্থার ন্যায় অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং অপরিচিতদের জন্যে সুসংবাদ। তারা হলো ওই সব লোক যারা আমার পরে আমার সুন্নাতসমূহকে বিকৃত করে ফেলার পর আবার তা সঠিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্যে চেষ্টা করবে।-মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ দ্বীন তার প্রাথমিক অবস্থায় লোকের নিকট অপরিচিত ছিলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তা বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। লোকেরা দলে দলে দ্বীন গ্রহণ করতে থাকে। এরপর দ্বীন ধীরে ধীরে আবার জগতের নিকট অপরিচিত হয়ে যাবে। সে যুগে যেসব লোক দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে দণ্ডায়মান হবে তারাও অপরিচিত হয়ে যাবে। এসব লোকের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারীদের গুণগত বৈশিষ্ট্য

কৃতজ্ঞতা ঃ

মুসলিম জাতির প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে কৃতজ্ঞতার ন্যায় মূল্যবান সদগুণ থাকা আবশ্যক। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি এ বিকৃত সমাজ ও পরিবেশে দ্বীনকে

www.icsbook.info

পুনরুজ্জীবিত করে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাদের মধ্যে এ গুণটি বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য।

কৃতজ্ঞতার মূল কথা হলো। মানুষ চিন্তা করবে, আল্লাহ তার সাথে কি ব্যবহার করেছেন। দুনিয়ায় আগমনের পূর্বে মাতৃগর্ভের গভীর অন্ধকারে আল্লাহ তাকে বাতাস ও খাদ্য সরবরাহ করেছেন। অতঃপর দুনিয়ায় আগমনের পর তিনি তার লালন পালনের সার্বিক ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। মানুষ জন্মের পর সম্পূর্ণ অসহায় ছিলো। মুখে না ছিলো ভাষা। হাত পায়ে না ছিলো কোন শক্তি সামর্থ। অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে লালন পালন করেছেন। তিনিই তার দেহে শক্তি, মুখে ভাষা ও মস্তিষ্কে চিন্তার শক্তি যুগিয়েছেন। অতঃপর আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তু মানুষের খাদ্য ও বায়ুসহ সকল প্রকার প্রয়োজন মিটাবার জন্যে সর্বদা সক্রিয় রেখেছেন। একদিকে মানুষ নিজের অসহায়তা ও অপারগতা প্রত্যক্ষ করছে। অপরদিকে তার উপর আল্লাহর অগণিত করুণা ও রহমত দেখতে পাচ্ছে। আল্লাহর রহমত স্বরূপ যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয় তখন এ নিয়ামতদানকারীর প্রতি তার মনে ভালবাসা জেগে উঠে। মুখে তাঁর প্রশংসার স্তুতি উঠে ফুটে। দেহের সকল শক্তি স্বীয় মালিককে খুশি করার জন্যে তৎপর হয়ে যায়।

এ অবস্থা ও আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশের নাম হলো কৃতজ্ঞতা। আর এটাই হলো সকল কল্যাণের মূল উৎস। এ আবেগ অনুভূতিকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রাণবন্ত করার জন্যেই আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর রাসূলগণ আগমন করেছেন। কৃতজ্ঞতার এ অনুভূতিকে ধ্বংস করাই হলো ইবলিসের মুখ্য উদ্দেশ্য (সূরায়ে আরাফ দ্বিতীয় রুকু দ্র.)।

প্রশ্ন হলো, আদম আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানতেন, আল্লাহ তাঁকে বিশেষ একটি গাছের নিকট যেতে নিষেধ করেছেন। এরপরও তিনি কেনো এ হুকুম অমান্য করলেন?

এর জবাব হলো ইবলিস তাঁকে দীর্ঘদিন হতে প্ররোচিত করে আসছিলো এবং সকল প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো যেনো আল্লাহর রুবুবিয়াত (প্রতিপালন)

www.icsbook.info

এবং তাঁর প্রদত্ত দান ও অনুগ্রহের অনুভূতি যা আদমের অন্তরে জীবন্ত ছিলো, তা দুর্বল হয়ে যায়। সুতরাং যখনই তাঁর এ অনুভূতি দুর্বল হয়ে পড়লো তখনই তিনি সে নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে ধাবিত হলেন।

মোটকথা, কৃতজ্ঞতা ও অনুভূতি যতো বেশী করে মানুষের মনে জাগরূক থাকবে, ততই সে আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হবে। আর যখন এ অনুভূতি দুর্বল হয়ে পড়বে তখনই মানুষের জন্যে পাপের দিকে ধাবিত হওয়া সহজ হয়ে পড়বে। আল্লাহর নবী ইউসুফ আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিশরে রমণীকুলের প্রলোভন ও প্ররোচনা হতে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন একমাত্র কৃতজ্ঞতার বদৌলতেই। কেনোনা তিনি সে সময় স্বীয় প্রতিপালকের রবুবিয়াত ও ইহসানের কথা স্মরণ করেছেন। বিপদাপদে যার সাহায্যে এ অবস্থায় উপনীত হয়েছেন তার নাফরমানী কিভাবে করা যায়?

কৃতজ্ঞতার অনুভূতি যখন মানুষের অন্তরে জেগে উঠে তখন তার জীবন আল্লাহর বন্দেগীর পথে অগ্রসর হয়।

গুনাহ-এর কাফ্ফারা হিসেবে কৃতজ্ঞতা ঃ

(٣٣٩) عَنْ مُعَاذِبْنِ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - مَنْ اَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنِيْ هٰذَا مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اَطْعَمَنِيْ 'আতআমানী'– খাবার দান করেছে। غَيْرَ حَوْلٍ 'গাইরা হাওলিন'–কোন কষ্ট ছাড়া। مَا تَقَدَّمَ 'মা তাকাদ্দামা'–যা অতীত হয়েছে অর্থাৎ পূর্বের। ذَنْبِهِ 'যামবিহি'–তার গুনাহ।

৩৩৯। মু'আয ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি খাবার খেয়ে বলে– আল্লাহর শুকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যিনি আমাকে আমার চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা ছাড়াই খাবার দান করেছেন। তাহলে তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। -আবু দাউদ

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণের পর বলে। আমার নিয়ামতদাতা আল্লাহ আমাকে খাবার দান করেছেন। এতে আমার চেষ্টা ও শারীরিক শক্তির কোন কৃতিত্ব নেই। আমার শক্তি কোথায় ? আমি তো এক অসহায় প্রাণী। আমার নিকট যা কিছু আছে তাতো আমার প্রতিপালকেরই দান ও অনুগ্রহ। খাবার তো তাঁরই দান। তিনি দান না করলে আমি পেতাম কোথায় ? যে মানুষের মনের অবস্থা এ রকম– যে প্রাণপাত কষ্ট করে রোজগার করবার পর কোন রিযিক সামনে আসলে বলে, এ আমার প্রতিপালকের দান। এ লোক কি কখনও জ্ঞাতসারে কোন পাপের কাজ করতে পারে ? আর যদি কোন পাপ হয়েও যায় তাহলে সে কি তৎক্ষণাৎ আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না ? এরূপ ব্যক্তির গুনাহ মাফ না হলে আর কার গুনাহ্ মাফ হবে ?

নতুন পোশাক পরিধানের জন্যে কৃতজ্ঞতা ঃ

(٣٤٠) عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهٖ عَمَامَةً اَوْقَمِيْصًا اَوْرِدَاءً - يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ - اَسْئَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَاصُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَاصُنِعَ لَهٗ - ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اِسْتَجَدَّثَوْبًا 'ইসতাজাদ্দা সওবান'–নতুন পোশাক পরতেন। سَمَّاهُ 'সাম্মাহু'–তার নাম নিতেন। عَمَامَةً 'আমামাতান'–পাগড়ী। كَسَوْتَنِيْهِ 'কাসাওতানীহি'–আপনি আমাকে এটা পরিছেন। اَسْئَلُكَ 'আসআলুকা' –আমি আপনার কাছে চাই। خَيْرَهٗ 'খাইরাহু'–এর কল্যাণ।

৩৪০। আবু সাঈদ আল খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন কোন নতুন কাপড়, পাগড়ী, কোর্তা কিংবা চাদর পরিধান করতেন। তখন তার নাম ধরে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারণ, আপনি আমাকে এ পরিধেয় দান করেছেন। আমি এর কল্যাণকর দিক কামনা করছি এবং এর অকল্যাণের দিক হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। -আবু দাউদ

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ কাপড় হোক বা অন্য কোন বস্তু হোক এর ব্যবহারে যেমন কল্যাণ হতে পারে তেমনি অকল্যাণও হতে পারে। একজন মু'মিন কাপড়কে আল্লাহর দান বলে মনে করে এবং তা পেয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করে থাকে। সে আল্লাহর নিকট দোয়া করে। যেনো এ নিয়ামত ব্যবহারকালে কোন খারাপ কাজ না করে। কোন খারাপ উদ্দেশ্যে যেনো এ নিয়ামত ব্যবহৃত না হয়। বরং সে তা ভালো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে আল্লাহর নিকট তাওফীক কামনা করে। মুমিনের এ মানসিকতা কেবল কাপড়ের ক্ষেত্রেই নয় বরং প্রতিটি নিয়ামত পেয়েই সে এভাবে চিন্তা করে এবং এককভাবে আল্লাহর নিকট প্রার্থন জানায়।

আরোহণকালে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ঃ

(٣٤١) عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا ـ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ سورة الاحزاب ايت ١٣-١٤ ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ شَهِدْتُ 'শাহিদতু'–আমি দেখেছি। اُتِيَ 'উতিয়া'–আনা হলো। بِدَابَّةٍ 'বিদাব্বাতিন'–কোন জানোয়ার। اسْتَوٰى 'ইসতাওয়া–স্থির হলেন। سَخَّرَ 'সাখখারা'–অধীন করে দিয়েছেন। وَمَاكُنَّالَهُ مُقْرِنِيْنَ 'ওয়া মা কুন্না লাহু মুকরিনীনা'–আমি আমার শক্তি দিয়ে একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। مُنْقَلِبُوْنَ 'মুনকালিবূনা'–প্রত্যাবর্তনকারীগণ।

৩৪১। আলী ইবনে রাবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছি, তাঁর নিকট আরোহণের জন্য কোন জানোয়ার আনা হলে রেকাবে পা রাখার সময় তিনি বলতেন, বিসমিল্লাহ। অতঃপর পিঠের উপর বসে বলতেন, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যিনি এ জানোয়ারকে আমার অধীনস্থ করে

www.icsbook.info

দিয়েছেন। আমি আমার শক্তি দ্বারা একটাকে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাবো।

–সূরা আহাযাব ঃ ১৩-১৪। –আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ যদি উট, ঘোড়া, মহিষ এবং অন্যান্য জানোয়াকে মানুষের বশীভূত না করে দিতেন তাহলে মানুষের তুলনায় বিরাট দেহের ও শক্তির অধিকারী জন্তুকে কিভাবে আয়ত্বে আনতে সমর্থ হতো ? কিন্তু আল্লাহ বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে এমন নিয়ম-শৃংখলার ব্যবস্থা করেছেন যে, এ বিরাটকায় জানোয়ারগুলো অতিসহজে মানুষের নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। আল্লাহর এ ব্যবস্থা দেখে মু'মিনগণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আখেরাতের প্রতি তৎক্ষণাৎ তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সে চিন্তা করে আল্লাহ আমাকে এতো সব নিয়ামত দান করেছেন তিনি একদিন এর হিসেব আমার কাছ থেকে অবশ্যই নেবেন। যিনি এভাবে চিন্তা করেন। তিনি আমলের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অগ্রবর্তী থাকবেন।

ঘুম ও ঘুম থেকে জাগার দোয়া ঃ

(٣٤٢) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ - اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا - وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَخَذَ مَضْجَعَهُ 'আখাযা মাদজাআহু'–শয়ন করতেন। وَضَعَ 'ওয়াদাআ'–তিনি রাখতেন। خَدِّهٖ 'খাদ্দিহি'–তার গালের। اَمُوْتُ 'আমূতু' –আমি মৃত্যুবরণ করছি। اَحْيَا 'আহইয়া'–আমি জীবিত হবো। اِسْتَيْقَظَ 'ইস্তাইকাযা'–তিনি জাগতেন। اَحْيَانَا 'আহইয়ানা'–তিনি আমাদের জীবিত করেন। اَلنُّشُوْرُ 'আননুশূর'–প্রত্যাবর্তন, ফিরে যাওয়া।

www.icsbook.info

৩৪২। হুয়াইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন শয়ন করতেন তখন তাঁর হাত গালের নীচে রেখে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং আপনার নামেই জীবিত হবো। যখন তিনি ঘুম হতে জাগতেন তখন বলতেন, যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি মৃত্যু প্রদান করার পর আবার আমাদেরকে জীবিত করলেন এবং পুনরায় তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে।
-বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের অন্তরে যখন পরকালের ভীতি বদ্ধমূল হয়। শয়নকালে সে আল্লাহর নাম স্মরণ করে এবং বলে ঃ শয়নে, জাগরণে, জীবনে ও মরণে সর্বদা আল্লাহর নাম আমার সঙ্গী হয়ে থাকুক। ঘুম হতে জেগে উঠার পর সে আল্লাহর প্রশংসা করে এ জন্যে যে, আল্লাহ তাকে নেক আমল করার জন্যে আরো সময় দিলেন। যদি গতকাল আমি অবহেলা প্রদর্শন করে থাকি তাহলে আজ আর অবহেলা করা ঠিক হবে না। আজ একদিনের যে সুযোগ আসলো। তার সদ্ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে।

প্রতিদিনই এ অবস্থায় সে কাটায়। সে যখন ঘুম হতে জাগে তখন তার মনে আখেরাত এবং হিসাব-নিকাশের কথা ভেসে উঠে। একদিন তার মৃত্যু ঘটবে। অতঃপর জীবিত হয়ে হিসেবের জন্যে আল্লাহর নিকট হাজির হতে হবে। এ জীবনের সব সুযোগ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তাঁর কাছে কি জবাব দেয়া হবে।

নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ঃ

(٣٤٣) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ مُعَاوِيَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ هٰهُنَا؟ فَقَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهٗ عَلٰى مَا هَدَانَا لِلْاِسْلَامِ وَمَنَّ بِهٖ عَلَيْنَا - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ حَلْقَةٌ 'হালকাতুন'-সমাবেশ। اَجْلَسَكُمْ 'আজলাসাকুম' -তোমাদেরে বসিয়েছেন। هَدَانَا 'হাদানা'-পথ দেখিয়েছেন। مَنَّ 'মান্না' -তিনি তাওফিক দান করেছেন।

www.icsbook.info

৩৪৩। আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘর হতে বের হয়ে তার সাথীদের একটি সমাবেশ দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার সাথীরা! তোমরা এখানে একত্রিত হয়ে কি করছো? তারা বললেন, আমরা এখানে বসে আল্লাহকে স্মরণ করছি এবং তাঁর প্রশংসা করছি। কারণ তিনি আমাদেরকে দ্বীন ইসলামের পথ দেখিয়েছেন এবং তা গ্রহণ করার তাওফীক দান করছেন। -মুসলিম

বায়তুল হামদ বা প্রশংসার ঘর ঃ

(٣٤٤) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلَائِكَتِه قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُوَادِه؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ، فَيَقُوْلُ فَمَا ذَا قَالَ عَبْدِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ حمدكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تعالى اِبْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ ـ ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ وَلَدُ الْعَبْدِ 'ওয়ালাদুল আবদি'–বান্দাহর সন্তান। قَبَضْتُمْ 'কাবাযতুম'–তোমার জীবন কবয করেছ। ثَمَرَةَ فُوَادِه 'সামারাতা ফুয়াদিহি'–তার কলিজার টুকরা। حمدكَ 'হামিদাকা'–সে তোমার প্রশংসা করেছে। اِسْتَرْجَعَ 'ইস্তারজাআ'–সে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলেছে। اِبْنُوْا 'ইবনূ'–তোমরা তৈরি করো। سَمُّوْهُ 'সাম্মূহু'–তার নাম রাখো।

৩৪৪। আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের রূহ কবয করেছো? তারা বলে, জী হ্যাঁ। অতঃপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তার কলিজার টুকরোর জান কবয করে

www.icsbook.info

এনেছো ? তারা বলেন, জী হ্যাঁ এনেছি। অতঃপর আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন, এ সময় আমার বান্দা কি বললো ? তারা বলেন, এ বিপদে সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' বলেছে। তখন আল্লাহ বলেন, আমার এই বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করো এবং সে ঘরের নাম রাখো বায়তুল হামদ (প্রশংসার ঘর)। -তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ মুমিন বান্দার প্রশংসার অর্থ হলো, সে নিজ সন্তানের মৃত্যুর ফলে শোকে ভেঙ্গে না পড়ে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং বলে, হে আল্লাহ! তুমি যা কিছু করো তা যুলুম বা বেইনসাফী নয়। তুমি তোমার প্রদত্ত জিনিস নিয়ে গেছো এতে আমার অসন্তুষ্টির কি আছে।

'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' হলো ধৈর্য ধারণের আয়াত। আয়াতটি মানুষকে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। এর অর্থ হলো, আমরা আল্লাহর গোলাম এবং বান্দা। আমাদের কাজ হলো তাঁর ইচ্ছা অনুসারে দুনিয়াতে জীবন যাপন করা এবং মৃত্যুর পর আমরা তারই নিকটে ফিরে যাবো। যদি আমরা বিপদে ধৈর্য ধারণ করি তাহলে উত্তম প্রতিদান পাবো। অন্যথায় আমাদেরকে খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসই ক্ষণস্থায়ী। এরূপ চিন্তা মানুষের বিপদকে সহজ করে দেয়।

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতায় রয়েছে প্রচুর কল্যাণ ঃ

(٢٤٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لاَمْرِ الْمُؤْمِنِ ـ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ الاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ ـ وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ ـ

ـ مسلم صهيب رضـ

শব্দের অর্থ ঃ عَجَبًا 'আজাবান'– অদ্ভুত। ضَرَّاءٌ 'দাররান'– দুঃখ-কষ্ট। سَرَّاءٌ 'সাররান'–সুখ-শান্তি, সচ্ছল। شَكَرَ 'শাকারা'–কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

www.icsbook.info

৩৪৫। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিনের অবস্থা অদ্ভুদ প্রকৃতির হয়ে থাকে। তার সকল অবস্থা ও কাজই কল্যাণকর। আর এ সৌভাগ্য মু'মিন ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারে না। সে যদি দারিদ্র, অসুস্থতা এবং দুঃখ-কষ্টে পতিত হয় তাহলে ধৈর্য ধারণ করে। এমনিভাবে সচ্ছল অবস্থায়ও সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এ উভয় অবস্থাই তাঁর জন্যে কল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।-মুসলিম

কৃতজ্ঞতার অনুভূতি সৃষ্টির উপায় ঃ

(٣٤٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وسَلَّمَ اُنْظُرُوْا اِلٰى منْ هُوَ اَسْـفَلُ منْكُمْ ـ وَلاَ تَنْظُرُوْا اِلى منْ هُوَ فَوْقَكُمْ ـ فَهُوَ اَجْدَرُ اَنْ لاَ تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اُنْظُرُوْا 'উনযুরু'–তোমরা দেখো। اَسْفَلَ 'আসফালা'–কম নিচু। لاَتَنْظُرُوْا 'লা-তানযুরু'–দৃষ্টিপাত করো না। لاَتَـزْدَرُوْا 'লা-তাযদারু' –নগণ্য মনে কর না।

৩৪৬। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ এবং পার্থিব খ্যাতি ও মর্যাদায় তোমার তুলনায় কম তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। (তাহলে তোমার মধ্যে কৃতজ্ঞতার অনুভূতি সৃষ্টি হবে।) আর সে সকল লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করো না যারা ধন-সম্পদ এবং জাগতিক সাজ-সরঞ্জামে তোমাদের থেকে অগ্রগামী। আর এ কারণে তোমার নিকট যে নেয়ামত আছে তা যেনো নগণ্য মনে না হয় এবং আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতার অনুভূতি সৃষ্টি না হয়। -মুসলিম।

লজ্জাশীলতা ঃ

(٣٤٧) عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَلْحَيَاءُ لاَيَاْتِىْ اِلاَّ بِخَيْرٍ ـ بخارى، مسلم

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ لَايَاتِىْ 'লা-ইয়াতী'–আনে না। خَيْرٌ 'খাইরুন'–কল্যাণ। اِلَّا 'ইল্লা'–ছাড়া, কেবল।

৩৪৭। ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লজ্জাশীলতা কেবল কল্যাণই বয়ে আনে। – বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ লজ্জা মু'মিনের এমন একটি গুণ যা সকল কল্যাণের উৎস। এ গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে অন্যায়ের নিকটবর্তী না হয়ে শুধু কল্যাণের দিকেই ধাবিত হবে।

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে রিয়াজুস সালেহীন গ্রন্থে লজ্জার রহস্যের কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন ঃ

حَقِيْقَةُ الْحَيَاءِ خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلٰى تَرْكِ الْقَبِيْحِ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيْرِ فِىْ حَقِّ ذِى الْحَقِّ - وَقَالَ الْجُنَيْدُ رضـ اَلْحَيَاءُ رُؤْيَةُ الْاٰلَاءِ اَىِ النِّعَمِ وَرُؤْيَةُ التَّقْصِيْرِ فَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمّٰى حَيَاءً -

"লজ্জা এমন একটি গুণ। যা মানুষকে অন্যায় কাজ পরিহারের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। হকদার ব্যক্তির হক আদায়ে শিথিলতা প্রদর্শন করা হতে বিরত রাখে। জুনাইদ বোগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন ঃ লজ্জার প্রকৃত রহস্য হলো, মানুষ আল্লাহর নিয়ামতসমূহ দেখে চিন্তা করে। আমি এই নিয়ামত দানকারীর শুকরিয়া আদায়ে কতই না অবহেলা প্রদর্শন করেছি। এ অনুভূতির ফলে মানুষের অন্তরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার নামই হলো লজ্জা।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ গুণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এগুলো 'আখিরাতের চিন্তা' নামক অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

www.icsbook.info

ধৈর্য এবং দৃঢ়তা

ধৈর্য শ্রেষ্ঠ নেক কাজ ঃ

(٣٤٨) وعَنْ اَبِىْ سعيدنِ الْخُدْرِيَ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ مَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ عطَاءً خَيْرًا وَّاَوْسع مِنَ الصَّبْرِ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يَتَصَبَّرْ 'ইয়াতাসাব্বারু'– ধৈর্যধারণ করা। تُصَبِّرْهُ 'ইউসাব্বিরুহু' –তাকে ধৈর্যধারণের শক্তি দেবেন। مَا اُعْطِىَ 'মা উ'তিয়া'–দান করা হয়নি। عَطَاءً خَيْرًا 'আতাআন খাইরান'–উত্তম দান। اَوْسَعُ 'আওসাউ'–ব্যাপক, বিস্তৃত।

৩৪৮। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্যের শক্তি প্রদান করবেন। আর ধৈর্য হতে অধিক উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর আর কিছুই কাউকে দান করা হয়নি। -বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ বিপদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না। এমনিভাবে সে ব্যক্তিও কখনো ধৈর্য ধারণ করতে পারে না, যার মধ্যে কৃতজ্ঞতার গুণ বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে। ধৈর্যগুণ মানব চরিত্রে বিপুল সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটায়।

প্রকৃতিগত শোক, কষ্ট এবং ধৈর্য ঃ

(٣٤٩) عَنْ اُسَامَةَ قَالَ اَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِىِّ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ ابْنِىْ قَداحْتُضِرَ فَاشْهَدْ نَا فَاَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ - فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَاتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُبْنُ

www.icsbook.info

عُبَادَةَ وَمُعَاذُبْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُبْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَرُفِعَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ الصَّبِيُّ فَاَقْعَدَهُ فِيْ حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ - فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا؟ فَقَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَرْسَلَتْ 'আরসালাত'–পাঠালেন। قَدِ احْتُضِرَ 'কাদিহ তাদ্বারা'–মৃত্যু পর্যন্ত। فَاشْهَدْنَا 'ফাশহাদনা'–অতএব আপনি আসুন। اَخَذَ 'আখাযা'–নেন। اَعْطٰى 'আ'তা'–যা দেন। بِاَجَلٍ 'বিআজালিন'–নির্ধারিত সময়। فَلْتَصْبِرْ 'ফালতাসবির'–ধৈর্যধারণ করো। وَلْتَحْتَسِبْ 'ওয়ালতাহ্তাসিব'– আখিরাতের পুরস্কারের জন্য। فَاَقْعَدَهُ 'ফাকআদাহু –তাকে বসালেন। فِيْ حِجْرِهِ 'ফীহিজরিহি'–তাঁর কোলে। تَقَعْقَعُ 'তাকা'কা'–নিঃশ্বাস বের হয়ে যায়। فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ 'ফাফাদ্বাত অইনাহু'– চোখ দিয়ে পানি বইতে লাগলো।

৩৪৯। উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কন্যা সংবাদ পাঠালেন আমার পুত্র মৃত্যু শয্যায়। অতএব আপনি তাশরীফ আনুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সালাম পাঠিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ যা নিয়ে যান এবং যা দান করেন এসবই তাঁর এবং তাঁর নিকট প্রতিটি জিনিসই নির্ধারিত। অতএব আখেরাতের পুরস্কার লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কন্যা তাকীদ সহকারে আবার খবর পাঠালেন যেনো তিনি তাড়াতাড়ি তাশরীফ আনেন। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে উবাদা, মুআয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'য়াব, যায়েদ ইবনে ছাবিত এবং আরো কিছু সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে তথায় উপস্থিত হলেন। বাচ্চাটিকে রাসূলুল্লাহর নিকট আনা হলে তিনি কোলে উঠিয়ে নিলেন। এ সময় সন্তানটির প্রাণবায়ু বের হয়ে যাচ্ছিলো। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমের চক্ষু

www.icsbook.info

দিয়ে অশ্রু বয়ে পড়তে লাগলো। সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন এ কী (অর্থাৎ আপনি কাঁদছেন, একি ধৈর্যের পরিপন্থী নয়?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, না এ ধৈর্যের পরিপন্থী নয়, বরং এ দয়া ও মায়ার অনুভূতি যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে নিহিত রেখেছেন। -বুখারী, মুসলিম

ধৈর্য কাফ্ফারা স্বরূপ ঃ

(٣٥٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَبِالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ - ترمذى ابو هريرة رض

শব্দের অর্থ ঃ مَايَزَالُ 'মা-ইয়াযালু'– সবসময়। يَلْقَى 'ইয়ালকা'–মিলিত হয়। خَطِيْئَةٌ 'খাতীয়াতুন'–গোনাহ।

৩৫০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিন নর-নারীর উপর সময় সময় বিপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে। কখনো সরাসরি তার উপর বিপদ আসে। কখনো তার সন্তান মারা যায়। আবার কখনো তার ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়। (আর এ সকল মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার ফলে তার কালব পরিষ্কার হতে থাকে। পাপ-পংকিলতা হতে মুক্ত হতে থাকে। অবশেষে সে নিষ্পাপ আমলনামা নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়।
-তিরমিযী

(٣٥١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَّصَبٍ وَّلاَ وَصَبٍ وَّلاَ هَمٍّ وَّلاَ حُزْنٍ وَّلاَ اَذًى وَلاَغَمٍّ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا الاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ مِنْ خَطَايَاهُ - متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ يُصِيْبُ 'ইউসীবু' –পৌঁছে। نَصَبٌ 'নাসাবুন'–দুঃখ-কষ্ট। وَصَبٌ 'ওয়াসাবুন – দুঃখ, কষ্ট, শোক। حُزْنٌ 'হুযনুন' –চিন্তা। يُشَاكُهَا 'ইউশাকুহা'–কাঁটা পায়ে বিঁধে। كَفَّرَ 'কাফ্ফারা'–ক্ষতিপূরণ করে দেন, গুনাহ মাফের কারণ হয়।

www.icsbook.info

৩৫১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তি মানসিক বা শারীরিক কষ্ট, কোন শোক বা দুঃখ পেলে অথবা চিন্তাগ্রস্ত হলে সে যদি ধৈর্য ধারণ করে তাহলে আল্লাহ প্রতিদানে তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। এমন কি যদি সামান্য একটি কাঁটাও পায়ে বিধে তাও তার গুনাহ মাফের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। -বুখারী, মুসলিম

বিপদ ও পরীক্ষায় আত্মসমর্পণ করা ও সন্তুষ্ট থাকাঃ

(٣٥٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ ـ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضٰى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ ـ ترمذى انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ عِظَمَ الْجَزَاءِ 'আযমাল জাযায়ি'–বড় পুরস্কার। عِظَمِ الْبَلَاءِ 'আযমিল বালা'–বড় বিপদ, পরীক্ষা। اَحَبَّ 'আহাব্বা'–বেশী প্রিয়, সন্তুষ্ট। قَوْمًا 'কাওমান'–কোন জাতিকে। ابْتَلَاهُمْ 'ইবতালাহুম'–তাদের পরীক্ষা করেন। رَضِيَ 'রাযিয়া'–খুশী হয়। سَخِطَ 'সাখাতা'–অসন্তুষ্ট হয়।

৩৫২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে তার প্রতিদানও হবে তত মূল্যবান। (এ শর্তে যে মানুষ বিপদে ধৈর্যহারা হয়ে হক পথ হতে যেনো পালিয়ে না যায়)। আর আল্লাহ তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। -তিরমিযী

দৃঢ়তা-পূর্ণাঙ্গ উপদেশ ঃ

(٣٥٣) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِّيْ فِي الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدًا غَيْرَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ ـ مسلم ـ

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ لاَأَسْئَلُ 'লা-আসআলু'–আমি জিজ্ঞেস করবো না। اِسْتَقِمْ 'ইস্তাকিম'–স্থির সুদৃঢ় থাকো।

৩৫৩। সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত প্রদান করুন যেনো এ·সম্পর্কে আর কাউকে প্রশ্ন করার প্রয়োজন না হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমানতু বিল্লাহ' বল এবং এর উপর সুদৃঢ় থাকো। -মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি দ্বীন ইসলামকে গ্রহণ করার এবং তাকে স্বীয় জীবনব্যবস্থা হিসেবে মেনে নেবার পর যত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীনই হোক না কেনো সে সর্বদা দ্বীন ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকে। আর এটাই হলো দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার চাবিকাঠি।

ধৈর্যশীল এবং সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ঃ

(٣٥٤) عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ ثَلاَثًا وَلَمَنِ ابْتُلِىَ فَصبر فَوَاهًا - ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اَلسَّعِيْدُ 'আসসায়ী'দু'–সৌভাগ্যবান। جُنِّبَ 'জুন্নিবা'–মুক্ত আছে। اُبْتُلِىَ 'উবতুলিয়া'–পরীক্ষা করা হয়েছে। فَصَبَرَ 'ফাসাবারা'–তারপর ধৈর্যধারণ করেছে। فَوَاهًا 'ফাওয়াহান'–ধন্যবাদ। صَنَعَ 'সানাআ' –করেছিলো। نُشِرُوْا 'নুশিরূ' –তাদের চিরা হয়েছিল। اَلْمِنْشَارُ 'আলমিনশারু' –চিরুনী, করাত। حُمِلُوْا 'হুমিলূ'–উঠানো হয়েছিল। عَلَى الْخَشَبِ 'আলাল খাশাবি'–ফাঁসি কাষ্ঠের ওপর। طَاعَةِ اللّٰهِ 'তাআতিল্লাহি' –আল্লাহর ইতাআতে। مَعْصِيَةِ اللّٰهِ 'মা'সিয়াতিল্লাহি'–আল্লাহর নাফরমানী।

৩৫৪। মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি।

www.icsbook.info

নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে ফিতনা হতে মুক্ত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিনবার একথাটি উচ্চারণ করলেন। আর যে ব্যক্তিকে পরীক্ষায় ফেলা সত্ত্বেও সত্যের উপর অবিচল রয়েছে তার জন্যে তো অশেষ ধন্যবাদ।" -আবু দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ 'ফিতনা' অর্থ সে সকল 'বিপদ ও পরীক্ষা'। সকল যুগের মু'মিনগণকে যার সম্মুখীন হতে হয়। শাসন যদি বাতিল শক্তির হাতে থাকে। অন্যায় যদি প্রতিষ্ঠিত এবং ন্যায় পরাজিত অবস্থায় থাকে। সে ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুসারীদের উপর কিরূপ নির্যাতন ও নিষ্পেষণ নেমে আসে তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

এসব বাতিল সম্প্রদায়ের প্রতিরোধ এবং তাদের নিপীড়ন ও নিষ্পেষণ সত্ত্বেও যিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। তিনিই কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দোয়া ও ধন্যবাদের অধিকারী হবেন।

তিবরানী মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। যখন দ্বীনের রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিনষ্ট হয়ে যাবে মুসলমানদের উপর এমন শ্রেণীর শাসক নিযুক্ত হবে যারা সমাজকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করবে। এ ক্ষেত্রে যদি তাদের কথা মানা হয় তাহলে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। আর তাদের কথা না মানলে তারা অমান্যকারীদের হত্যা করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, এ সময় আমরা কোন পথ অবলম্বন করবো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ نُشِرُوْا بِالْمِنْشَارِ وحُمِلُوْا عَلَى الْخُشُبِ - مَوْتٌ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ

"এ সংকটময় অবস্থায় তোমাদের তাই করতে হবে যা ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীরা করেছিলেন। তাদেরকে করাত দিয়ে চিরা হয়েছিল। কিন্তু তারা বাতিলের সামনে মাথা অবনত করেননি। আল্লাহর আনুগত্যে মৃত্যু বরণ করা আল্লাহর নাফরমানীতে জীবিত থাকার চেয়ে অধিক উত্তম।"

www.icsbook.info

ধৈর্যের পথে বাধা-বিপত্তি ঃ

(٣٥٥) قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ -

- ترمذى، مشكاة انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلصَّابِرُ 'আস্‌সাবিরু'–ধৈর্যধারণকারী। اَلْقَابِضُ 'আলকাবিযু' – ধারণকারী। اَلْجَمْرُ 'আলজামারু'– জ্বলন্ত অঙ্গার।

৩৫৫। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন দ্বীনদারের জন্যে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। -তিরমিযি, মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ তখনকার অবস্থা এমন নাজুক ও প্রতিকূল হবে যে, বাতিল শক্তি সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং হক পরাভূত থাকবে। সমাজের অধিকাংশ লোক আত্মকেন্দ্রিক ও দুনিয়া পূজারী হবে। এ অবস্থায় যারা দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন এ হাদীসে তাদের জন্যে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে খেলা করা নিঃসন্দেহে বাহাদুরীর কাজ। কাপুরুষ লোকেরা এরূপ কাজ করতে অক্ষম।

আল্লাহর উপর নির্ভরতা

তাওয়াক্কুলের মূল রহস্য ঃ

(٣٥٦) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَوْاَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ تَتَوَكَّلُوْنَ 'তাতাওয়াক্কালূনা' –ভরসা করবে। رَزَقَكُمْ 'রাযাকাকুম'– রিযিক দান করবেন। تَغْدُوْ 'তাগদূ'–সকালে বের হয়। خِمَاصًا 'খিমাসান'– খালিপেট। تَرُوْحُ 'তারূহু'–সন্ধ্যায় ফিরে আসে। بِطَانًا 'বিতানান'– ভরা পেটে।

www.icsbook.info

৩৫৬। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথাযথভাবে ভরসা করো তাহলে তিনি তোমাদেরকে সেভাবে রিজিক দান করবেন। যেভাবে তিনি পাখীকে রিযিক প্রদান করতে থাকেন। তারা প্রত্যুষে বাসা হতে খালি পেটে বেরিয়ে পড়ে এবং বিকেলে ভরা পেটে বাসায় ফেরে।-তিরমিযী

(٣٥٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهٗ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ تَرْكُهٗ اِسْتِخَارَةَ اللّٰهِ ـ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ سَخَطُهٗ بِمَا قَضَى اللّٰهُ ـ ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ سَعَادَةٌ 'সাআদাতুন'–সৌভাগ্য। رِضَاهُ 'রিদ্বাহু'–তার সন্তুষ্টি। قَضٰى 'কাযা'–ফয়সালা করেছেন। شَقَاوَةٌ 'শাকাওয়াতুন'–দুর্ভাগ্য। اِسْتِخَارَةٌ। 'ইস্তিখারাতুন'–কল্যাণ প্রার্থনা করা। سَخَطُهٗ 'সাখাতুহু'–তার ক্রোধ, অসন্তুষ্টি।

৩৫৭। সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী আদমের সৌভাগ্য হলো, আল্লাহ তার জন্য যে ফয়সালা করেছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকা। বনী আদমের দুর্ভাগ্য হলো, আল্লাহর নিকট কল্যাণের জন্যে দোয়া না করা এবং আল্লাহর ফয়সালার উপর অসন্তুষ্ট হাওয়া। – তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ 'তাওয়াক্কুলের' অর্থ হলো, আল্লাহকে নিজের ওয়াকীল নিযুক্ত করা এবং তার উপর পূর্ণভাবে ভরসা করা। ওয়াকীল বলে অভিভাবককে। অভিভাবক তাকেই বলে যিনি তার অধিনস্থ লোকের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন এবং অকল্যাণ হতে বাঁচিয়ে রাখেন।

মু'মিনের ওয়াকীল হালো আল্লাহ। এর অর্থ হলো একথা সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর তরফ হতে যা কিছু ঘটে তা একমাত্র কল্যাণের জন্যেই

www.icsbook.info

ঘটে। যেহেতু .তার প্রতিটি কাজের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে। তাই তিনি যে অবস্থায় রাখেন মু'মিন তাতেই সন্তুষ্ট। মু'মিন নিজে কাজের জন্যে প্রচেষ্ট চালায়। অতঃপর কাজের ফলাফলের ভার আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়। সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! তোমার এ দুর্বল বান্দা এ কাজ করার পেছনে সকল প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আমি তো দুর্বল এবং তুমি মহা পরাক্রমশালী। অতএব এ কাজে যে ত্রুটি ঘাটতি রয়েছে তা তুমি পূরণ করে দাও।

প্রচেষ্টা এবং তাওয়াক্কুল

(٣٥٨) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْقِلُهَا وَاَتَوَكَّلُ اَوْ اُطْلِقُهَا وَاَتَوَكَّلُ ؟ قَالَ اَعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ - ترمیذی -

শব্দের অর্থ ঃ اَعْقِلُهَا 'আ'কিলুহা'– তাকে বাঁধবো। اَتَوَكَّلُ 'আতাওয়াক্কালু' –তাওয়াক্কুল ভরসা । اُطْلِقُهَا 'আতলাকুহা'– তাকে ছেড়ে দিবো।

৩৫৮। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার উট বাঁধবো এরপর কি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবো ? না তাকে ছেড়ে দেবো এরপর তাওয়াক্কুল করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রথমে উটকে বাঁধো এরপর তাওয়াক্কুল করো।–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ কোন বস্তু লাভের জন্যে যে প্রচেষ্টা হওয়া দরকার তা যথাযথভাবে করতে হবে। অতঃপর আল্লাহর নিকট এ মর্মে দোয়া করতে হবে যে, আমি আমার ক্ষমতা অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এখন তুমি আমাকে সাহায্য করো। এটাই হলো তাওয়াক্কুল।

www.icsbook.info

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলই হলো প্রশান্তির উপায় ঃ

(٣٥٩) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اِنَّ قَلْبَ ابْنِ اٰدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةٌ - فَمَنْ اَتْبَعَ قَلْبَهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ بِاَيِّ وَادٍ اَهْلَكَهُ - وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ كَفَاهُ الشُّعَبَ - - اِبْنُ مَاجَةَ

শব্দের অর্থ ঃ وَادٍ 'ওয়াদিন'–প্রান্তর, মাঠ। شُعْبَةٌ 'শু'বাতুন'–উদভ্রান্তভাবে বিচরণ করা। اَهْلَكَهُ 'আহলাকাহু'-তাকে ধ্বংস করা হলো। تَوَكَّلَ 'তাওয়াক্কালা –ভরসা করলো। كَفَاهُ 'কাফাহু'-তার জন্য যথেষ্ট।

৩৫৯। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের অন্তর প্রত্যেক প্রান্তরে উদভ্রান্তভাবে বিচরণ করতে থাকে। যে ব্যক্তি স্বীয় অন্তরকে উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণ করার জন্যে ছেড়ে দেয় সে কোন প্রান্তরে ধ্বংস হয়ে গেলো আল্লাহ তাঁর জন্যে কোন পরোয়া করবেন না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে আল্লাহ তাকে সকল প্রান্তরের বিভ্রান্তি ও ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করবে।-ইবনে মাজা

ব্যাখ্যা ঃ যদি মানুষ আল্লাহকে স্বীয় ওয়াকিল এবং অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ না করে তাহলে তার অন্তর সর্বদা পেরেশান ও অস্থির থাকবে। মনে মনে নানা প্রকার রঙ্গীন স্বপ্ন কল্পনা করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের মনকে আল্লাহর দিকে রুজু রাখবে তার মনে সর্বদা প্রশান্তি বিরাজ করবে।

তাওবা এবং ইসতেগফার

তাওবার উপর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ঃ

(٣٦٠) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَقَدْ اَضَلَّهُ فِيْ اَرْضِ فَلَاةٍ - بخاري، مسلم

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ اَفْرَحُ 'আফরাহা'–খুশি হয়। سَقَطَ 'সাকাতা'–তা পেয়ে গেলে। بَعِيْرٌ 'বায়ী'রুন'–উট। اَضَلَّهُ 'আদাল্লাহু'– হারিয়ে। فَلاَةٍ 'ফালাতিন' –ময়দানে, প্রান্তরে।

৩৬০। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা গুনাহ করার পর তাওবা করলে আল্লাহ সে ব্যক্তির উপর ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশি হন, যে ব্যক্তি নিজের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উট কোন ময়দানে হারিয়ে যাবার পর হঠাৎ তা পেয়ে গেলে যে খুশী হয়।- বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ঐ ব্যক্তি উট প্রাপ্তির পর কত যে খুশী হবে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। ঠিক এভাবে বান্দা তাওবা করলে আল্লাহ খুশি হন। বরং আল্লাহর খুশী বান্দার খুশীর মোকাবিলায় আরো অধিক হয়ে থাকে। কেনোনা তিনি হলেন দয়া ও করুণার মূল উৎস।

(٣٦١) عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِىْءُ النَّهَارِ - وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِىْءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يَبْسُطُ 'ইয়াবসুতু'–প্রসারিত করেন। لِيَتُوْبَ 'লিইয়াতূবা' –যেন তাওবা করে। مُسِىْءُ 'মুসিয়্যু'–নাফরমান। تَطْلُعَ 'তাতলুআ'–উদিত হবে। مِنْ مَغْرِبِهَا 'মিন মাগরিবিহা'–তার পশ্চিম দিগন্ত হতে।

৩৬১। আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ রাতের বেলা তার হাত প্রসারিত করে রাখেন। যাতে দ্বীনের বেলায় যে নাফরমানী করেছে সে যেনো রাতের বেলায় তাঁর কাজে ফিরে আসতে পারে। এমনিভাবে আল্লাহ দিনের বেলায় তার হাত প্রসারিত করে দেন যেনো রাতে যদি কোন ব্যক্তি পাপ কাজ করে ফেলে সে যেনো দিনে তাঁর নিকট ফিরে আসতে পারে। আর এ অবস্থা পশ্চিমাকাশে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) বিরাজ করবে।-মুসলিম

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ হাত প্রসারিত করার অর্থ হলো। তিনি তাঁর গুনাহগার বান্দাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি আমার দিকে ফিরে এসো। আমার রহমত তোমাকে আলিঙ্গন করার জন্যে প্রস্তুত আছে। তুমি যদি সাময়িকভাবে কুপ্রবৃত্তির নিকট পরাজিত হয়ে রাতের অন্ধকারে কোন পাপ কাজ করে ফেলো। তাহলে দিন শুরু হবার পূর্বেই ক্ষমা প্রার্থনা করো। যদি বিলম্ব করো তাহলে শয়তান তোমাকে আমার রহমত হতে আরো দূরে সরিয়ে নেবে। আল্লাহর রহমত হতে দূরে সরে যাওয়া ধ্বংসেরই নামান্তর।

তওবার সময়সীম

(٣٦٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ يَقْبَلُ 'ইয়াকবালু'- কবুল করবেন। يُغَرْغِرْ 'ইউগারগির' -মৃত্যুকালীন কষ্ট-সাকরাতুল মাউত। مَالَمْ يُغَرْغِرْ 'মা-লাম ইউগরগির' -গরগর শব্দ না করা পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।

৩৬২। আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবা মৃত্যুকালীন কষ্ট শুরু হয়ার পূর্ব পর্যন্ত কবুল করে থাকেন। -তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি সারাটি জীবন গুনাহ ও পাপের মধ্যে অতিবাহিত করে। কিন্তু মৃত্যুকালীন মুমুর্ষূতার পূর্বেই যদি সে সঠিকভাবে তওবা করে নেয় তাহলে তার গুনাহরাশি মাফ হয়ে যাবে। অবশ্য যদি মৃত্যু যন্ত্রণা (সাকারাতুল মউত) শুরু হবার পর তওবা করে তাহলে গুনাহ মাফ হবে না। অতএব মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাবার পূর্বেই তওবা করা একান্ত জরুরী।

ইসতেগফারের সীমা ঃ

(٣٦٣) عَنِ الْاَغَرِّبْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّىْ اَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ - مسلم

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ تُوْبُوْا 'তূবূ'–তোমরা তাওবাহ করো। اسْتَغْفِرُوْهُ 'ইসতাগফিরূহু' – তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। فَاِنِّىْ 'ফাইন্নী'–কারণ আমি। اَتُوْبُ 'আতূবু'–আমি তাওবাহ করি। مِائَةَ مَرَّةٍ 'মিআতা মাররাতিন'–একশ' বার।

৩৬৩। আগার ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মানব মণ্ডলী! তোমরা আল্লাহর নিকট তোমাদের গুনাহের জন্যে তাওবা করো এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমার প্রতি লক্ষ করো। আমি প্রত্যহ শতবার করে আল্লাহর নিকট তাওবা করে থাকি। -মুসলিম

কেবল আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো ঃ

(٣٦٤) عَنْ اَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى - اَنَّهُ قَالَ يَاعِبَادِىْ اِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا يَاعِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَلٌّ اِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِى اَهْدِكُمْ يَاعِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلاَّ مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ اُطْعِمْكُمْ يَاعِبَادِيْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِى اَكْسُكُمْ - يَا عِبَادِىْ اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ اَغْفِرْلَكُمْ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ حَرَّمْتُ 'হাররামতু'– হারাম করেছি। نَفْسِىْ 'নাফসী'–আমার জীবন। جَعَلْتُهُ 'জাআলতুহু'–আমি করেছি। مُحَرَّمًا 'মুহাররামান'–হারাম করা হয়েছে। لاَتَظَالَمُوْا 'লা-তাযলামূ'–তোমরা পরস্পর যুলুম করো না। كُلُّكُمْ 'কুল্লুকুম'–তোমাদের প্রত্যেকেই। ضَالٌّ 'দ্বাল্লুন'–পথভ্রষ্ট, পথহারা। مَنْ هَدَيْتُه 'মান হাদাইতুহু' –আমি যাকে হেদায়াত করেছি। فَاسْتَهْدُوْنِىْ 'ফাসতাহদূনী' –তাই তোমরা হেদায়াত কামনা করো। جَائِعٌ 'জায়িউ'ন'–

www.icsbook.info

ভুখা। فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ 'ফাসতাতইমূনী'–তাই তোমরা আমার কাছে খাবার চাও। عَارٍ 'আরিন'–উলঙ্গ। كَسَوْتُهُ 'কাসাওতুহু'–আমি তাকে পরিধান করিয়েছি। فَاسْتَكْسُوْنِىْ 'ফাসতাকসুওনী'– তাই তোমরা আমার কাছে কাপড় চাও। اَكْسُكُمْ 'আকসুকুম'–আমি তোমাদের কাপড় দান করবো। تُخْطِئُوْنَ 'তাখতাউনা'– তোমরা গুনাহ করে থাকো। فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ 'ফাসতাগফিরূনী' – তাই আমার কাছে ক্ষমা চাও। اَغْفِرْ 'আগফিরু'–আমি ক্ষমা করবো।

৩৬৪। আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের লক্ষ করে বলেন, আমি যুলুমকে আমার উপর হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মাঝেও যুলুম করাকে হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের যাকে আমি হেদায়াত প্রদান করেছি সে ছাড়া তোমাদের সকলেই পথভ্রষ্ট। অতএব তোমরা আমার নিকট হেদায়াত প্রাপ্তির জন্যে দোয়া করো। আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করবো। হে আমার বান্দাগণ! যাকে আমি খাদ্য দান করেছি, সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত। অতএব তোমরা আমার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করো আমি তোমাদেরকে খাদ্য দান করবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে যাকে আমি বস্ত্র পরিধান করিয়েছি সে ছাড়া আর সকলেই উলঙ্গ। অতএব তোমরা আমার নিকট বস্ত্র পরিধানের জন্য দোয়া করো। আমি তোমাদেরে পরিধান করাবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতে ও দিনে গুনাহ করে থাকো। আমি সকল গুনাহ ক্ষমা করতে পারি। অতএব তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো।-মুসলিম

সৃষ্টির প্রতি প্রেম

সর্বোত্তম আমল ঃ

(٣٦٥) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِهِ - قَالَ : قُلْتُ فَاَىُّ

www.icsbook.info

الرِّقَابِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اغلاَهَا ثَمَنًا وَّاَنْفُسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا - قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَفْعَلْ ؟ قَالَ تُعِيْنُ صَانِعًا اَوْتَصْنَعُ لاَخْرَقَ - قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَفْعَلْ ؟ قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلٰى نَفْسِكَ -

- بخاری، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ سَأَلْتُ 'সাআলতু'–আমি জিজ্ঞেস করলাম। اَىُّ 'আইয়্যু' –কোন। اَفْضَلُ 'আফযালু'–সর্বোত্তম। اَلرِّقَابُ 'আররিকাবু'–গোলাম। اَغْلاَ 'আগলা' – ভারি, বেশি। اَنْفُسُ 'আনফুসু'–উত্তম। تُعِيْنُ 'তুঈনু'–তুমি সাহায্য করবে। لاَخْرَقَ 'লিআখরাকা'–কাজ সম্পন্ন করতে অসমর্থকে। تَدَعُ 'তাদা'উ'–তুমি বারণ করে রাখবে।

৩৬৫। আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন আমল সর্বোত্তম ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা সর্বোত্তম আমল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন প্রকারের দাস আযাদ করা অধিক উত্তম। তিনি বলেন, যে দাসের মূল্য অধিক এবং মালিকের দৃষ্টিতে উত্তম। আমি বললাম যদি এ কাজ করতে না পারি তা হলে কি করবো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি কোন কাজ সম্পাদনকারীকে সাহায্য করবে অথবা সে ব্যক্তির কাজ করে দেবে যে নিজের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারছে না। আমি আরজ করলাম, যদি আমি এ কাজটিও করতে না পারি ? তিনি বললেন, মানুষের অনিষ্ট হতে বিরত থাকবে। কেনোনা তা হবে তোমার জন্য সদকা স্বরূপ যার প্রতিদান তুমি লাভ করবে। -বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ হলো। তাওহীদ তথা দ্বীন ইসলাম কবুল করা। জিহাদের অর্থ হলো যারা আল্লাহর দেয়া ইসলাম মিটিয়ে ফেলার জন্যে প্রস্তুত হবে তাদের মুকাবিলা করা। যদি তারা দ্বীন ইসলাম এবং দ্বীনের অনুসারীদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করে সে ক্ষেত্রে মু'মিনের জন্যেও অস্ত্রধারণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন ঘোষণা

www.icsbook.info

করবে এ দ্বীন আমাদের নিকট আমাদের জীবন হতে অধিক প্রিয়। তোমরা যদি এ দ্বীনকে ধ্বংস করার জন্যে অগ্রসর হও, তাহলে আমরাও তোমাদেরকে হত্যা করবো। আর না হয় আমরা দ্বীনের পথে জীবনদান দেবো।

আরব দেশে সে যুগে দাস প্রথার প্রচলন ছিলো। কেবল আরব দেশেই নয় বরং তৎকালীন বিশ্বে সকল সভ্য দেশেই এই অভিশপ্ত প্রথার প্রচলন ছিলো। ইসলামের আগমনের পর সে মানুষকে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করা এবং মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে দাস-দাসীদের মুক্তির ব্যাপারটা নিজ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এ কাজটিকে অত্যন্ত নেকের কাজ বলে ঘোষণা করে। সমাজের দুস্থ ও অভাবী লোকদের সাহায্য করা, কোন অপারগ লোকের কাজে অথবা সুচারুরূপে কাজ করতে পারে না এমন লোকের কাজে সাহায্য করা খুবই নেকের কাজ।

দাসমুক্ত করা ঃ

(٣٦٦) قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً اَعْتَقَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَعْتَقَ 'আ'তাকা'– মুক্ত করবে। رَقَبَةً مُسْلِمَةً 'রাকাবাতান মুসলিমাতান'–কোন মুসলিম দাসকে। عُضْوٌ 'উ'দওয়ুন–অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

৩৬৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম দাসকে মুক্ত করবে। আল্লাহ তার এক একটি অঙ্গের পরিবর্তে মুক্তকারীর এক একটি অঙ্গ জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করে দেবেন। -বুখারী, মুসলিম।

নেকের ধারণা ও মানদণ্ড ঃ

(٣٦٧) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَاِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَاَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي اِنَاءِ اَخِيْكَ ـ ترمذى

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ لَاتَحْقِرَنَّ 'লা-তাহকিরান্না'– নগণ্য মনে করো না। تَلْقَى 'তালকা'–তুমি মিলিত হবে। وَجْهٍ طَلْقٍ 'ওয়াজহিন তালাকিন'–হাসি মুখে। تُفْرِغَ 'তাফরাগা'–ঢালা। اِنَاءٌ 'ইনাউন'–বালতি, পাত্র।

৩৬৭। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কোন নেক কাজকেই নগণ্য মনে করো না। তোমার কোন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে মিলিত হওয়াও একটি নেকের কাজ। এমনিভাবে নিজ বালতির পানি অপরের পাত্রে ঢেলে দেওয়াও নেকের কাজ।-তিরমিযী।

(٣٦٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَ تُعِيْنُ الرَّجُلَ فِيْ دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ - وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا اِلَى الصَّلٰوةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ -

- بخارى

শব্দের অর্থ ঃ تَعْدِلُ 'তা'দিলু'– ন্যায় বিচার করবে। تُعِيْنُ 'তুঈনু'–সাহায্য করবে। تَرْفَعُ 'তারফাউ''– উঠিয়ে দিবে। مَتَاعَهُ 'মাতাআহু'–মাল, বোঝা। اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ 'আলকালিমাতুত্ তাইয়্যিবাতু'–উত্তম কথা। خُطْوَةٌ 'খুতওয়াতুন' –কদম। تَمْشِيْهَا 'তামশীহা'– যে পথ চলে। تُمِيْطُ 'তুমীতু' –তুমি সরিয়ে দিয়েছো। اَذٰى 'আযা'–কষ্টদায়ক বস্তু।

৩৬৮। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দু'ব্যক্তির মাঝে সন্ধি ও সমঝোতা সৃষ্টি করে দাও। এটাও একটি নেকীর কাজ। কাউকে আরোহণের ব্যাপারে সাহায্য করা। এভাবে তাকে তোমার সওয়ারীর উপর উঠিয়ে নেয়া অথবা তার বোঝা তার সওয়ারীর উপর উঠিয়ে দেয়া এটাও সদকা বা নেকীর কাজ। এমনিভাবে ভালো কথা বলাও নেকীর কাজ। নামায আদায়ের

www.icsbook.info

উদ্দেশ্যে পথ চলার জন্যে তোমার যে প্রতিটি কদম উঠে তাও সদকা বা নেক কাজ। পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু যেমন কাঁটা ও পাথর সরিয়ে দেয়াও নেকের কাজ। -বুখারী।

ব্যাখ্যা ঃ অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, তোমার মর্যাদা প্রতিপত্তি দ্বারা কারো উপকার সাধন করাও নেকীর কাজ। এক ব্যক্তি তার বক্তব্যকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারছে না। অথচ তোমাকে সুন্দরভাবে বক্তব্য পেশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এ অবস্থায় তোমার ভাইয়ের বক্তব্য পেশ করার ব্যাপারে সাহায্য করাও নেকীর কাজ। তোমাকে শক্তি প্রদান করা হয়েছে। এ শক্তি দিয়ে তুমি কোন দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তির সাহায্য করো। এটাও নেকের কাজ। তোমাকে জ্ঞান ও বিদ্যা দান করা হয়েছে। এ অবস্থায় অপরকে সঠিক জ্ঞান দান করা নেকীর কাজ।

(٣٦٩) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ - قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ - قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفِ؟ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ يَاْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ اَوِ الْخَيْرِ - قَالَ رَاَيْتَ اِنْ لَّمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ - مسلم -

শব্দের অর্থ ঃ اَرَاَيْتَ 'আরাআইতা'–তুমি কি দেখেছো ? لَمْ يَجِدْ 'লাম ইয়াজিদ'–না পায়। يَعْمَلُ 'ইয়া'মালু'–সে কাজ করবে। يَنْفَعُ 'ইয়ানফাউ' –উপকার করবে। يَتَصَدَّقُ 'ইয়াতাসাদ্দাকু'–সদকা করবে। لَمْ يَسْتَطِعْ 'লাম ইয়াসতাতি'–সমর্থ না হয়। اَلْمَلْهُوْفُ 'আলমালহূফু' –বিপন্ন ব্যক্তি। يُمْسِكُ 'ইউমসিকু' –বিরত থাকবে। اَلشَّرُّ 'আশ্‌শাররু'–অনিষ্ট।

৩৬৯। আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সদকা প্রদান করা প্রত্যেক মুসলমানের

www.icsbook.info

জন্যে অপরিহার্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি কারো নিকট ধন-সম্পদ না থাকে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, সে নিজ হাতে উপার্জন করবে। তা হতে নিজে খাবে এবং গরীবকে দান করবে। আমি বললাম, যদি সে উপার্জনে অক্ষম হয় ? তিনি বললেন, কোন অসহায় ও বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করবে। আমি বললাম, যদি এতেও সে সমর্থ না হয় ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সৎ ও নেক কাজে লোককে উৎসাহিত করবে। আমি পুনরায় আরজ করলাম, যদি এ কাজও সে করতে না পারে ? তিনি জবাবে বললেন, তাহলে সে মানুষের অনিষ্ট হতে বিরত থাকবে। কেনোনা এটাও নেকীর কাজ।-মুসলিম।

(٣٧٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ -

- بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ حَاجَةِ اَخِيْهِ 'হাজাতি আখীহি'–তার ভাইয়ের প্রয়োজনে।
فِيْ حَاجَتِهِ 'ফী হাজাতিহী–তার প্রয়োজনে।

৩৭০। "আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনের সময় সাহায্য করবে আল্লাহ তার প্রয়োজনের সময় সাহায্য করবেন।- বুখারী, মুসলিম।

ব্যাখ্যা ঃ অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে। আল্লাহ তাঁর কিছু বান্দাকে মানুষের সাহায্য ও উপকার সাধনের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ নিজ প্রয়োজনের কথা তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া মাত্র তারা তা পূরণ করে দেন। এ সকল লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি হতে নিরাপদ থাকবে।

www.icsbook.info

বিশুদ্ধ আমল

শিরক না করা ঃ

(٣٧١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً اَشْرَكَ فِيهِ مَعِىْ غَيْرِىْ فَاَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ هُوَ لِلَّذِيْ عَمِلَ لَهُ ـ مسلم ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَغْنٰى 'আগনা'–অধিক মুক্ত। اَلشُّرَكَاءُ 'আশশুরাকাউ'–শরীকদের। اَشْرَكَ 'অশরাকা–শরীক করেছে। بَرِىٌّ 'বারিয়্যুন' –মুক্ত।

৬৭১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, আমি অন্যান্য শরীকদের মুকাবিলায় শিরক হতে অধিক মুক্ত। অর্থাৎ শিরক-এর মুখাপেক্ষী নই। কোন ব্যক্তি তার কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করলে তার কাজের সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। আমি তার কাজ হতে মুক্ত। উক্ত আমল বা কাজ কেবল তার জন্যেই হবে। যাকে সে আমার সাথে শরীক করলো। -মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ যে সকল দ্বীনি ভাইদের নেক আমল করার তওফীক হয়েছে, বিশেষ করে যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত। তাদেরকে এ হাদীস সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করতে হবে। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নেকের যে কোন কাজ তা ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত হোক বা ব্যবহারিক জীবনের সাথে। সেটা নামায হোক কিংবা আল্লাহর বান্দাদের সেবামূলক কাজ হোক। যদি সে কাজ দ্বারা নাম ও প্রতিপত্তি লাভ, কিংবা কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষের ধন্যবাদ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আল্লাহর নিকট এ ব্যক্তির আমলের কোন মূল্য নেই। আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং মানুষের ধন্যবাদ লাভ দুটেই। উদ্দেশ্য হয় তাহলে সে আমল বিফল বলে গণ্য হবে। যদি শুরুতে আল্লাহর সন্তুষ্টি তাকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করে থাকে, পরবর্তীতে অপরের সন্তুষ্টি অর্জন উক্ত স্থান দখল করে নেয় তাহলে এ আমলও বিফলে যাবে। কাজেই এসব ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। শয়তান প্রবেশের জন্যে

www.icsbook.info

হাজার দুয়ার খোলা আছে। এরূপ অদৃশ্য শত্রুর হাত হতে বাঁচার একটি পথই আছে। তাহালো আল্লাহর নিকট আত্মসর্মপণ করা। তাঁর নিকট নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করা। কেনোনা আল্লাহ সাহায্য না করলে দুর্বল মানুষ শয়তানের আক্রমণ হতে কোনভাবেই রক্ষা পেতে পারে না।

সংশোধন ও প্রশিক্ষণের উপাদানসমূহ

আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের বিবরণ ঃ

(٣٧٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُـوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ اِسْمًا مِائَةٌ اِلاَّ وَاحِدًا ـ مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ بخارى

শব্দের অর্থ ঃ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ 'তিসআতুওঁ ওয়া তিস্‌উ'না'–নিরানব্বই। مَنْ اَحْصَاهَا 'মান আহ্‌সাহা'– যে তা মনে রেখেছে। دَخَلَ الْجَنَّةَ 'দাখালাল্ জান্নাতা' –সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৩৭২। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর একশত হতে এক কম— নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মনে রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-বুখারী।

ব্যাখ্যা ঃ মনে রাখার অর্থ হলো নামগুলোর অর্থ ও তাৎপর্য ভাল করে জানা। বাস্তব জীবনে এগুলোর চাহিদা ও দাবীসমূহ পূরণ করা। অন্যভাবে এটা বলা যায় যে, আল্লাহর গুণাবলী দ্বারা নিজেকে রঞ্জিত করে বাস্তব জীবনে তার চাহিদা ও দাবী অনুযায়ী আমল করাই হলো 'মনে রাখার' প্রকৃত অর্থ।

এ হাদীসে আল্লাহর সবগুলো গুণবাচক নামের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি। এগুলো জানা এবং এগুলোর তাৎপর্য এবং চাহিদা হৃদয়ঙ্গম করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।

www.icsbook.info

কারণ পবিত্র কুরআনের মধ্যেই আল্লাহ তাঁর যাবতীয় গুণবাচক নাম, এদের চাহিদা ও এগুলো থেকে উপকৃত হবার প্রকৃত পন্থা বর্ণনা করে দিয়েছেন। তবে একথা সত্য যে, এগুলো থেকে ঐ ব্যক্তিই পূর্ণ মাত্রায় উপকৃত হতে পারবে। যে ব্যক্তি কুরআন অর্থসহ বুঝে শুনে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বিভিন্ন হাদীসে চাহিদাসহ এ নামগুলো বর্ণনা করেছেন। পবিত্র হাদীস ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমেই এটা বুঝা যাবে। আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোকে কিভাবে স্মরণ ও আত্মস্থ করা যায়। আমরা এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে এমন কয়েকটি জরুরী গুণবাচক নামের আলোচনা করলাম, যেগুলো বার বার পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। মু'মিনগণের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও এগুলো অত্যন্ত জরুরী ও ফলপ্রদ।

১। اَللّٰهُ (আল্লাহ) হলো সেই মহান সত্ত্বার মূল নাম যিনি সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা। একমাত্র স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কারো জন্যে কখনো এ নামটি ব্যবহৃত হয়নি। যে ধাতু হতে এ শব্দটি বের হয়েছে তার দু'টো অর্থ আছে। প্রথমটি হলো প্রেমের আকর্ষণে কারো প্রতি ঝোঁকে যাওয়া, অগ্রসর হওয়া। দ্বিতীয়টি, হলো, বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবার আশায় কারো কাছে দৌড়ে আসা ও তার নিকট আত্মসমর্পণ করা। সুতরাং আল্লাহ আমাদের ইলাহ। অতএব এর দাবী হলো, তাঁর প্রেমেই আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ থাকবে। আমাদের অন্তরে তার আকর্ষণ ব্যতীত আর কারো প্রতি কোন আকর্ষণ থাকবে না। আমাদের দেহ ও প্রাণের যাবতীয় শক্তি ও যোগ্যতা তারই জন্যে নিবেদিত। তারই আনুগত্য ও দাসত্ব করবে এবং একমাত্র তারই সামনে মাথা নত করবে। তারই উদ্দেশ্যে মানত ও কুরবানী পেশ করবে। তার উপরই সব অবস্থায় নির্ভর করবে। তাঁর কাছেই নিজেকে পূর্ণমাত্রায় উৎসর্গ করে দেবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট বিপদাপদ থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য চাইবে না। উপরোল্লিখিত সবগুলো বিষয়ই আল্লাহর 'ইলাহ' হবার প্রকাশ্য ও জাজ্জ্বল্যমান দাবী।

www.icsbook.info

২। اَلرَّبُّ (আর্-রব) এ শব্দটি যে মূল শব্দ হতে নির্গত হয়েছে তার অর্থ হলো লালন পালন করা। দেখাশুনা করা। রক্ষণাবেক্ষণ করা। সকল সংকট থেকে রক্ষা করে উন্নতির যাবতীয় উপায়-উপাদান সরবরাহ করা। উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়া। আল্লাহর রুবুবিয়াতের বিষয়টি একটি অত্যন্ত প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট বিষয়। মাতৃগর্ভের গভীর অন্ধকারে খাদ্য ও আলো বাতাস সরবরাহ করে কে? দুনিয়ায় আগমনের পূর্বেই সন্তানের জন্যে মায়ের বুকে খাদ্যের সংস্থান করে রাখে কে? কে সে সত্ত্বা যে পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের অন্তরে সন্তানের জন্যে স্নেহ মমতা লুকিয়ে রাখে? এরূপ করা না হলে সন্তান যখন কেবলমাত্র একটি মাংসপিণ্ডের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হয় তখন কে তাকে কোলে তুলে নিতো? কে তার অভাব পূরণ করতো? ধীরে ধীরে কে তার দৈহিক ও মানসিক শক্তির শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতো? এ দুর্বার যৌবন, এ নিটোল স্বাস্থ্য ও সবলতা কার দান? এ আসমান জমীনের বিচিত্র কারখানা কিভাবে ও কার জন্যে সতত চলমান? এসব কি তার রুবুবিয়াতের অকাট্য দলীল নয়? তিনি ব্যতীত এমন অন্য কোন সত্ত্বা কে আছে যে তাঁর এ রুবুবিয়াতের অংশীদার হতে পারে?

যদি একমাত্র তিনিই আমাদের মুরুব্বী ও মহা উপকারী বন্ধু হয়ে থাকেন। তাহলে এর সুস্পষ্ট দাবী হলো আমাদের জিহ্বা, হাত, পা, দেহ ও প্রাণের যাবতীয় শক্তি সামর্থ একমাত্রা তার জন্যে নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত হবে। তিনি শুধু সৃষ্টির জন্যে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থাই করেননি বরং তাঁর রুবুবিয়াতের অনুপম নিদর্শন হিসাবে আমাদের সামগ্রিক জীবনযাত্রাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন এ লক্ষে আমাদের আত্মার উপযুক্ত খোরাক দানের জন্যে তিনি কিতাবও পাঠিয়েছেন। আর এটাই হলো মানব জাতির প্রতি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ইহসান। এ কিতাবের মর্যাদা রক্ষা করে এটাকে আত্মা ও প্রাণের খোরাক বানিয়ে নিতে হবে। নিজের জীবনে একে বাস্তবায়িত করে একজন অনুগত ও কৃতজ্ঞ বান্দাহ্র ন্যায় বিশ্বব্যাপী এর প্রচার ও চর্চা করার জন্যে জীবনপণ করতে হবে। যেসব লোক এ কিতাবের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন থেকে এখনো বঞ্চিত তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এসব কিছুই আল্লাহর এ মহান দান ইহসানের দাবী।

www.icsbook.info

৩। اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (আর রাহমানু আর রাহীম) এ দু'টো শব্দ রহমত শব্দ থেকে বের হয়েছে। প্রথম শব্দটির মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ও আধিক্যবোধক অর্থ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শব্দটির মধ্যে ধারাবাহিকতা ও নিত্যতার অর্থ পাওয়া যায়। তিনিই রাহমান (করুণাময়) যাঁর করুণার মধ্যে তীব্র আবেগ পরিলক্ষিত হয়। বায়ু, পানি ও অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা আল্লাহর এ বিশেষণটিরই কাজ। আর এ বিশেষণটির ফলশ্রুতিতেই তিনি মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে তার সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত ও ইহ্সান হিসাবে আল কুরআন পাঠিয়েছেন।

اَلرَّحْمٰنُ - عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ -

"করুণাময় তিনি কুরআন শিখিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে কথা বলার শক্তি দান করেছেন।"

اَلرَّحِيْمُ (আর্-রাহীমু) শব্দের অর্থ হলো, যার করুণার ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হয় না। যার করুণা অত্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ও চিরন্তন। এ গুণগুলোকে মেনে নেবার পর রহমানের পছন্দানুযায়ী রীতি মুতাবিক জীবন যাপন করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এরূপভাবে জীবন যাপন করলেই আরো অধিক রহমাতের দাবীদার ও অধিকারী হতে পারবে। নিজের জীবনকে এমন ভিত্তির উপর রচনা করবে না যে ভিত্তি রহমানের অপছন্দ। অন্যথায় তিনি তার কৃপা দৃষ্টি তোমার উপর থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেবেন। সুতরাং যে সমস্ত লোক ইকামাতে দ্বীনের সংগ্রামে লিপ্ত, তাদের বাঁধা বিপত্তি, বিপদাপদ ও চরম নির্যাতনের মধ্যেও মনে রাখতে হবে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ যখন করুণাময় তখন তিনি তাঁর অপার করুণা হতে তাদেরকে অবশ্যই বঞ্চিত করবেন না।

৪। اَلْقَائِمُ بِالْقِسْطِ (আল্-কায়েমু বিল্‌কিসতি)। অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায় বিচারক। সুতরাং তিনি যখন ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক তখন তাঁর নিকট বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, অপরাধী ও নিরপরাধী এক হতে পারে না। উভয়ের সঙ্গে তিনি দুনিয়া এবং আখেরাতের কোন স্থানেই একই রকম ব্যবহার করতে পারেন না।

www.icsbook.info

৫। الْعَزِيْزُ (আল্‌-আযীযু)। ক্ষমতাধর, প্রতাপশালী। প্রত্যেকেই যার ক্ষমতাধীন। কেউ যার ক্ষমতাকে কখনো চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। তিনি যদি তাঁর অনুগত বান্দাগণকে বিজয়ী করে তার হাতে সকল ক্ষমতা দিতে চান, তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তি তাঁর এ সিদ্ধান্তকে বানচাল করতে পারবে না। অপর পক্ষে তিনি যদি তার কোন গোলামকে শাস্তি দিতে চান তাহলে সে কোথাও পালিয়ে থাকতে পারবে না। তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কেউ কোন প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারবে না।

৬। الرَّقِيْبُ (আর্‌-রাকীবু)। তত্ত্বাবধায়ক, পর্যবেক্ষক ও দেখাশুনাকারী। যখন তিনি সকলের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ করেন তখন সে অনুযায়ীই তিনি তাদের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি বিধান করবেন।

৭। الْعَلِيْمُ (আল্‌-আলীমু) সর্বজ্ঞ। এ বিশ্ব চরাচরের কে কোথায় আছে? কি করেছ? কি তার প্রয়োজন? তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের মধ্যে কে কোথায় কোন কঠিন অবস্থা ও বিপদের সম্মুখীন? সবই তার নখদর্পণে। সবই তাঁর জানা। এ কারণেই তিনি অপাত্রে দান ও ভুল সিদ্ধান্ত করা থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি পুরস্কার অথবা শাস্তির যোগ্য তিনি তাকেই তা দিয়ে থাকেন। তার রহমত ও সাহায্য পাবার কোন যোগ্য ও অধিকারী যেমন কখনো রহমত ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হন না। তেমনি তাঁর ক্রোধ ও শাস্তির অধিকারী ব্যক্তিও কখনো সফলতার মুখ দেখতে পারবে না।

এখানে আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে এমন কতগুলো পূর্ণ গুণবাচক নামের বিবরণ দেয়া হলো যাদের মধ্যে অন্যান্য গুণবাচক নামের বৈশিষ্ট্যও প্রায় এসে গেছে। এ পুস্তকে এর বেশী উল্লেখ করার অবকাশ নেই। তবে একথা আমি আবারো বলতে চাই। আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য জানতে হলে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করা জরুরী। আরবী ভাষা যারা জানেন এবং যারা জানেন না উভয় শ্রেণীকে এটা চিন্তা করে দেখতে হবে যে, আল্লাহ আল-কুরআনের আয়াতসমূহের শেষাংশে কেন তার গুণবাচক নামসমূহ সংযোজন করেছেন এবং এগুলোর মধ্যে মানুষের জন্যে কি হেদায়াত নিহিত রয়েছে।

www.icsbook.info

দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও আখেরাতের চিন্তা

সজাগ মন ও মৃত্যুর প্রস্তুতি ঃ

(٣٧٣) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ" فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ النُّوْرَ اِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَحَ - فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لِتِلْكَ مِنْ عَلَمٍ يُّعْرَفُ بِهٖ؟ قَالَ نَعَمْ - اَلتَّجَافِيْ عَنْ دَارِ الْغُرُوْرِ وَالْاِنَابَةُ اِلٰى دَارِ الْخُلُوْدِ وَالْاِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِهٖ - مشكواة -

শব্দের অর্থ ঃ تَلَا 'তালা'–তিনি তেলওয়াত করলেন। اِنْفَسَحَ 'ইনফাসাহা'–খুলে দেন। عَلَمٌ 'আলামুন'–লক্ষণ। يُعْرَفُ 'ইউ'রাফু'–চিনা যায়। اَلتَّجَافِيْ 'আততাজাফি'–বিরাগ। دَارُ الْغُرُوْرِ 'দারু গুরূরি'–দুনিয়ায়। دَارُ الْخُلُوْدِ 'দারুল খুলূদি'–চিরস্থায়ী আবাস স্থল, পরকাল। اَلْاِنَابَةُ 'আল-ইনাবাতু'–অনুরাগ। اَلْاِسْتِعْدَادُ 'আল ইসতি'দাদু'–প্রস্তুতি নেয়া।

৩৭৩। আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

"فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ" - انعام ايت ١٥٢

"যাকে আল্লাহ্ হেদায়েত দানের ইচ্ছা করেন আল্লাহ্ তার অন্তর ইসলামের জন্যে খুলে দেন।" -আনয়াম ঃ ১৫২.

এ আয়াত পাঠের পর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই নূর যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন অন্তর খুলে যায়। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এর কি কোন অনুভবনীয় লক্ষণ আছে ? যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারবো যে অন্তর প্রশস্ত হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ,

www.icsbook.info

তার অনুভব যোগ্য পরিচয় হলো, অন্তরে দুনিয়ার প্রতি বিরাগ এবং চিরস্থায়ী আবাসস্থলের জন্যে অনুরাগ। মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি নিতে থাকবে। -মেশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যার অন্তরে ইসলামের প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে তার মনে এ নশ্বর দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও অনীহা সৃষ্টি হতে থাকে। আখিরাতের প্রতি তার প্রবল অনুরাগ জন্মে। মৃত্যুর পরোয়ানা লাভের পূর্বেই সে আখিরাতের জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

বিপদের ঘন্টা ঃ

(٣٧٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَتَخَوَّفُ عَلٰى اُمَّتِي الْهَوٰى وَطُوْلُ الْاَمَلِ - فَاَمَّا الْهَوٰى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ - وَاَمَّا طُوْلُ الْاَمَلِ فَيُنْسِي الْاٰخِرَةَ هٰذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ - وَهٰذِهِ الْاٰخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ - وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُوْنَ - فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَّا تَكُوْنُوْا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوْا، فَاِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَاحِسَابَ وَغَدًا اَنْتُمْ فِي دَارِ الْاٰخِرَةِ وَلَا عَمَلَ - مشكواة جابر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ يَصُدُّ 'ইয়াসুদ্দু'–সরিয়ে দেবে। طُوْلُ الْاَمَلِ 'তাওলুল আমালি'–রঙ্গীন আশা। يُنْسِي 'ইয়ানসা'–ভুলিয়ে দিবে। مُرْتَحِلَةٌ 'মুরতাহিলাতুন' –বিদায় নিচ্ছে। ذَاهِبَةٌ 'যাহিবাতুন'–চলে যাচ্ছে। مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ 'মুরতাহিলাতুন কাদিমাতুন'–এগিয়ে এসেছে। بَنُوْنَ 'বানূনুন' –সন্তানাদি। اِسْتَطَعْتُمْ 'ইসতাতা'তুম'–যদি তোমরা চাও।

৩৭৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্যে যে জিনিসটির সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো প্রবৃত্তি পূজা ও পার্থিব উন্নতির রঙ্গিন আশা। প্রবৃত্তি পূজার ফলে তারা সত্যপথ থেকে অনেক দূরে সরে পড়বে। আশা-আকাংখার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আখেরাতের কথা ভুলে যাবে। সুতরাং একথা মনে রেখো। এ দুনিয়া বিদায় নিচ্ছে ও

www.icsbook.info

চলে যাচ্ছে। আখেরাত সামনে এগিয়ে আসছে। এদের উভয়েরই সন্তানাদি (অনুগামী) আছে। যদি তোমরা দুনিয়ার সন্তান (দুনিয়াদার, আত্মপূজারী) না হতে চাও তাহলে সৎকাজ করতে থাকো। কেনোনা আজ তোমরা কর্ম ক্ষেত্রে আছো। এখানে কোন হিসাব নেয়া হচ্ছে না। কিন্তু আগামীকাল তোমরা হিসেবের জগতে যাবে যেখানে কোন কাজের সুযোগ থাকবে না।
-মিশকাত

পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মহাসুযোগ হিসাবে ব্যবহার করবে ঃ

(٣٧٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَّهُوَ يَعِظُهُ - اِغْتَنِمْ خَمْسًا - شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ - وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ - وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ - مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ يَعِظُهُ 'ইয়ায়ি'যুহু– তাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন। اِغْتَنِمْ। 'ইগতানিম'–মূল্যবান মনে করো। شَبَابَكَ 'শাবাবাকা'–তোমার যৌবন কালকে। هَرَمِكَ 'হারামিকা'–তোমার বার্ধক্য। سُقْمِكَ 'সুকমিকা' –তোমার রগ্ন অবস্থা। غِنَاكَ 'গিনাকা'–তোমার সচ্ছলতাকে। فِرَاغَكَ 'ফিরাগাকা' –তোমার অবকাশ কালকে। حَيَاتَكَ 'হায়াতাকা'–তোমার জীবন কালকে।

৩৭৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটি বস্তুর পূর্বে মহামূল্যবান বলে মনে করবে ঃ (১) বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকালকে। (২) রুগ্ন হয়ে যাবার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে। (৩) দরিদ্র হয়ে যাবার পূর্বে তোমার সচ্ছলতাকে। (৪) ব্যস্ততা আসার পূর্বে তোমার অবকাশকে এবং (৫) মৃত্যু আসার পূর্বে তোমার জীবনকালকে। -মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ বার্ধক্য আসার পূর্বেই যথাসম্ভব বেশী করে সৎকাজ করে নাও। কেনোনা বৃদ্ধ বয়সে ইচ্ছা করলেও কর্মক্ষমতার অভাবে মনের

www.icsbook.info

মতো করে কোন সৎকাজ করা যায় না। তোমার দৈহিক সুস্থতার সময় পরকালীন প্রস্তুতি সেরে নাও। কেনোনা অসুস্থ হয়ে গেলে কোন ভাল কাজ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। সচ্ছলতা থাকা অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে পরকালের পুঁজি বানিয়ে নাও। কেনোনা সম্পদ কোন সময় কারো নিকট চিরস্থায়ীভাবে থাকে না। যদি হঠাৎ করে তোমার সম্পদ চলে যায় আর তুমি গরীব হয়ে পড়ো তাহলে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার আর কোন সুযোগই পাবে না। সর্বোপরি নিজের জীবনকালকে আল্লাহর কাজে লাগিয়ে রাখো। কেনোনা মৃত্যুর ছোবল সমস্ত কাজের সম্ভাবনাকে তিরোহিত করে দেবে।

মৃত্যুর কথা স্মরণ করো ঃ

(٢٧٦) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ. خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلٰوةٍ فَرَءَ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ - قَالَ اَمَا اِنَّكُمْ لَوْ اَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا اَرٰى - الْمَوْتِ فَاَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ - فَاِنَّهُ لَمْ يَاْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ اِلاَّ تَكَلَّمَ - فَيَقُوْلُ اَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَاَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَاَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَاَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ - وَاِذْ دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَّاَهْلاً - اَمَّا اِنْ كُنْتَ لاَحَبَّ مَنْ يَمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ اِلَىَّ فَاِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَىَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعِىْ بِكَ، قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهٖ وَيَفْتَحُ لَهُ بَابٌ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ اَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لاَمَرْحَبًا وَّلاَ اَهْلاً - اَمَا اِنْ كُنْتَ لاَبْغَضَ مَنْ يَمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ اِلَىَّ فَاِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَىَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعَتِىْ بِكَ - قَالَ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتّٰى تَخْتَلِفَ اَضْلاَعُهٗ - قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَصَابِعِهٖ فَاَدْخَلَ بَعْضَهَا فِىْ جَوْفِ بَعْضٍ - قَالَ وَيُقَيَّضُ لَهُ سَبْعُوْنَ تِنِّيْنًا لَوْ اَنَّ وَاحِدًا مِّنْهَا نَفَخَ فِىْ

www.icsbook.info

الْاَرْضِ- مَا اَنْبَتَتْ شَيْئًا مَّا بَقِيَتِ الدُّنْيَا فَيَنْهَسْنَهٗ وَيَخْدَشْنَهٗ حَتّٰى يُفْضِيْ بِهٖ اِلَى الْحِسَابِ- قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ-

- ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ كَاَنَّهُمْ 'কাআন্নাহুম'–যেনো তারা। يَكْتَشِرُوْنَ 'ইয়াকতাশিরূনা'–তারা খিল খিল করে হাসছে। هَاذِمِ اللَّذَّاتِ 'হাদিমিল্লাযযাত' –আহলাদ অবসানকারী। لَشَغَلَكُمْ 'লাশাগালাকুম' –অবশ্যই তোমাদের ফিরিয়ে রাখতো। عَمَّا اَرٰى 'আম্মা আরা'–আমি যা দেখছি। تَكَلَّمُ 'তুকাল্লিমু'–সে বলে। بَيْتُ الْغُرْبَةِ 'বাইতুল গুরবাতি'–পান্থনিবাস। بَيْتُ الْوَحْدَةِ 'বাইতুল ওয়াহদাতি'–নির্জন কুটির। بَيْتُ الدُّوْدِ 'বাইতুদ্দূদি' –কীট-পতঙ্গের আস্তানা। وَلِيْتُكَ 'উল্লীতুকা'–আমি তোমার ওলী। سَتَرٰى 'সাতারা'–তুমি দেখবে। صَنِيْعِىْ 'সানীঈ'–আমার কর্মকাণ্ড। يَتَّسِعُ 'ইয়াত্তাসিউ' –প্রশস্ত হবে। مَدَّ نَظْرِهٖ 'মাদ্দা নাযরিহি'–তার দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত। يُفْتَحُ 'ইউফাতাহু'–খোলা হবে। اَلْفَاجِرُ 'আলফাজিরু' –গুনাহগার। اَبْغَضُ 'আবগাযু'–খুব ঘৃণিত। ظَهْرِىْ 'যাহরী' –আমার পিঠ। يَلْتَئِمُ 'ইয়ালতায়িমু'–সে চেপে যাবে। تَخْتَلِفُ 'তাখতালিফু' – প্রবেশ করবে। يُقَيَّضُ 'ইউকাইয়্যিযু–ঠিক করা হবে। سَبْعُوْنَ 'সাবউ'না' –সত্তর। تِنِّيْنًا 'তিনীনান'–বিষধর সাপ। نَفَخَ 'নাফাখা'–নিঃশ্বাস ফেলতো। يَنْهَسْنَهٗ 'ইয়ানহাসনাহু'–তাকে দংশন করবে। يَخْدَشْنَهٗ 'ইয়াখদাশনাহু'– তাদের ছোবল মারবে। رَوْضَةٌ 'রাওদ্বাতুন'– বাগান। حُفْرَةٌ 'হুফরাতুন'–গর্ত।

৩৭৬। আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্যে মসজিদে এসে দেখলেন কিছু লোক খিল খিল করে হাসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

www.icsbook.info

ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তোমরা সকল আনন্দ আহলাদের অবসানকারী মৃত্যুর কথা বেশী করে স্মরণ করতে, তাহলে এ হাসি বন্ধ হয়ে যেতো। সমস্ত স্বাদ-আহলাদের অবসানকারী মৃত্যুর কথা বেশী করে স্মরণ করো। কবর প্রতিদিন একথা বলতে থাকে, আমি পান্থনিবাস। আমি নির্জন কুটির। আমি মাটির ঘর। আমি কীটপতঙ্গের আস্তানা। যখন কোন মু'মিন বান্দাকে কবরে শায়িত করা হয়, কবর তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে, আমার উপর বিচরণকারীদের মধ্যে তুমিই আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিলে। আজ যখন তোমাকে আমার অধীনে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং তুমি আমার নিকট এসে গেছো। তখন তুমি দেখতে পাবে আমি তোমার সংগে কতো উত্তম ব্যবহার করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ মু'মিন ব্যক্তির জন্যে তার কবর দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যাবে। তার জন্যে জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। যখন কোন গুনাহগার অথবা আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়। কবর তাকে স্বাগতম জানায় না। সে বলতে থাকে, আমার পিঠের উপর চলাচলকারীগণের মধ্যে তুমি ছিলে আমার নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণ্য ব্যক্তি। আজ যখন তোমাকে আমার হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং আমার কব্জায় এসে গেছো, হাড়ে হাড়ে টের পাবে আমার আচরণ কতো নিষ্ঠুর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এরপর তার কবর এমনভাবে সংকুচিত হয়ে চেপে যাবে যে, তার এক পাশের পাঁজর অপর পাশের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যাবে। একথা বলার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক হাতের আংগুলসমূহ অপর হাতের আংগুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। এরপর তিনি বললেন, তারপর এমন সত্তরটি বিষধর সাপ তার উপর ছেড়ে দেয়া হবে। যদি তাদের কোন একটি সাপ এ পৃথিবীতে শুধুমাত্র নিশ্বাস ফেলতো তাহলে বিষের তীব্রতায় পৃথিবীর সবকিছুই মরে যেতো। যমীন চিরকালের জন্য উৎপাদন শক্তি হারিয়ে ফেলতো। অতপর এ বিষধর সাপগুলো তাকে অনবরত কামড়াতে ও ছোবল মারতে থাকবে। এ শাস্তি ভোগ করতে করতে হিসাব নিকাশের দিন এগিয়ে আসবে এবং হিসাব দানের জন্যে তাকে আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে। তারপর

www.icsbook.info

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, কবর মানুষের জন্যে জান্নাতের উদ্যানসমূহের কোন একটি উদ্যান অথবা জাহান্নামের গহ্বরসমূহের কোন একটি গহ্বরে পরিণত হয়। -তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ যদি তার সাধ্যানুযায়ী পৃথিবীতে অন্যায় ও অপকর্মের বিরোধিতা করার চেষ্টা করে এবং আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাহলে হাশরের পূর্বে কবরের এ মধ্যবর্তী জীবনে আল্লাহ তার সংগে সদয় ব্যবহার করবেন। তাকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবেন। যে ব্যক্তি সারা জীবন অপকর্ম করে এবং তাওবা না করে মৃত্যু মুখে পতিত হয় আল্লাহ তার সংগে এমন ব্যবহার করবেন যেমন ব্যবহার আদালতে পেশ করার পূর্বে নিকৃষ্টতম অপরাধে অভিযুক্ত আসামীর সংগে হাজতবাসের সময় করা হয়। হাদীসটির শেষাংশের অর্থ হলো— মানুষ ইচ্ছে করলে আল্লাহর পছন্দনীয় কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে নিজের কবরকে জান্নাতের উদ্যানের ন্যায় মনোরম আবাসে পরিণত করতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে সারা জীবন পাপ ও অপকর্মে ডুবে থেকে নিজের কবরকে জাহান্নামের ভয়াবহ গহ্বরের ন্যায় নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য নিবাসেও পরিণত করতে পারে।

কবর যিয়ারত ঃ

(৩৭৭) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ 'কুনতু নাহাইতুকুম'–আমি তোমাদের মানা করতাম। فَزُوْرُوْهَا 'ফাযূরূহা'–তাই তোমরা যিয়ারত করো।

৩৭৭। বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কবর যিয়ারাত করা থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম। (তৌহীদের পূর্ণ ধারণা মনে বদ্ধমূল হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। এখন তা হয়ে গেছে) সুতরাং এখন কবর যিয়ারাত করতে পারো।-মুসলিম

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় আছে। এখন যদি তোমরা কবর যিয়ারতে যেতে চাও, যেতে পারো। কেনোনা কবরসমূহ পরকালের কথা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কবরস্থানের সম্মান ঃ

(٣٧٨) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ اِذَا خَرَجُوْا اِلَى الْمَقَابِرِ اَنْ يَقُوْلَ قَائِلُهُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ - اَسْئَلُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يُعَلِّمُهُمْ 'ইউআল্লিমুহুম'–তিনি তাদের শিক্ষা দিতেন। اَلْمَقَابِرُ 'আলমাকাবিরি'–কবরস্থানগুলো। اَهْلَ الدِّيَارِ 'আহলাদ্দিয়ারি'–ঘরের মালিকগণ। لَاحِقُوْنَ 'লাহিকূনা'–মিলিত হচ্ছি। اَسْئَلُ 'আসয়ালু'–আমি কামনা করছি।

৭৭৮। বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতের জন্যে বের হওয়া লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন। সেখানে গিয়ে তোমরা বলবে, হে ঘরসমূহের মু'মিন ও মুসলিম বান্দাগণ! তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমরা আল্লাহ চাহেত অচিরেই তোমাদের সংগেমিলিত হচ্ছি। আমি আমাদের জন্যে এবং তোমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট মাগফেরাত কামনা করছি। -মুসলিম

আরাম প্রিয়তা ঃ

(٣٧٩) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ بِهٖ اِلَى الْيَمَنِ - قَالَ اِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ - فَاِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ - مشكواة

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ بَعَثَ 'বাআসা'–তিনি পাঠালেন। اِيَّاكَ وَ التَّنَعُّمَ 'ইয়্যাকা ওয়াত্‌তানা'উমা'–তুমি অবশ্যই বিলাস ব্যাসন থেকে বিরত থাকবে। اَلْمُتَنَعِّمِيْنَ 'আলমুতানা'য়ি'মীনা'–বিলাস ব্যাসন থেকে বিরত থাকবে।

২৭৯। মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়ামেনে গভর্নর নিয়োগ করে পাঠাবার কালে বললেন, হে মুয়ায! বিলাস ব্যাসন থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। কেনোনা আল্লাহর বান্দাগণ বিলাস প্রিয় হন না।-মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ তুমি সেখানে একটি উচ্চ পদে আসীন হয়ে যাচ্ছো। আর সেখানে উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণের জন্যে আয়েশ ও ভোগ বিলাসের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। অতএব তুমি দুনিয়ার প্রেমে ডুবে যেয়ো না। দুনিয়াদার আমীর উমরাদের ন্যায় বিলাসী মনোভাব পোষণ করো না। কেনোনা এ বিলাসী মানসিকতা আল্লাহর বন্দেগীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

দুনিয়া প্রীতি ও মৃত্যু-ভীতি-লাঞ্ছনা কারণ ঃ

(٢٨٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعِي الْاَكَلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا - فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ - وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ - قَالَ قَائِلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَهْنُ ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ -

- ابو داؤد ثوبان

শব্দের অর্থ ঃ يُوْشِكُ 'ইউশিকু'–অচিরেই। تَدَاعٰى 'তাদাআ''–ঝাঁপিয়ে পড়বে। قَصْعَتِهَا 'কাসআতিহা'– খাদ্য ভাণ্ডারের উপর। قِلَّةٍ 'কিল্লাতিন' –কম, নগণ্য। يَوْمَئِذٍ 'ইয়াওমায়িযিন'–তখন, সে সময়। غُثَاءٌ 'গুসাউন' খড়কুটা। اَلسَّيْلُ 'আসসাইলু'–প্লাবন। لَيَنْزِعَنَّ 'লাইয়ানযিআন্না' –অবশ্যই উঠিয়ে নিবেন। اَلْمَهَابَةُ 'আলমাহাবাতু'– প্রভাব-প্রতিপত্তি। لَيَقْذِفَنَّ

www.icsbook.info

'লাইয়াকযাফান্না' –অবশ্যই ঢেলে দিবেন। اَلْوَهْنُ 'আলওয়াহনু'– ভয়-ভীতি, কাপুরুষতা।

৩৮০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অচিরেই আমার উম্মতের উপর এমন দুঃসময় আসবে যখন অন্যান্য জাতিগুলো তাদের উপর এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়বে যেমনভাবে ক্ষুধাতুর মানুষ খাদ্য সামগ্রীর উপর ঝাপিয়ে পড়ে। সাহাবাদের কেউ একজন জিজ্ঞেস করলেন, তখন আমরা সংখ্যায় এতোই কম থাকবো ? (যে অন্যান্য জাতিগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে গিলে ফেলার জন্যে ছুটে আসবে ?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, না সেদিন তোমাদের সংখ্যা কম হবে না। বরং তোমরা সংখ্যায় অধিক হয়েও প্লাবনের ভাসমান ফেনার ন্যায় ভেসে যাবে। তোমাদের দুশমনের অন্তর থেকে তোমাদের ভয়-ভীতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি উঠে যাবে। তোমাদের অন্তরে প্রবল ভীতি ও কাপুরুষতা সৃষ্টি হবে। একজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কাপুরুষতা কি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, দুনিয়া প্রীতি ও মৃত্যু-ভীতি। -আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ছেড়ে দিয়ে দুনিয়াকে আকড়ে ধরবে। জিহাদের নাম শুনলে প্রাণ-ভয়ে আঁতকে উঠবে। দুনিয়া প্রীতিই এর মূল কারণ।

ইহকাল ও পরকালের তুলনা ঃ

(٣٨١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهِ - وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهُ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ - فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى - مشكواة ابو موسى

শব্দের অর্থ ঃ اَضَرَّ 'আদাররু'–অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। فَاٰثِرُوْا 'ফাআসিরূ'– তাই প্রাধান্য দাও। مَا يَبْقٰى 'মা ইয়াবকী'–যা বাকী থাকবে, স্থায়ী জীবন, আখেরাত। مَا يَفْنٰى 'মা ইয়াফনী'–যা অস্থায়ী, দুনিয়া।

www.icsbook.info

৩৮১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রেমে ডুবে থাকবে সে তার আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতকে ভালোবাসবে সে তার দুনিয়ার জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব, হে লোক সকল! তোমরা স্থায়ী জীবনকে অস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দান করো।-মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত এ দু'টোর যে কোন একটিকে নিজের জন্যে বেছে নিতে হবে। পার্থিব জীবনের উন্নতিকেই জীবনের মূল লক্ষ বানাতে হবে অথবা আখেরাতের কামিয়াবীকে আসল উদ্দেশ্যে পরিণত করতে হবে।

যদি দুনিয়ার জীবনে সুখ সুবিধা লাভকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ নির্ধারিত করা হয় তাহলে আখেরাতে আরাম আয়েশের মুখ দেখতে পাবে না। অপরদিকে আখিরাতের সাফল্যকেই যদি জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ নির্ধারণ করা হয় তবে পার্থিব উন্নতি বরবাদ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু একথা সত্য যে পার্থিব লোকসানের পরিবর্তে তাকে পরকালের চিরস্থায়ী পুরস্কার দেয়া হবে। আখিরাতের সাফল্য লাভের পরিবর্তে দুনিয়ার যে জিনিস হারাবে তা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। আর দুনিয়ার জীবনও ক্ষণস্থায়ী। অস্থায়ী জিনিসের পরিবর্তে যদি স্থায়ী পুরস্কার লাভ করা যায় তবে তা লোকসানের সওদা না হয়ে লাভের পণ্যই হবে।

কে বুদ্ধিমান?

(٣٨٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ ۔ ترمذى :شداد بن اوس

শব্দের অর্থ ঃ اَلْكَيِّسُ 'আলকাইয়্যিসু'–বুদ্ধিমান, মেধাবী। دَانَ 'দানা' –নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। اَلْعَاجِزُ 'আলআজিযু'–নির্বোধ। هَوَاهُ 'হাওয়াহু' –তার প্রবৃত্তি। تَمَنّٰى 'তামান্না'–সে আশা করে।

www.icsbook.info

৩৮২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান যে নিজের নফস্কে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। নির্বোধ ও অক্ষম হলো সে ব্যক্তি যে নিজেকে নফসের অধীনে ছেড়ে দিয়েছে এবং আল্লাহর উপর অযথা রহমতের আশা করছে। -তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ নিষেধের খেলাফ করে, রাসূলের অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে এবং প্রবৃত্তির পূঁজায় ডুবে থেকে আশা করছো আল্লাহ জান্নাত দেবেন। কুরআন নাযিলের যুগে ইহুদী এবং খৃষ্টান সম্প্রদায় অনুরূপ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন কল্পনায় বিভোর ছিলো। বর্তমান যুগের অসংখ্য মুসলমানও এরূপ আকাশ কুসুম কল্পনার যাদুঘরে বসবাস করছে। মনে করছে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের উপর জীবনের ভিত্তি রচনা না করলেও জান্নাতের নাগাল পাওয়া যাবে।

আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া ঃ

(٣٨٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْذَرَ اللّٰهُ اِلٰى اَمْرِىٍٔ اَخَّرَ اَجَلَهٗ حَتّٰى بَلَغَ سِتِّيْنَ سَنَةً ـ بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَعْذَرَ 'আ'যারা'–আপত্তি উত্থাপন করার কোন সুযোগ নেই। اَخَّرَ 'আখ্খ্রা'–সময় দিয়েছেন। اَجَلَهٗ 'আজালাহু'–তার দুনিয়ার জীবন। سِتِّيْنَ سَنَةً 'সিত্তীনা সানাতান'–ষাট বছর।

৩৮৩। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যাকে দীর্ঘদিন জীবিত রেখেছেন এবং শেষ পর্যন্ত যার বয়স ষাটের কোঠায় পৌঁছেছে। (এতো দীর্ঘ হায়াত পাবার পরও) সে যদি নেককার হতে না পারে তাহলে আল্লাহর দরবারে ওযর পেশ করার কোন সুযোগই আর তার থাকবে না। -বুখারী

প্রকৃত লজ্জা ঃ

(٣٨٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَحْيُوْا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قُلْنَا اِنَّا نَسْتَحْيِىْ مِنَ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.icsbook.info

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ ـ وَلٰكِنِ الْاِسْتِحْيَاءُ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اَنْ تَحْفَظَ الرَّاسَ وَمَا وَعٰى ـ وَالْبَطْنَ وَمَا حَوٰى ـ وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا وَاٰثَرَ الْاٰخِرَةَ عَلَى الْاُوْلٰى فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ ـ ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ اِسْتَحْيُوْا 'ইসতাহয়ূ'-তোমরা লজ্জিত থেকো। تَحْفَظَ 'তাহফায্' –তুমি হেফাযত করবে। مَاوَعٰى 'মা ওয়াআ'–যা একত্রিত হয়। مَاحَوٰى 'মা হাওয়া'–যা দিয়ে পেট পুরে। اَنْ تَذْكُرَ الْمَوْتَ 'আন তাযকুরাল মাওতা'–মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। اٰثَرَ 'আসারা'–সে প্রাধান্য দেয়।

৩৮৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জনগণকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর প্রতি লজ্জিত থাকো। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আলহামদুল্লিাহ, আমরা আল্লাহকে লজ্জা করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি আসল লজ্জা নয় বরং আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের লজ্জা হলো ঃ তুমি তোমার মন-মগজে উত্থিত সমুদয় চিন্তা-ভাবনার হেফাযত করবে। কি খাবার খেয়ে পেট ভরছো তার প্রতি নজর রাখবে। মৃত্যু, মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং মৃত্যু পরবর্তী বয়ংকর অবস্থার কথা স্মরণ করবে। এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আখিরাতে সুখের আশা করে। পার্থিব জীবনের জৌলূস ছেড়ে দেয়। সর্বক্ষেত্রে অখিরাতকেই প্রাধান্য দেয়। যে ব্যক্তি এসব কাজ করে সত্যিকার অর্থে সে-ই আল্লাহকে লজ্জা করে। -তিরমিযী

পূর্ণাঙ্গ উপদেশ ঃ

(٣٨٥) عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِظْنِىْ وَاَوْجِزْ ـ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ فِىْ صَلٰوتِكَ فَصَلِّ صَلٰوةَ مُوَدِّعٍ ـ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تُعْذِرُ مِنْهُ غَدًا ـ وَاَجْمِعِ الْيَاسَ مِمَّا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ ـ مشكواة

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ عِظْنِيْ 'ইযনী'– আমাকে উপদেশ দিন। اَوْجِزْ 'আওজিয' –সংক্ষেপ করুন। مُوَدِّعٍ 'মুওয়াদ্দিয়ি'ন'–শেষ। لَا تَكَلَّمْ 'লা-তুকাল্লিম' –কথা বলো না। تَعْتَذِرُ 'তু'যিরু'–তুমি ক্ষমা চাইবে। غَدًا 'গাদান'– আগামী কাল। اَجْمِعِ الْيَاسَ 'আজমিয়ি'ল ইয়াসা'–নৈরাশ্য অবলম্বন করো।

৩৮৫। আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে পূর্ণাঙ্গ উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যখন নামায পড়ার জন্যে দাঁড়াবে তখন এমন ব্যক্তির ন্যায় নামায পড়বে যে দুনিয়া হতে বিদায় নিচ্ছে। মুখ দিয়ে এমন কোন কথা উচ্চারণ করবে না, কিয়ামতের দিন যদি সে কথার হিসেব নেয়া হয় তবে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ থাকবে না। অন্য মানুষের ধন-সম্পদের আশা পোষণ করো না। -মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ মৃত্যু পথযাত্রী কোন লোক যখন একথা বিশ্বাস করে তার আর বাঁচার আশা নেই। তখন সে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ও নিবিষ্ট চিত্তে নামায পড়বে। তার মন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর প্রতি রুজু থাকবে। নামায পড়ার সময় তার মনে দুনিয়ার কোন চিন্তা-ভাবনা স্থান পাবে না। মানুষ যে কথা বলে ফেলে তা যদি সত্যি না হয়ে মিথ্যে হয় ; এ অপরাধের জন্যে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা না করে, তবে একথা তো খুবই স্বাভাবিক, হিসেব দেয়ার বেলা তার স্বপক্ষে বলার মতো কিছুই থাকবে না। শেষ বাক্যটির তাৎপর্য হলো, অপরের সঞ্চিত ধন-সম্পদ ও মাল-সামানার প্রতি কখনো লোভ ও ঈর্ষা করবে না। কেনোনা এগুলো সবই ক্ষণস্থায়ী। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষের মন পার্থিব ধন-সম্পদের লোভ-লালসা হতে মুক্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আখিরাতের উচ্চাসনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারবে না।

www.icsbook.info

পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর চাওয়া ঃ

(٣٨٦) عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ قَالَ۔ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَزُوْلُ قَدَمَاعَبْدٍ حَتّٰى يُسْئَلُ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ۔ وَعَنْ عِلْمِهٖ فِيْمَا فَعَلَ۔ وَعَنْ مَّالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ۔ وَعَنْ جِسْمِهٖ فِيْمَا اَبْلاَهُ۔ ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ لاَتَـزُوْلُ 'লা-তাযূল'–সে সরাতে পারবে না। يُسْئَلُ 'ইউস্আলু'–সে জিজ্ঞাসিত হবে। فِيْمَا اَفْنَاهُ 'ফীমা আফনাহু'– কোন কাজে ব্যয় করেছে। اِكْتَسَبَهٗ 'ইকতাসাবাহু'–সে তা উপার্জন করেছে। اَنْفَقَهٗ 'সে তা খরচ করেছে। اَبْلاَهُ 'আবলাহু'–সে তাকে কজে লাগিয়েছে।

৩৮৬। আবু বারযা আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত কিয়ামতের দিন কোন মানুষ আল্লাহর দরবার থেকে তার পা সরাতে পারবে না ঃ (১) তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, জীবন কোন কাজে ব্যয় করা হয়েছে ? (২) এলেম অনুযায়ী দ্বীনের কাজ করা হয়েছে কি না ? (৩) সম্পদ কিভাবে অর্জন করেছে ? (৪) কিসে ব্যয় করেছে। (৫) দেহকে কোন কাজে লাগিয়েছে ? -তিরমিযী

জান্নাত উদাসীনের জন্যে নয় ঃ

(٣٨٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ اَدْلَجَ۔ وَمَنْ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ۔ اَلاَ اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ اَلاَ اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ۔ ترمذى ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ خَافَ 'মান খাফা'–যে ভয় করে। اَدْلَجَ 'আদলাজা'–সে রাতের আঁধারে চলে। بَلَغَ 'বালাগা'–সে পৌছে। اَلْمَنْزِلُ 'আলমানযিলু' –গন্তব্য স্থল। سِلْعَةٌ 'সিলআতুন'–পণ্য। غَالِيَةٌ 'গালিয়াতুন'–বেশি দামী।

www.icsbook.info

৩৮৭। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসাফিরের মনে আশাংকা থাকে তাড়াতাড়ি না চললে গন্তব্যস্থলে পৌঁছা যাবে না। সে না ঘুমিয়ে রাতের অন্ধকারেই পথ চলা শুরু করে। যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে চলতে থাকে সে নির্বিঘ্নে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। জেনে রেখো, আল্লাহর ধন অত্যন্ত মূল্যবান। দাম বেশী না দিলে পাওয়া যায় না। আর মনে রেখো, আল্লাহর ধন হলো জান্নাত। -তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ সত্যিকার অর্থে মানুষ এ জগতে প্রবাসী। আখেরাতই হলো তার প্রকৃত নিবাস। এ পৃথিবীতে সে কেবলমাত্র উপার্জনের জন্যে এসেছে। এখন যে ব্যক্তির আপন দেশের কথা মনে আছে সে যদি রাস্তার বিপদাপদ ডিঙ্গিয়ে সহি সালামতে বাড়িতে ফিরে যেতে চায়। তার পক্ষে উদাসীন না থেকে তাড়াতাড়ি সওদা পত্র সেরে সত্তর বাড়ীর দিকে যাত্রা করতে হবে। সে যদি আলসেমী করে ঘুমিয়ে থাকে ও যথাসময়ে যাত্রা শুরু না করে। তাহলে শেষে দুর্ভোগে পড়ে পস্তাতে থাকবে। অতঃপর যে ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করতে হবে। তাকে মনে রাখা উচিত আল্লাহর এ ধন এমন কোন সস্তা জিনিস নয় যে, কোন ব্যবসায়ী আন্দাজ অনুমানে কিছু দিয়ে দেবে আর কোন খরিদদার তা নিয়ে নেবে। আল্লাহর এ ধন অর্জনের জন্যে অত্যন্ত চড়া মূল্য দিতে হবে। মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। নিজের সময়, ধন দৌলত, জান-প্রাণ ও যোগ্যতা সবকিছুই এজন্যে ব্যয় করতে হবে। এতো সব ত্যাগ তিতিক্ষার পরই মানুষ ওই জিনিস পাবে যা পেলে সে সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়।

তিলাওয়াতে কুরআন

কুরআনের সুপারিশ ঃ

(٣٨٨) عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ- يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِالْقُرْاٰنِ وَاَهْلِهِ

www.icsbook.info

الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهٖ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاٰلُ عِمْرَانَ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا ـ مسلم

শব্দের অর্থ : يُؤْتٰى 'ইউতা'–আনা হবে। يَعْمَلُوْنَ 'ইয়া'মালূনা'–তারা আমল করতো। تَقْدُمُهُ 'তাকাদ্দিমুহু'–তার সামনে দাঁড়াবে। تُحَاجَّانِ 'তাহাজ্জানি'–তারা উভয়ে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। عَنْ صَاحِبِهِمَا 'আন সাহিবিহিমা'–তাদের পাঠকদের পক্ষে।

৩৮৮। নাওয়াস ইবনে সাম'য়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন কুরআন ও তার অনুসারীগণকে, যারা দুনিয়ায় এর উপর আমল করতো, আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে। সূরায়ে বাকারাহ ও সুরায়ে আলে ইমরান সমস্ত কুরআনের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের উপর আমলকারীগণের জন্যে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে (এবং বলবে এরা আপনার রহমত ও মাগফেরাত পাওয়ায় যোগ্য। এদের উপর দয়া করুন। এদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন)। -মুসলিম

কুরআনের মর্যাদা :

(٣٨٩) عَنْ عُبَيْدَةَ الْمُلَيْكِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ لَاتَتَوَسَّدُوا الْقُرْاٰنَ ـ وَاتْلُوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ مِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَافْشُوْهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ وَلَا تَعْجَلُوْا ثَوَابَهُ فَاِنَّ لَهُ ثَوَابًا ـ مشكواة

শব্দের অর্থ : صُحْبَةٌ 'সুহবাতুন'–সাহচর্য। لَاتَتَوَسَّدُوْا 'লা-তাতাওয়াসসাদূ' –তোমরা বালিশ বানিও না। اُتْلُوْهُ 'উতলূহু'–তোমরা তা পাঠ করো। اٰنَاءُ 'আনাউন'–সময়। اُفْشُوْهُ 'উফশূহু'–তা প্রচার করো। تَغَنُّوْهُ 'তাগান্নুহু' –তাকে সুর করে পাঠ করো। تَدَبَّرُوْ 'তাদাব্বারূ' –চিন্তা-ভাবনা করো। لَاتَعْجَلُوْا 'লা-তাআজ্জালূ'–তাড়াতাড়ি করো না।

www.icsbook.info

৩৮৯। উবায়দাতুল মুলাকী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহচার্য পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে কুরআন অনুসারীগণ! তোমরা কুরআনকে বালিশ বানিও না। দিবস ও রাতের সময়গুলোতে সঠিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করো। তার প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করো। তার শব্দসমূহ সঠিকভাবে উচ্চারণ করো। কুরআনে যা বলা হয়েছে তা সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করো। এরূপ করলে তোমরা (দুনিয়া ও আখেরাতে) সফলতা অর্জন করতে পারবে। কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে দুনিয়াবী উন্নতির আশা পোষণ করো না। কেনোনা পরকালে এর জন্যে মহা মূল্যবান পুরস্কার রয়েছে। -মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ কুরআনের বালিশ না বানানোর অর্থ হলো। কুরআন সম্পর্কে উদাসীন না হওয়া। হাদীসের শেষ বাক্যের অর্থ হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পর তাকে পার্থিব পদ-মর্যাদা ও ধন-দৌলত অর্জনের মাধ্যম না বানানো। কেনোনা এক হাদীসে আছে। কিছুসংখ্যক মানুষ কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পর তাকে পার্থিব ধন-সম্পদ অর্জনের মাধ্যম বানাবে।

কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে নূরে ইলাহী অর্জন ঃ

(٣٩٠) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ - قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ اَزْيَنُ لِاَمْرِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ زِدْنِىْ - قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - فَاِنَّهٗ ذِكْرٌ لَّكَ فِى السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَّكَ فِى الْاَرْضِ - مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ اَوْصِنِىْ 'আওসিনী'- আমাকে উপদেশ দিন। اُوْصِيْكَ 'উসীকা'-আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। بِتَقْوَى اللّٰهِ 'বিতাকওয়াল্লাহ'–আল্লাহ ভীতি সম্পর্কে। اَزْيَنُ 'আযইয়ানু'–অধিক সৌন্দর্য। زِدْنِىْ 'জিদনী' - আমাকে আরো বলুন। ذِكْرُ اللّٰهِ 'যিকরুল্লাহি' –আল্লাহ্র যিকির।

www.icsbook.info

৩৯০। আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার জন্যে উপদেশ দিচ্ছি। কেনোনা আল্লাহর ভয় তোমার যাবতীয় কর্মধারাকে সঠিক পথে প্রবাহিত করবে। আমি বললাম, আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর স্মরণে নিজকে মশগুল রাখো। তাহলে আল্লাহ তোমাকে আকাশে স্মরণ করবেন। এ দুটো জিনিস তোমার পার্থিব জীবনের ঘোর অন্ধকারে আলোক বর্তিকার কাজ দেবে।-মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ 'আল্লাহ স্মরণ করবেন'-এর অর্থ হলো, আল্লাহ তোমাকে ভুলে যাবেন না। তিনি তোমাকে হেফাযত করবেন। আল্লাহর স্মরণ ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মু'মিনের দিব্য দৃষ্টি লাভ ঘটে ও জীবন পথের ঘোর অমানিশায় সরল পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

অন্তরের মরিচা বিদূরীত করার উপায় ঃ

(٣٩١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَءُ كَمَا يَصْدَءُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ ـ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جَلَاؤُهَا ؟ قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ ـ مشكواة ابن عمر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ تَصْدَءُ 'তাসদাউ'–মরিচা ধরে। اَصَابَهُ 'আসাবাহু'–তাকে লাগে। جَلَاؤُهَا 'জালাউহা'–তা পরিষ্কারের উপায়। كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ 'কাসরাতু যিকরিল মাউতি'–মৃত্যুর কথা অধিক স্মরণ করো।

৩৯১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পানি লাগলে লোহায় যেমন মরিচা ধরে তেমনি অন্তরেও (গুনাহের কারণে) মরিচা পড়ে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! অন্তরের মরিচা দূর করার উপায় কি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, অধিক হারে

www.icsbook.info

মৃত্যুর কথা স্মরণ ও কুরআন তেলাওয়াত করলে অন্তরের মরিচা বিদূরীত হয়। -মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ মৃত্যুর কথা স্মরণ করার অর্থ হলো, জীবনের এই যে অবকাশ, এটাই শেষ অবকাশ। মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে এসে কোন কাজ করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। কুরআন তিলাওয়াতের অর্থ হলো বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করা। কুরআনে যা কিছু বলা হয়েছে তা বুঝতে চেষ্টা করা ও সে অনুযায়ী আমল করা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের যেখানেই কুরআন তিলাওয়াতের কথা এসেছে সেখানে উপরোক্ত অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। এ শব্দটির অন্য একটি অর্থ আছে। তাহলো কুরআনের তাবলীগ করা ও তাকে অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া।

নফল এবং তাহাজ্জুদ

আল্লাহর নৈকট্য লাভের পন্থা

(٣٩٢) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ شِبْرًا ـ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا ـ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا ـ وَمَنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ تَقَرَّبَ 'তাকাররাবা'–নিকটবর্তী হয়। شِبْرًا 'শিবরান'–এক বিঘত পরিমাণ। ذِرَاعًا 'যিরাআন'–এক হাত। بَاعًا 'বাআন'–এক গজ। يَمْشِىْ 'ইয়ামশী'–হেঁটে আসে। هَرْوَلَةً 'হারওয়ালাতান'–দৌড়ে।

৩৯২। আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহপাক বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বিঘত অগ্রসর হয়। আমি তার প্রতি এক হাত অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক হাত এগিয়ে আসে। আমি তার প্রতি এক গজ এগিয়ে যাই। যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে আমার দিকে আসতে থাকে। আমি তার দিকে দৌড়ে ছুটে যাই। -মুসলিম

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে ইচ্ছে করে। আল্লাহ তার চলার পথকে সহজ করে দেন। মানুষ যখন তার দুর্বলতা সত্ত্বেও আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়। তখন আল্লাহ তার প্রতি করুণা বর্ষণ করেন। এগিয়ে এসে তাকে কাছে টেনে নেন। শিশু যেমন পিতার নিকট যাবার জন্যে অগ্রসর হলে দুর্বলতার জন্যে যেতে না পারলে, পিতা নিজেই দৌড়ে এসে তাকে কোলে তুলে নেন। তেমনি আল্লাহও এ ধরনের বান্দাকে তাঁর কাছে টেনে নেন।

(٣٩٣) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهُ ـ وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُبِهٖ ـ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا ـ وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا ـ بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اِفْتَرَضْتُ 'ইফতারাযতু'–আমি ফরয করেছি। مَايَزَالُ 'মা-ইয়াযালু'–সর্বদা। يَتَقَرَّبُ 'ইয়াতাকাররাবু'– নৈকট্য লাভ করবে। اَحْبَبْتُهُ 'আহবাবতুহু' –আমি তাকে ভালোবাসি। كُنْتُ سَمْعَهُ 'কুনতু সামাউ'হু' –আমি তার কান হয়ে যাই। يَبْطِشُ 'ইয়াবতিশু'– সে ধরে। يَمْشِىْ 'ইয়ামশী' –সে হাঁটে।

৩৯৩। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, যেসব কাজের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে তন্মধ্যে ঐ কাজগুলোই আমার নিকট সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো আমি তার উপর ফরয করেছি। আমার বান্দা একাধারে নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের জন্যে চেষ্টা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে আমার প্রিয় হয়ে যায়। তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে হাঁটে।-বুখারী

www.icsbook.info

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভের ইচ্ছা করে সে প্রথমে আল্লাহর ফরয হুকুম–আহকামগুলো প্রতিপালনের জন্যে চেষ্টা শুরু করে দেয়। শেষ পর্যন্ত এটাকে যথেষ্ট মনে না করে আল্লাহ প্রেমের প্রাবল্যে নিজেরই ইচ্ছায় নফল নামায, নফল রোযা, নফল সদকা ও অন্যান্য নফল ইবাদাতে নিমগ্ন হয়ে আল্লাহর মাহবুব বান্দায় পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহর মাহবুব বান্দায় পরিণত হওয়ার অর্থ, তার জান-প্রাণ শক্তি সামর্থ ও যাবতীয় যোগ্যতা ইত্যাদি সবকিছুকে দেখা শোনার ভার আল্লাহ স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় তার যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কাজে লিপ্ত হয়ে যায় এবং শয়তানের কোন কাজে তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা ব্যবহৃত হয় না।

তাহাজ্জুদের উৎসাহ ঃ

(٣٩٤) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ- سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ- مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ- يَارُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ- بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اِسْتَيْقَظَ 'ইসতাইকাযা'–তিনি ঘুম থেকে জাগলেন। سُبْحَانَ اللّٰهِ 'সুবহানাল্লাহ!' –আল্লাহ্ মহান পবিত্র। اُنْزِلَ 'উনযিলা'–নাযিল করা হয়েছে। اَلْفِتَنُ 'আলফিতানু'–ফেতনা-ফাসাদ। اَلْخَزَائِنُ 'আলখাযায়িনু' –সম্পদের ভাণ্ডার। صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ 'সাওয়াহিবাল হুজুরাতি'–পর্দানিশীন মহিলাদের। رُبَّ 'রুব্বা'–অনেক! كَاسِيَةٌ 'কাসিয়াতুন'–অপরাধের ফিরিস্তি। عَارِيَةٌ 'আরিয়াতুন'–উলঙ্গ।

৩৯৪। উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে জেগে উঠে বললেন, আল্লাহ যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে পাক ও পবিত্র। এ রাত কতো বিপদাপদ ও ফেতনা-ফাসাদে পরিপূর্ণ। এগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে চেষ্টা তদবীর করা উচিত। এ

www.icsbook.info

রাত কতো অসংখ্য মণিমানিক্যের (আল্লাহর রহমতের) ভাণ্ডারে ভরপুর। এগুলো সঞ্চয় করা দরকার। পর্দানিশীনদেরকে কে জাগাবে ? এ দুনিয়ায় এমন বহু লোক আছে যাদের অপরাধের ফিরিস্তি এখানে গোপন রাখা হয়েছে। কিন্তু আখেরাতে এগুলো ফাঁস হয়ে যাবে। –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের স্ত্রীগণকেও তাহাজ্জুদের নামাযের উৎসাহ যুগিয়েছেন। তিনি বলতেন, আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার হতে কিছু পাবার চেষ্টা করো। দুনিয়ায় তোমরা নবীর স্ত্রী। এদিক দিয়ে তোমরা মর্যাদাশীলা। কিন্তু তোমাদের কোন আমল না থাকলে পরকালে এসবে কোন কাজ হবে না। নবীর স্ত্রী হবার কারণে ওখানে কোন বিশেষ মর্যাদা পাবে না। মর্যাদা হবে আমল দ্বারা।

(٣٩٥) عَنْ عَلِيٍّ رض ـ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلاً فَقَالَ اَلاَتُصَلِّيَانِ؟ ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ طَرَقَهُ 'তারাকাহু'–দরজা নেড়ে জাগালেন। اَلاَتُصَلِّيَانِ 'আলা-তুসাল্লিয়ানি'–তোমরা দু'জনে কি নামায পড়েছো ?

৩৯৫। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে তাহাজ্জুদের সময় এসে তাকে ও ফাতেমাকে বললেন, তোমরা কি তাজাজ্জুদ নামায পড়ো না ?–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের বিশেষ শিক্ষা হলো, দায়িত্বশীল ও অবিভাবকগণের উচিত তাদের অধীন লোকদেরকে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্যে উৎসাহিত করা।

(٣٩٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ، كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ كَانَ يَقُوْمُ 'কানা ইয়াকূমু'–সে উঠতো। تَرَكَ 'তারাকা' –ছেড়ে দিয়েছে। قِيَامَ اللَّيْلِ 'কিয়ামাল্লাইলি'–রাতের কিয়াম; তাহাজ্জুদ।

www.icsbook.info

৩৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস র‍াদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবদুল্লা :! তুমি অমুকের ন্যায় হয়ো না। কেনোনা সে আগে তাহাজ্জুদের জন্যে উঠতো, তারপর উঠা ছেড়ে দিয়েছে। –বুখারী, মুসলিম

নিয়মিত আমল ঃ

(٣٩٧) عنْ مسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ اَىُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحبَّ الٰى رسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ قَالَتْ اَلدَّائِمُ ـ قُلْتُ فَاَىَّ حِيْنٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ كَانَ يَقُوْمُ حِيْنَ سمِعَ الصَّارِخَ ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ سَأَلْتُ 'সাআলতু'–আমি জিজ্ঞেস করলাম। اَىُّ الْاَعْمَالِ 'আইয়ুল আ'মালি'–কোন কাজ। اَحبُّ 'আহাব্বুন'–বেশী প্রিয় اَلدَّائِمُ 'আদ্দায়িমু'– সবসময়। اَىُّ حِيْنٍ 'আইয়্যু হীনিন'–কোন সময়। اَلصَّارِخُ 'আস্‌সারিখু'–মোরগের ডাক।

৩৯৭। মাসুরুক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন ধরনের কাজ বেশী পছন্দনীয় ছিলো? উত্তরে তিনি বললেন, নিয়মিতভাবে যে কাজ করা হয় সে কাজই তিনি পছন্দ করতেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের জন্য কখন উঠতেন? তিনি বললেন, তিনি রাতে মোরগ ডাক দেয়ার সময় (অর্থাৎ শেষ রাতে) তাহাজ্জুদের জন্যে উঠতেন। –বুখারী, মুসলিম

রহমত নাযিলের সময় ঃ

(٣٩٨) قَالَ رسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاسْتَجِيْبَ لَهُ ـ مَنْ يَسْئَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ ـ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَلَهُ ـ بخارى، مسلم ابو هريرة رض ـ

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ يَنْزِلُ 'ইয়ানযিলু'– আগমন করেন। اَلسَّمَاءُ الدُّنْيَا 'আসসামাউদ্দুনিয়া' –দুনিয়ার আকাশে। يَبْقٰى 'ইয়াবকী'–অবশিষ্ট থাকে। ثُلُثُ اللَّيْلِ 'সুলুসুল্লাইলি'–রাতের এক-তৃতীয়াংশ। يَدْعُوْنِىْ 'ইয়াদউ'নী' –আমাকে ডাকবে। فَاَسْتَجِيْبُ 'ফাসতাজীবু'– আমি সাড়া দেবো। يَسْئَلُنِىْ 'ইয়াসআলুনী' –আমার কাছে চাইবে। اَغْفِرْهُ 'আগফিরুহু' –আমি তাকে মাফ করে দেবো।

৩৯৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতের এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে আগমন করে তাঁর বান্দাদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন, কে আমাকে ডাকছো? আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে আমার নিকট প্রার্থনা করছো ? আমি তার প্রার্থনা পূরণ করবো। আমার নিকট কে ক্ষমা চাচ্ছো ? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।–বুখারী, মুসলিম

আল্লাহর পথে ব্যয়

সর্বোত্তম মুদ্রা ঃ

(٣٩٩) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُّنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ عَلٰى دَابَّتِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُّنْفِقُهُ عَلٰى اَصْحَابِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ 'আফযালু দীনারিন'–উত্তম দীনার। مَا يُنْفِقُهُ 'মা ইয়ানফাকুহু'–সে যা খরচ করে। دَابَّتُهُ 'দাব্বাতুহু'–জন্তু। فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ 'ফী সাবীলিল্লাহি'–আল্লাহর পথে।

৩৯৯। ছাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম অর্থ হলো ওই অর্থ যা নিজের সন্তান সন্তুতি ও পরিবার পরিজনের জন্যে খরচ করা হয়। সে অর্থও উত্তম যা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার উদ্দেশ্যে জন্তু ক্রয় করা হয়। আর সে

www.icsbook.info

অর্থও উত্তম, যা জিহাদে অংশ গ্রহণকারী স্বীয় সংগী-সাথীগণের জন্যে খরচ করা হয়। –মুসলিম

সর্বোত্তম দান ঃ

(٤٠٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا؟ فَقَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَاْمُلُ الْغِنَى وَلَاتُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْكَانَ لِفُلَانٍ۔

- بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَىُّ الصَّدَقَةِ 'আইয়ুস সাদাকাতি'–কোন দান। اَعْظَمُ اَجْرًا 'আযামু আজরান'–বেশী সওয়াব। تَصَدَّقَ 'তাসাদ্দাকা'–তুমি দান করবে। اَنْتَ صَحِيْحٌ 'আনতা সহীহুন'–তুমি সুস্থ। تَخْشَى 'তাখশা'–তুমি ভয় করো। تَاْمُلُ 'তামুলু'–তুমি আশা করো। لَاتُمْهِلْ 'লা-তামহিল' –অবকাশ দিও না।

৪০০। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে নিবেদন করলো। হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ সদকায় সবচেয়ে বেশী সওয়াব ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুস্থ ও সবল অবস্থায় যখন তোমার মনে দরিদ্র হয়ে যাবার আশংকা বিরাজ করবে এবং তুমি অধিক সম্পদশালী হবার আশা পোষণ করবে। এমতাবস্থার দানেই সর্বাধিক ছওয়াব পাওয়া যায়। এ রকম করো না যেনো যখন প্রাণবায়ু বের হবার উপক্রম হয় এবং তুমি এভাবে সদকা করতে থাকো, আমার সম্পদের এতটুকু অমুককে দিলাম ও এতটুকু অমুকের জন্যে রইলো। (এটা এখন বলে কি লাভ ?) এখন তো অমুকের হয়েই গেছে। –বুখারী, মুসলিম

www.icsbook.info

ফেরেশতাদের দোয়া ঃ

(٤٠١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض۔ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعَبْدُ فِيْهِ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا ۔ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ۔ وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ۔

۔ بخاری، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يُصْبِحُ 'ইয়াসবাহু'–সে ভোর করে। مَلَكَانِ 'মালাকানি' –দু'জন ফেরেশতা। يَنْزِلاَنِ 'ইয়ানযিলানি'–তারা দুজন আগমন করে। مُنْفِقًا 'মুনফিকান'–দানশীলকে। اَعْطِ 'আ'তি'–দান করেন। خَلَفًا 'খালাফান' –প্রতিফল। مُمْسِكًا 'মুমসিকান'–কৃপণ। تَلَفًا 'তালফান'–ধ্বংস।

৪০১। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোন দিন যায় না যেদিন দু'জন ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করেন না। তাদের একজন দানশীল ব্যক্তির জন্যে দোয়া করতে থাকেন এবং বলেন, হে আল্লাহ! আপনি দানশীল ব্যক্তিকে উত্তম প্রতিফল দান করুন। দ্বিতীয় ফেরেশতা কৃপণ ও সংকীর্ণচেতা ব্যক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট বদ দোয়া করতে থাকেন এবং বলেন। আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস ও বরবাদ করুন।

-বুখারী ও মুসলিম

প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা ঃ

(٤٠٢) عَنْ اَبِىْ غُمَامَةَ رض۔ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ اِنْ تَبْذُلُ الْفَضْلُ خَيْرٌ لَّكَ ۔ وَاِنْ تُمْسِكْهُ شَرٌّلَّكَ، وَلاَ تُلاَمُ عَلٰى كَفَافٍ وَّابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ ۔ ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ تَبْذُلُ 'তাবযুলু'–তুমি খরচ করো। اَلْفَضْلُ 'আলফাযলু' –প্রয়োজনের অতিরিক্তি। خَيْرٌلَّكَ 'খাইরুল্লাকা'–তোমার জন্য উত্তম। تُمْسِكُ

www.icsbook.info

'তুমসিকু'–সঞ্চয় করতে থাকো। شَرٌّلَكَ 'শাররুল্লাকা'–তোমার জন্য ক্ষতিকর। لَاتُلَامُ 'লা-তুলামু'– তোমাকে তিরস্কার করা হবে না। كَفَافٌ 'কাফাফুন'–প্রয়োজনে বেশী সম্পদ না থাকে। تَعُوْلُ 'তাউ'লু–পোষ্য।

৪০২। আবু আমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল আল্লাহর অভাবী বান্দাদের অভাব মোচনে ও দ্বীনের কাজে খরচ করো তাহলে এটা হবে তোমার জন্যে উত্তম। অতিরিক্ত সম্পদ খরচ না করে যদি সঞ্চয় করতে থাকো তাহলে এটা তোমার জন্যে খুবই ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হবে। আর যদি তোমার প্রয়োজনের বেশী সম্পদ না থাকে এবং তুমি আল্লাহর পথে খরচ করতে সক্ষম না হও। তাহলে সেজন্যে তোমাকে তিরস্কার করা হবে না। যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমার উপর অর্পিত, তাদের থেকে দান করা শুরু করো।-তিরমিযী

আল্লাহর পথে খরচের প্রতিদান ঃ

(٤٠٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَنْفِقْ 'আনফিক'–তুমি খরচ করো। اُنْفِقْ 'উনফিকুন'–আমি খরচ করবো।

৪০৩। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, তুমি যদি আমার অভাবী বান্দার অভাব মোচনে ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তোমার অর্থ-সম্পদ খরচ করো। তাহলে আমিও তোমার জন্যে খরচ করবো।- বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'তোমার জন্যে খরচ করবো' একথার মর্মার্থ হলো, মানুষ নিজের অর্জিত সম্পদ থেকে আল্লাহর দরিদ্র ও অভাবী বান্দার অভাব মোচনে ও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে অর্থ ব্যয় করে তা কখনও বৃথা যায় না।

www.icsbook.info

পরকালে আল্লাহ তাকে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান তো দেবেনই। অধিকন্তু ইহকালেও তার প্রতিফল পাওয়া যাবে। দুনিয়াতে তার সম্পদের বরকত হবে ও তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। আখেরাতে যে কি বিপুল পরিমাণ পুরস্কার দেয়া হবে দুনিয়ায় বসে তার পরিমাপ করা অসম্ভব।

বিত্তবান কৃপণদের পরিণাম ফল ঃ

(٤٠٤) عَنْ اَبِى ذَرٍّ رضـ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ ـ فَلَمَّا رَاٰنِىْ قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ فَقُلْتُ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ مَنْ هُمْ ؟ قَالَ هُمُ الْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالاً اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيْلٌ مَّاهُمْ ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اِنْتَهَيْتُ 'ইনতাহাইতু'–আমি উপস্থিত হলাম। ظِلِّ 'যিল্লি' –ছায়া। رَاٰنِىْ 'রাআনী'–আমাকে দেখলেন। هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ 'হুমুলআখসারূনা' –তারা ধ্বংস হয়েছে। اَلْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالاً 'আলআকসারূনা আমওয়ালান'–অধিক সম্পদশালী ব্যক্তিগণ। بَيْنَ يَدَيْهِ 'বাইনা ইয়াদাইহি' –তার সামনে। خَلْفِهِ 'খালফিহি'–তাদের পিছনের। شِمَالِهِ 'শিমালিহি' –তার বাঁমের।

৪০৪। আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হ'লাম। সে সময় তিনি কাবা শরীফের ছায়ায় বসা ছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, ঐ সমস্ত লোক ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক। কারা ধ্বংস হয়ে গেলো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অধিক সম্পদশালী ব্যক্তিগণ (যারা আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ ব্যয় করে না) তাদের মধ্যে শুধু ঐ সমস্ত লোকই সফলতা লাভ করবে যারা তাদের সামনের গরীবদের দান করবে এবং পেছনের দরিদ্রের জন্যেও সাহায্য করবে। তবে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়কারী এরূপ বিত্তবানদের সংখ্যা খুবই কম। –বুখারী, মুসলিম

www.icsbook.info

যিকির ও দোয়া

আল্লাহর সঙ্গলাভ ঃ

(٤٠٥) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَـالٰى يَقُـوْلُ اَنَامَـعَ عَـبْـدِيْ اِذَا ذَكَـرَنِـيْ تَحَـرَّكَتْ بِيْ شَفَتَاهُ - بُخَارِيْ

শব্দের অর্থ ঃ ذَكَرَنِيْ 'যাকারানী'- আমাকে স্মরণ করে। تَحَرَّكَتْ 'তাহাররাকাত' -নড়ে। شَفَتَاهُ 'শাফাতাহু'-তার দু' ঠোঁট।

৪০৫। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, যখন আমার কোন বান্দা আমাকে স্মরণ করে, আমাকে স্মরণ করার জন্য তার দুটো ঠোঁট নাড়ে তখন আমি তার সঙ্গে অবস্থান করি। -বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ 'আমি তার সঙ্গে অবস্থান করি' শব্দের মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তখন তার সে বান্দাকে স্বীয় তত্ত্বাবধানে ও হেফাযতে নিয়ে নেন। তাকে সব রকমের দুষ্কর্ম ও নাফরমানী থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। এ হাদীস দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, আল্লাহর যিকির আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে মুখে উচ্চারিত হতে হবে।

আল্লাহর স্মরণই হলো প্রকৃত জীবন ঃ

(٤٠٦) عَنْ اَبِيْ مُـوْسٰى رضـ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لَايَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ -

- بـخـاري، مسلـم

শব্দের অর্থ ঃ مَـثَلٌ 'মাসালুন'-দৃষ্টান্ত। يَذْكُرُ 'ইয়াযকুরু'-স্মরণ করে। اَلْحَيُّ 'আলাহাইয়্যু'-প্রাণের স্পন্দন। اَلْمَيِّتُ 'আলমাইয়্যিতু'-স্পন্দনহীন, নিষ্প্রাণ।

www.icsbook.info

৪০৬। আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে, তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে না, তার দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির ন্যায় যার মধ্যে জীবনের কোন স্পন্দন নেই, নিষ্প্রাণ। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর স্মরণ মানুষের অন্তরকে সজীবতা ও সচলতা দান করে। আর আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত থাকলে মানুষের অন্তর নিষ্প্রাণ ও নির্জীব হয়ে যায়। মানুষের এ বাহ্যিক ও দৈহিক জীবন খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। খাদ্য না পেলে যেমন এ বাহ্যিক ও দৈহিক জীবনের অবসান ঘটে, তেমিন মানব দেহের অভ্যন্তরে যে রূহ বা আত্মা আছে। তার খাদ্য হলো আল্লাহর যিকির। আত্মা বা রূহ যদি তার যথাযথ খাদ্য না পায় তাহলে আপাতঃদৃষ্টিতে তার দেহ যতো হৃষ্টপুষ্টই দেখা যাক না কেনো প্রকৃতপক্ষে তার রূহ মরে যায়।

যিকির শিক্ষাদান ঃ

(٤٠٧) عَنْ سَعْدِبْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رضـ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِّمْنِىْ كَلاَمًا اَقُوْلُهُ قَالَ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَحَوْلاَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ـ فَقَالَ هٰؤُلاَءِ لِرَبِّىْ فَمَالِىْ؟ فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ـ

ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَعْرَابِىٌّ 'আ'রাবিয়্যুন'–বেদুঈন। عَلِّمْنِىْ 'আল্লিমনী'– আমাকে শিক্ষা দিন। كَلاَمًا 'কালামান'–একটি বাক্য। اَقُوْلُهُ 'আকূলুহু'–যা দিয়ে আমি আল্লাহকে স্মরণ করবো। لاَشَرِيْكَ 'লা-শারীকা'–শরীক নেই। كَبِيْرًا 'কাবীরান'–মহান। لاَحَوْلَ 'লা-হাওলা'–ক্ষমতা নেই। اَلْعَزِيْزُ 'আলআযীযু' –পরাক্রমশালী। اَلْحَكِيْمُ 'আলহাকীমু–বিজ্ঞানী।

www.icsbook.info

৪০৭। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক আরব বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলো, আমাকে এমন একটি বাক্য শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমি আল্লাহকে স্মরণ করবো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বলো ঃ

لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ـ

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তার কোন শরীক নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও মহান। যাবতীয় প্রশংসা ও স্তুতি একমাত্র আল্লাহর জন্যেই নিবেদিত। আল্লাহ সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্তা। মানুষের কোন ক্ষমতা ও শক্তি সামর্থ নেই। সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ্ যিনি মহা পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী।" সে বললো, এগুলোতো আমার প্রতিপালকের জন্যে। আমার নিজের জন্যে আমি কি বলবো বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বলো ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

"হে আল্লাহ্! আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও। আমাকে দয়া করো। আমাকে সুপথ দেখাও। আমাকে জীবিকা প্রদান করো।"-মুসলিম

সর্বোত্তম ইস্তিগফার ঃ

(٤٠٨) عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ تَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ بخارى

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ اَلْاِسْتِغْفَارُ 'আলইসতিগফারু'–ক্ষমা চাওয়া। اَللّٰهُمَّ 'আল্লাহুম্মা' –হে আল্লাহ্। خَلَقْتَنِىْ 'খালাকতানী'–আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। عَهْدِكَ 'আহদিকা'–তোমার সাথে ওয়াদা করছি। وَعْدِكَ 'ওয়া'দিকা'– তোমার সাথে ওয়াদা اِسْتَطَعْتُ 'ইসতাতা'তু'– স্যাধানুযায়ী। اَبُوْءُ 'আবূউ'–আমি স্বীকার করছি। لَايَغْفِرُ 'লা-ইয়াগফিরু'–ক্ষমা করবে না।

৪০৮। শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম ইসতিগফার হলো তুমি একথা বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّى - لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ

"হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দাহ্। আমি তোমার ইবাদত-বন্দেগী করবো বলে তোমার সাথে যে কথা দিয়েছি ও ওয়াদা করেছি তা প্রতিপালনের জন্যে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবো। আমি আমার অপকর্মের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তোমার নিকটই আশ্রয় চাই। আমাদেরকে যে অসংখ্য নেয়ামাত দান করেছো সেগুলো আমি স্বীকার করছি। আমি যে সমস্ত গুনাহ করেছি তার অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব হে আমার প্রতিপালক! আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও। তুমি ছাড়া আমার অপরাধ আর কে ক্ষমা করবে?"-বুখারী

শোবার নিয়ম ও দোয়া ঃ

(٤٠٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض ..... ثُمَّ يَقُوْلُ بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ - اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ - بخارى

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ وَضَعْتُ 'ওয়াযা'তু'–আমি রাখছি। جَنْبِى 'জাম্বী'–আমার দেহ। اَرْفَعُهٗ 'আরফাউহু'–আমি উঠাবো। اَمْسَكْتَ 'আমসাকতা'–আমার জান নিয়ে নাও। فَارْحَمْهَا 'ফারহামহা'–তাহলে এর উপর রহম করো। اَلصّٰلِحِيْنَ 'আসসালিহীনা'–নেক বান্দা।

৪০৯। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যখন রাতে শোবার জন্যে বিছানায় যেতেন, ডান হাত গালের নিচে রেখে) বলতেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার নাম নিয়ে আমার দেহ বিছানার রাখছি এবং তোমার নামেই আবার উঠবো। যদি (এ রাতেই) আমার জান নিয়ে নাও তাহলে তার উপর রহম করো। আর যদি জীবন না নিয়ে জীবিত থাকার আরো সুযোগ দাও তাহলে আমাকে তোমার নেক বান্দাদের মতো হেফাযত করো। –বুখারী

দুশ্চিন্তা দূর করার দোয়া ঃ

(٤١٠) عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعْوَةُ الْمَكْرُوْبِ۔ اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلاَ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ۔ وَاَصْلِحْ لِىْ شَاْنِىْ كُلَّهٗ۔ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ۔ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اَلْمَكْرُوْبُ 'আলমাকরূবু'–চিন্তাগ্রস্ত, বিপন্ন। اَرْجُوْ 'আরজূ'–আমি প্রত্যাশী لاَتَكِلْنِىْ 'লা তাকিলনী'–আমাকে ছেড়ে দেবেন না। نَفْسِىْ 'নাফসী'–আমার প্রবৃত্তি। طَرْفَةَ عَيْنٍ 'তারফাতা' আইনিন'–এক পলকের জন্যও। اَصْلِحْ 'আসলিহ্'–সুন্দর করে দাও। شَاْنِىْ 'শানী'–আমার অবস্থা।

৪১০। আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিপন্ন মানুষ এ দোয়া পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلاَ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِى طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ كُلَّهٗ۔ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ *

www.icsbook.info

"হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমতের প্রত্যাশী। আমাকে এক পলকের জন্যেও আমার প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দিও না। আমার যাবতীয় অবস্থা ও কাজ-কর্ম সুষ্ঠু ও সুন্দর করে দাও। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"

–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ যতক্ষণ কোন মানুষ আল্লাহর সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকে। ততক্ষণ তার প্রবৃত্তি তাকে কাবু করতে পারে না ও তার দ্বারা কোন গুনাহর কাজ সম্পাদন করাতে সক্ষম হয় না। কিন্তু যখনই মানুষ নিজেকে আল্লাহর তত্ত্বাবধান থেকে বঞ্চিত করে তখনই প্রবৃত্তি তাকে সরাসরি ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। এ কারণে মু'মিন ও দ্বীনদার ব্যক্তিগণ সর্বদা এ দোয়া করতে থাকেন। হে আল্লাহ! আমাকে প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দিয়ো না, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। আমার গোটা জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠু করে দাও।

কয়েকটি বিশিষ্ট দোয়া ঃ

(٤١١) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَعُوْذُ 'আউযু'–আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। بِكَ 'বিকা'–আপনার নিকট। اَلْهَمُّ 'আনহাম্মু'–দুশ্চিন্তা। اَلْعَجْزُ 'আলইজযু' –অলসতা, অসহায়তা। اَلْحُزْنِ 'আলহুযনি' –দুঃখ-কষ্ট। اَلْكَسَلُ 'আলকাসলু' –অলসতা, দুর্বলতা। ضَلَعٌ 'দ্বালউ'ন'– দুর্বিসহ বোঝা। اَلدَّيْنُ 'আদ্দাইনু' –ঋণ। غَلَبَةٌ 'গালাবাতুন'–প্রাধান্য।

৪১১। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَ الْكَسَلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ غَلَبَةِ الرِّجَالِ .....

www.icsbook.info

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অশান্তি ও দুশ্চিন্তার হাত থেকে। অকর্মণ্যতা ও অলসতার কবল থেকে। দুঃসহ ঋণের বোঝা থেকে এবং দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে।" -বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পণ করার তাৎপর্য হলো; বান্দা তার নিজের দুর্বলতা ও অসহায়তা সম্পর্কে সজাগ। সে যে সম্পূর্ণ দুর্বল একথা তার জানা আছে বলেই সব রকমের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছে।

বিপদের আশংকা থেকে যে দুশ্চিন্তা ও অশান্তির সৃষ্টি হয় আরবী ভাষায় তাকে هَمٌّ (হাম্মুন) বলা হয়। আর বিপদে আক্রান্ত হয়ে যাবার পর যে ব্যাথার সৃষ্টি হয় সে ব্যাথাকে বলে حُزْنٌ (হুযুনুন)। কোন কাজ সমাধা করতে না পারাকে عَجْزٌ (আজযুন) বোকামী ও চেষ্টার অভাবকে كَسَلٌ (কাসালুন) বলা হয়। অর্থাৎ মানুষ মনে করে, এ কাজটা অত্যন্ত সহজ। আজ রাতেই করে ফেলবে। রাত চলে গেলো। কিন্তু কাজটা করা হলো না। তখন বলে, ঠিক আছে আগামী কাল করে ফেলবো। এভাবে সে কাজের সুযোগ হারিয়ে ফেলে।

এ দোয়ার সারমর্ম হলো, মু'মিন নিজের প্রতিপালকের নিকট বলতে থাকে, হে আল্লাহ! আমাকে হেফাযত করো। অনাগত বিপদের আশংকায় আমার মন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করো না। বিপদ যদি এসেই পড়ে তাহলে ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দিয়ো। কোন জিনিস হারিয়ে গেলে তার জন্যে যেনো ব্যাথা অনুভব না করি। তোমার পথে চলতে গিয়ে যেনো কোন সময় অলসতা না করি। আজ করবো কাল করবো বলে অযথা সময় ক্ষেপণ না করি। আমার উপর যেনো ঋণের এমন কোন বোঝা চেপে না বসে যা পরিশোধ করতে না পেরে আমি দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয়ে পড়ি। আমাকে অসৎ লোকের প্রভাবধীন করো না।

(٤١٢) اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوٰهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَاَيَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَاتَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَايُسْتَجَابُ لَهَا ـ مسلم زيد بن ارقم

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ اِتِ 'আতি'–আমাকে দিন। تَقْوٰهَا 'তাকওয়াহা'–আল্লাহ্ভীতি। زَكِّهَا 'যাক্কিহা'–তাকে পবিত্র রাখুন। اَنْتَ وَلِيُّهَا 'আনতা ওয়ালিয়ুহা'–আপনি এর অভিভাবক। مَوْلاَهَا 'মাওলাহা'–তার মালিক। لاَيَخْشَعُ 'লা-ইয়াখশাউ'–ভীত হয় না। لاَيَشْبَعُ 'লা ইয়াশবাউ''–পরিতৃপ্ত হয় না। لاَيُسْتَجَابُ 'লা-ইউসতাজাবু'–গৃহীত হয় না।

৪১২। যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার নফসকে এ পর্যায়ে উন্নীত করুন যাতে সে আপনার নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকে। আমার নফসকে পবিত্র রাখুন। কেনোনা আপনিই তার সর্বোত্তম পবিত্রতা সাধনকারী। আপনিই তাঁর অভিভাবক ও মালিক। হে আল্লাহ! যে জ্ঞান আমার কোন উপকার সাধন করে না। যে অন্তর আপনার ভয়ে ভীত হয় না। যে নফস পরিতৃপ্ত হয় না এবং যে দোয়া আপনার দরবারে গৃহীত হয় না। এসব জিনিস থেকে বেঁচে থাকার জন্যে আমি আপনার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'উপকারী জ্ঞান' বলতে ঐ জ্ঞানকে বলা হয় যে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহভীতি শিক্ষা দেয়, আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে উৎসাহ যোগায় ও মানুষকে আল্লাহর রহমতের যোগ্য করে গড়ে তুলে।

'নফস তৃপ্ত হয় না' এর অর্থ হলো দুনিয়ার যতো ধন-দৌলতই তার হাতে আসুক তাতে সে তৃপ্ত হয় না। চাহিদা মেটে না বরং আরো চায়। আরো অধিক চায়। দোয়া কবুল না হবার অনেকগুলো কারণের মধ্যে হারাম উপার্জনও একটি বিশেষ কারণ। 'লেন দেন' অধ্যায়ে 'হালাল উপার্জন' শিরোনামে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(٤١٣) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِعْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ ـ مسلم عبد الله بن عمر رضـ

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ زَوَالُ 'যাওয়ালু'–চলে না যায়। تَحَوُّلُ 'তাহাওয়ুল' –তিরোহিত হয়ে না যায়। عَافِيَتِكَ 'অফিয়াতুকা'– আপনার নিরাপত্তা। فُجَاءَةً 'ফুজাআতুন' –হঠাৎ আপতিত বিপদ। نِقْمَتِكَ 'নিকমাতিকা'– আযাব। سَخَطِكَ 'সাখাতিকা'–আপনার গযব।

৪১৩। আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দোয়াও করতেন ঃ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ থেকে শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে নেয়ামত দান করেছেন এগুলো যেনো (আমার গুনাহের দরুন) চলে না যায়। তার জন্যে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যে 'আফিয়াত' আমাকে দান করেছেন তা যেনো তিরোহিত না হয় তার জন্যেও আমি আপনার সাহায্য চাই। আপনার নিকট থেকে হঠাৎ আপতিত আযাব ও সব রকমের গজব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করি।-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'আফিয়াত' হলো দ্বীন ও ঈমান সঠিক থাকা। দৈহিক সুস্থতাও আফিয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

নব দীক্ষিত মুসলমানের দোয়া ঃ

(٤١٤) عَنْ اَبِيْ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ اِذَا اَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمٰتِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ عَلَّمَهُ 'আল্লামাহু'–তাকে শিক্ষা দিতেন। يَدْعُوْ 'ইয়াদউ'–সে দোয়া করবে। اِغْفِرْلِيْ 'ইগফিরলী'–আমাকে ক্ষমা করুন। اِهْدِنِيْ 'ইহদিনী' –আমাকে হিদায়াত দান করুন। عَافِنِيْ 'আফিনী'–আমাকে সুস্বাস্থ্য দান করুন।

৪১৪। মালিক আশজায়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন কোন নতুন লোক ইসলাম গ্রহণ করতো তখন রাসূলুল্লাহ

www.icsbook.info

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নামায শিক্ষা দিয়ে এ দোয়া করতে নির্দেশ দিতেন ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। আমার উপর দয়া করুন। আমাকে সোজা সরল পথ দেখান। আমাকে সুস্থ রাখুন এবং আমাকে জীবিকা দান করুন।-মুসলিম

নামাযের পর দোয়া ঃ

(٤١٥) عَنْ مُعَاذٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِهٖ وَقَالَ يَامُعَاذُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ ثُمَّ قَالَ اُوْصِيْكَ يَامُعَاذُ لَاتَدَعَنَّ فِىْ دُبُرِكُلِّ صَلٰوةٍ تَقُوْلُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ" - رياض الصالحين : ابو داؤد، نسائى

শব্দের অর্থ ঃ لَاُحِبُّكَ 'লাউহিব্বুকা'–আমি অবশ্যই তোমাকে পছন্দ করি। اُوْصِيْكَ 'উসীকা'– উপদেশ দিচ্ছি। لَاتَدَعَنَّ 'লা-তাদাউ'ন্না'–ছেড়ে দিও না। دُبُرِ 'দুবুরি'–পরে। اَعِنِّىْ 'আঈন্নী'–আমাকে সাহায্য করুন।

৪১৫। মু'য়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন, হে মু'য়ায! আমি তোমাকে অবশ্যই পছন্দ করি। এরপর তিনি বললেন, হে মু'য়ায! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। প্রত্যেক ফরয নামাযের পর কখনো এ দোয়াটি পড়া ছেড়ে দিয়ো না। হে আল্লাহ! তোমার যিকির করতে, শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে এবং উত্তমভাবে ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করো।

–রিয়াদুস্ সালেহীন, আবু দাউদ, নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে তোমাকে স্মরণ করবো। তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। সর্বোত্তম পন্থায় তোমার ইবাদত-বন্দেগী করবো। কিন্তু আমি দুর্বল অক্ষম, তোমার সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। তোমার সাহায্য ব্যতীত কোন কাজ সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

www.icsbook.info

(٤١٦) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ اِذَا سَلَّمَ ـ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ـ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَاهُ ـ بخارى

শব্দের অর্থ ঃ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ 'সালাতিন মাকতূবাতিন'–ফরয নামায। مُعْطِي 'মু'তিয়া'–দানকারী।

৪১৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযে সালামের পর এ দোয়া করতেন ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তার হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা। সমস্ত প্রশংসা তারই জন্যে নিবেদিত। তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি কিছু দিতে চাইলে কেউ ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। আর তুমি দিতে না চাইলে কেউ এনেও দিতে পারবে না। তোমার মুকাবিলায় কোন শক্তিমানের শক্তিই কার্যকর নয়।-বুখারী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

বাস্তব দৃষ্টান্ত

নামায ও খুতবায় মধ্যানুবর্তীতা ঃ

(٤١٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رض ـ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلٰوتُه قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ كُنْتُ اُصَلِّىْ 'কুনতু উসাল্লী'–আমি নামায আদায় করতাম। قَصْدًا কাসদান'–মধ্যম। خُطْبَتُهُ 'খুতবাতুহু'–ভাষণ, খুতবা।

৪১৭। জাবির ইব্‌নে সামরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায আদায় করতাম। তাঁর নামায

www.icsbook.info

ছিলো মধ্যম এবং খুতবাও ছিলো মধ্যম। অর্থাৎ বেশী লম্বাও হতো না আবার একেবারে সংক্ষিপ্তও হতো না।-মুসলিম

মুক্তাদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ ঃ

(٤١٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّى لاَقُوْمُ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاُرِيْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِيْهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاَتَجَوَّزُ فِىْ صَلٰوتِىْ كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمِّهٖ - بخارى ابو قتاده رضـ

শব্দের অর্থ ঃ لاَقُوْمُ 'লাআকূমু'–আমি অবশ্যই দাঁড়াই। اُرِيْدُ 'উরীদু' –আমি ইচ্ছা করি। اُطَوِّلَ 'আতূলা'–আমি দীর্ঘ করিব। اَسْمَعُ 'আসমাউ' –আমি শুনি। بُكَاءٌ 'বুকাউন'–কান্না। اَلصَّبِيُّ 'আসসাবিয়্যু'–শিশু। فَاَتَجَوَّزُ 'ফাআতাজাওয়াযু' –আমি সংক্ষিপ্ত করে ফেলি। كَرَاهِيَةٌ 'কারাহিয়্যাতান' –অপছন্দ। اَشُقَّ 'আশুককা'–আমি কষ্ট দেবো।

৪১৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি নামায পড়তে আসি এবং দীর্ঘ করে নামায পড়ার ইচ্ছে করি। কিন্তু যখন কোন শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি তখন নামায সংক্ষিপ্ত করে ফেলি। কেননা কোন শিশুর মা কষ্ট পাক এটা আমি পছন্দ করি না।-বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে মেয়েরাও মসজিদে এসে জামায়াতে নামায আদায় করতো। তাদের সঙ্গে শিশুদের মাও আসতো। এ হাদীসে এদের কথাই বলা হয়েছে। এ হাদীসে ইমামগণের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যারা মুক্তাদীদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দিকপাত না করে লম্বা সূরা দিয়ে নামায পড়েন।

দীর্ঘ নামায ঃ

(٤١٩) عَنْ زِيَادٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُوْمُ لِيُصَلِّىَ حَتّٰى تَرِمَ قَدَمَاهُ اَوْسَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهٗ - فَيَقُوْلُ اَفَلاَ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا - بخارى

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ لَيَقُوْمُ 'লাইয়াকূমু'–তিনি এতো অধিক সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন। تَرِمُ 'তারিমু'–ফুলে যেতো। قَدَمَاهُ 'কাদামাহু'–তাঁর দু' পা। سَاقَاهُ 'সাকাহু'–তাঁর উভয় পায়ের গোড়ালী। اَفَلاَ اَكُوْنَ 'আফালা আকূনা'–আমি কি হবো না। شَكُوْرًا 'শাকূরান'–কৃতজ্ঞ।

৪১৯। যিয়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মুগিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাযে এতো অধিক সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে তার পা অথবা গোড়ালী (বাত জমে গিয়ে) ফুলে যেতো। এ জন্যে লোকেরা যখন বলাবলি করতো। আল্লাহর নবীর এতো কষ্ট করার প্রয়োজন কি? তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না।–বুখারী

শিক্ষা দান পদ্ধতি

সামর্থ অনুযায়ী কাজের নির্দেশ ঃ

(٤٢٠) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ - كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَمَرَهُمْ اَمَرَهُمْ مِنَ الْاَعْمَالِ بِمَا يُطِيْقُوْنَ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَمَرَهُمْ 'আমারাহুম'–তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিতেন। اَلْاَعْمَالِ 'আলআ'মালি'–কাজসমূহ। بِمَايُطِيْقُوْنَ 'বিমা ইউতীকুনা'–যা তারা করতে পারতো।

৪২০। আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জনগণকে কোন কাজের নির্দেশ দিতেন। তখন এমন কাজের নির্দেশই দিতেন যা তারা করতে পারতো।-বুখারী

নামাযের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা ঃ

(٤٢١) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ

www.icsbook.info

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ اُمِّيَاهُ مَاشَأنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَىَّ؟ - فَلَمَّا رَاَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنَنِى لٰكِنِّىْ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِاَبِيْ هُوَ وَاُمِّىْ مَارَاَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ اَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ - مَاكَهَرَنِى وَلاَ ضَرَبَنِى وَلاَ شَتَمَنِيْ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ - اِنَّمَا هِىَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اِذْ 'ইয'–এ সময়। عَطَسَ 'আতাসা' – হাঁচি দিলো। فَرَمَانِيْ 'ফারামানী'– আমার দিকে তাকালো। اَثُكْلَ اُمِّيَاهُ 'আসকালা উম্মায়াহু'–তার মা বাবা তার জন্য উৎসর্গ হোক। يُصَمِّتُوْنَنِى 'ইয়াসাম্মিতূনানী' – আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে। سَكَتُّ 'সাকাততু'–আমি চুপ হয়ে গেলাম। بِاَبِىْ هُوَ وَاُمِّىْ 'বিআবী হুওয়া ওয়া উম্মী'–তার ওপর আমার মা-বাবা কুরবান হোক! مُعَلِّمًا 'মুআল্লিমান'–শিক্ষক। اَحْسَنُ 'আহসানু'–উত্তম। مَاقَهَرَنِىْ 'মা কাহারানী'–তিনি আমাকে ধমকালেন না। لاَشَتَمَنِىْ 'লা-শাতামানী'–গালিগালাজ করলেন না। لاَضَرَبَنِىْ 'লা-যারাবানী' –তিনি আমাকে মারলেন না। لاَيَصْلُحُ 'লা-ইয়াসলুহু'–উচিত নয়।

৪২১। মু'য়াবিয়া ইবনে হাকাম আস্-সুলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায আদায় করতে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি (নামাযের মধ্যে জবাবে) يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলে ফেললাম। লোকেরা আমার দিকে তাকাতে লাগলো (তা দেখে) আমি বললাম, আল্লাহ তোমাদেরকে জীবিত রাখুক। আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছো কেনো ? আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে। তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। আমার পিতা-মাতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্যে উৎসর্গ হোক। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.icsbook.info

ওয়াসাল্লামের আগে ও তাঁর তিরোধানের পরে তাঁর চেয়ে উত্তম কোন প্রশিক্ষণ দানকারী শিক্ষক জীবনে আর দেখিনি। নামায আদায়ের পর তিনি আমাকে ধমকালেন না। মারলেন না। গালিগালাজও করলেন না। শুধু বললেন, এটা হলো নামায। আর নামাযে কথাবার্তা বলা উচিত নয়। নামাযে শুধুমাত্র আল্লাহর তসবীহ-তাহলীল ও কুরআন পড়া হয়ে থাকে।-মুসলিম

ধর্মে উদারতা ঃ

(٤٢٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَالَ اَعْرَابِىٌّ فِى الْمَسْجِدِ - فَقَامَ النَّاسُ اِلَيْهِ لِيَقَعُوْا فِيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوْهُ وَاَرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهٖ سَجْلاً مِنْ مَّاءٍ اَوْذَنُوْبًا مِنْ مَّاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ بَالَ 'বালা'–প্রশ্রাব করে দিলো। يَقَعُوْا 'ইয়াকাউ'–মারতে উদ্যত হলো। دَعُوْهُ 'দাউ'হু'–তাকে ছেড়ে দাও। سَجْلاً 'সাজলান'–এক বালতি। مُعَسِّرِيْنَ 'মুআস্‌সিরীনা'–কষ্টসাধ্য দুরূহ।

৪২২। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক বেদুইন মসজিদে প্রশ্রাব করে দিলে লোকেরা তাকে মারতে উদ্যত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তাকে মেরো না। ছেড়ে দাও এবং তার প্রশ্রাবে এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমরা তো দ্বীনকে মানুষের জন্যে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে পেশ করার জন্যে প্রেরিত হয়েছো। দ্বীনের দিকে মানুষের আগমন দুরূহ ও কষ্টসাধ্য করার জন্যে তোমাদেরকে পাঠানো হয়নি। -বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মু'য়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামেনে পাঠাবার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন। তোমরা সেখানকার লোকজনের সামনে এমন সুন্দর ও সহজ সরলভাবে দ্বীনকে পেশ করবে। তারা যেনো এটাকে সহজ মনে

www.icsbook.info

করে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমন পদ্ধতি কখনো গ্রহণ করবে না যার পরিণামে লোকেরা দ্বীনকে কঠিন মনে করে দূরে সরে যায়। জনগণকে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করে গভীর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ করবে। তোমাদের প্রতি ঘৃণা ও খারাপ ধারণার উদ্রেক করাবে না।

আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা ঃ

(٤٢٣) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ - فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا - فَظَنَّ اَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا اَهْلَنَا فَسَاَلَ عَمَّنْ تَرَكْنَا فَاَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوْا اِلٰى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَصَلُّوْا صَلَاةَ كَذَا حِيْنَ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِيْ حِيْنِ كَذَا (وَفِيْ رِوَايَةٍ وَصَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ) - فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ شَبَبَةٌ 'শাবাবাতুন'–তরুণ যুবক। مُتَقَارِبُوْنَ 'মুতাকারিবূনা' –একই বয়সের। قَدِ اشْتَقْنَا 'কাদিশতাকনা'–আমরা এখন বাড়ী যেতে চাই। فَاَخْبَرْنَاهُ 'ফাআখবারনাহু'–তারপর আমরা তাঁকে জানালাম। اِرْجِعُوْا 'ইরজিঊ'–তোমরা ফিরে যাও। عَلِّمُوْهُمْ 'আল্লিমূহুম'–তোমরা তাদের শিক্ষা দিবে। لِيَؤُمَّكُمْ 'লিইউওয়াম্মাকুম' –অবশ্যই তাদের ইমামতী করবে। اَكْبَرُكُمْ 'আকবারুকুম'–তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি।

৪২৩। হযরত মালিক ইবনুল হুয়াইরাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা কতিপয় তরুণ যুবক দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়েছিলাম। তাঁর দরবারে আমরা বিশ দিন অবস্থান করলাম। আমাদের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত সদয় ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করলেন। অতঃপর তিনি বুঝতে পারলেন আমরা এখন বাড়ীতে ফিরে যেতে চাই। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন,

www.icsbook.info

তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কে কে আছে ? আমরা সবার কথা খুলে বললাম। সব শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা নিজেদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যাও। এখান থেকে যা কিছু শিখেছো তা তাদেরকে শেখাবে। তাদের ভালো কাজের আদেশ দেবে। অমুক নামায অমুক সময়ে আদায় করবে এবং অমুক নামায অমুক সময়ে পড়বে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছো তোমরা সেভাবে নামায আদায় করবে। নামাযের সময় হলে তোমাদের কেউ আযান দেবে এবং যিনি বয়োজেষ্ঠ তিনি ইমামতি করবেন। -বুখারী, মুসলিম

সৃষ্টির প্রতি দয়া

ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়া ঃ

(٤٢٤) عَنْ جُوَيْرِيْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِى النِّمَارِ اَوِالْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِى السُّيُوْفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَبَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَر، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَاٰى بِهِمْ مِّنَ الْفَاقَةِ ـ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَاَمَرَبِلاَلاً فَاَذَّنَ وَاَقَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ ـ يَااَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (النساء اَيت ١) وَالْاٰيَةَ الْاُخْرٰى الَّتِىْ فِىْ اٰخِرِ الْحَشْرِ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا تَّقُو اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ ـ (سورة حشر ايت ١٨) لِيَتَصَدَّقْ رَجُلٌ مِّنْ دِيْنَارِهٖ مِنْ دِرْهَمِهٖ ـ مِنْ ثَوْبِهٖ مِنْ صَاعِ تَمْرِهٖ حَتّٰى قَالَ وَلَوْبِشِقِّ تَمْرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتّٰى

www.icsbook.info

رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتّٰى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْقَصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ صَدْرِ النَّهَارِ 'সাদরিন্নাহারি'– সকাল বেলা। اَلنِّمَارُ 'আন্নামারু' –মোটা চাদর, কম্বল। فَتَمَعَّرَ 'ফাতামা'আরা'–বিবর্ণ হয়ে গেল। اَلْفَاقَةُ 'আলফাকাতু'– দুরাবস্থা। خَطَبَ 'খাতাবা'–বক্তৃতা দান করলেন। لِيَتَصَدَّقْ লিইয়াতাসাদ্দাকু'–অবশ্যই দান করবেন। بِشِقِّ تَمْرَةٍ 'বিশিক্‌কি তামারাতিন'–অর্ধেক খেজুর। تَتَابَعَ 'তাতাবাআ'–একের পর এক। كَوْمَيْنِ 'কাওমাইনি'–দু'টি স্তুপ। يَتَهَلَّلُ 'ইয়াতাহাল্লালু'–চমকাচ্ছে। كَأَنَّهَا مُذْهَبَةٌ 'কাআন্না মুযাহাবাতিন'– যেন তাতে সোনালী রং ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে।

৪২৪। জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আমরা একদিন সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে ছিলাম। এমন সময় কিছু লোক কাঁধে তরবারী ঝুলিয়ে মোটা কম্বল গায়ে জড়ায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো। তাদের শরীরের অধিকাংশই ছিলো অনাবৃত। লোকগুলোর অধিকাংশই কিংবা সবাই 'মুযার' গোত্রের লোক। তাদের দুরবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে এলেন এবং বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আযান দিতে বললেন। (তখন নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল) অতঃপর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আযান দিলেন। তাকবীর

www.icsbook.info

বললেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ালেন। নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বক্তৃতা প্রদান করলেন। তিনি বক্তৃতায় সূরায়ে নিসার প্রথম আয়াত এবং সূরায়ে হাশরের শেষ রুকূ'র প্রথম আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন এবং বললেন ঃ জনগণের উচিত আল্লাহর রাস্তায় দান করা। দীনার দেয়া, দেরহাম দেয়া। কাপড় চোপড় দেয়া। এক কাঠা গম দেয়া। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন, যদি কারো নিকট একটি খেজুরের অর্ধেকও থাকে তবে তাও আল্লাহর পথে দিয়ে দিতে হবে। বক্তৃতা শোনার পর জনৈক আনসার একটি ভরা ব্যাগ হাতে নিয়ে এলেন। ব্যাগটি এত ভারী ছিলো যে তিনি তা ধরে রাখতে পারছিলেন না। এরপর লোকেরা একের পর এক সদকা দিতে আরম্ভ করলো। শেষ পর্যন্ত আমি দেখলাম গম, খাদ্য ও কাপড়ের দুটো স্তুপ হয়ে গেলো। জনগণের সদকা দেয়ার দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে চমকাতে লাগলো। মনে হচ্ছিলো যেনো তাঁর চেহারায় সোনালী রং ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেন। যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম কাজ চালু করবে, তার সওয়াব তো সে পাবেই, অধিকন্তু পরবর্তীকালে যারা ঐ কাজ করবে তাদের সাথে সমান সওয়াবও পেতে থাকবে। কিন্তু পরবর্তীদের সওয়াব একটুও কমানো হবে না। অপরপক্ষে ইসলামে যদি কোন ব্যক্তি খারাপ রেওয়াজ চালু করে তাহলে সে তার গুনাহের ভাগীতো হবেই। অধিকন্তু পরবর্তীকালে যারা এ গুনাহের পথে চলবে তাদের সমান গুনাহ তার আমলনামায়ও লেখা হবে। কিন্তু তাদের গুনাহের বোঝা থেকে একটুও কমবে না।-মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামের দু'টি বুনিয়াদী শিক্ষার একটি হলো আল্লাহর একত্ববাদ। দ্বিতীয়টি আল্লাহর অভাবী বান্দাদের জন্যে দয়া, প্রীতি ও শুভেচ্ছা। মানুষের প্রতি শুভেচ্ছার কারণেই তাদের অভাব অনটন দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা দুঃখে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। তাদের খাদ্য ও কাপড়ের ব্যবস্থা হয়ে গেলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

www.icsbook.info

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরায়ে নিসার যে আয়াত পাঠ করেছিলেন তার মর্ম হলো ঃ হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ থেকে আত্মরক্ষা করো। যিনি তোমাদেরকে একটিমাত্র জীবন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই তার স্ত্রী বানিয়েছেন। এ দু'জন হতে পরবর্তীকালে অসংখ্য নারী পুরুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, তোমরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করো। যার নাম নিয়ে তোমরা একে অপরের নিকট থেকে অধিকার আদায় করতে চাও। আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতি লক্ষ রেখো এবং তাদের অধিকার প্রদান করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক।

এ আয়াতে আল্লাহ দু'টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি আল্লাহর একত্ববাদ ও অপরটি মানব জাতির ঐক্য। আল্লাহর একত্ববাদের অর্থ হলো, একমাত্র আল্লাহরই বন্দেগী ও আনুগত্য। এটার নাম হলো তৌহিদ।

মানব জাতির ঐক্যের অর্থ হলো, সমস্ত বিশ্বের মানব মণ্ডলী একই পিতা-মাতার সন্তান। সুতরাং ভালোবাসার ভিত্তিতেই তাদের সকল সম্পর্ক নির্ধারিত হওয়া উচিত।

এ নিঃস্ব কাঙ্গালগণকে দেখে এদের সদকা ও দানের আবেদন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আয়াত তেলাওয়াত করা এ কথারই পরিষ্কার ইঙ্গিত বহন করে যে, সমাজের অসহায় ও দরিদ্রদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা না করা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ উদ্রেকের কারণ।'

সূরায়ে হাশরের যে আয়াত তিনি পাঠ করেছিলেন তার অর্থ হলো, হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেক লোকেরই এ বিষয়ে ভেবে দেখা উচিত। কিয়ামতের জন্যে সে কি জমা করেছে ? হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণভাবে অবহিত।

এ আয়াত পাঠ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, দরিদ্র ও অভাবীদের অভাব মোচনে যে অর্থ

www.icsbook.info

ব্যয় করা হয় তা ধ্বংস হয় না বরং আখেরাতের পুঁজিতে পরিণত হয়। যে ব্যক্তি প্রথমে দান করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রশংসা করে ঘোষণা করেছেন। এ ব্যক্তি নিজের সদকার জন্যে সওয়াব তো পাবেই সংগে সংগে তার দেখাদেখি অন্য যারা সদকা করেছে তাদের সকলের সমান ছওয়াবও সে পাবে।

দু'জনের খাবারে তৃতীয়জনের অংশ নেয়া ঃ

(٤٢٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رضـ اَنَّ اَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوْا اُنَاسًا فُقَرَاْوَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهٗ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهٗ طَعَامُ اَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ اَوْكَمَا قَالَ- وَاَنَّ اَبَابَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَاَنْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرَةٍ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَصْحَابُ الصُّفَّةِ 'আসহাবুসসুফফাতি' –সুফফার অধিবাসীগণ। মসজিদে নবুবীর চত্বরে সাহাবীগণের একটি দল দীন শিক্ষার জন্য সবসময় উপস্থিত থাকতেন। كَانُوْا اُنَاسًا فُقَرَاءَ 'কানূ উনাসান ফুকারাআ'–তারা ছিলো গরীব মানুষ طَعَامُ اثْنَيْنِ 'তোয়ামু ইসনাইনি' –দুজনের খাবার। فَلْيَذْهَبْ 'ফালইয়াযহাব'–সে যেন যায়। بِثَالِثٍ 'বিসালিসিন'–তৃতীয় জনসহ। بِخَامِسٍ وَسَادِسٍ 'বিখামিসিন ওয়া সাদিসিন'–পঞ্চম ও ষষ্ঠ জনসহ। بِعَشَرَةٍ 'বিআশারাতিন'–দশজনসহ।

৪২৫। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আস্‌হাবে সুফ্‌ফার সদস্যগণ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাদের ঘরে দু'জনের খাবার আছে তারা এখন থেকে তৃতীয় আর একজনকে নিয়ে যাবে। যাদের ঘরে চারজনের খাবার আছে তারা পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ আরো দু'জন লোককে নিয়ে যাবে। (একথা শোনার পর) আবু বকর সিদ্দীক

www.icsbook.info

রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনজন লোক ঘরে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশজনকে সংগে নিয়ে গেলেন।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন জনগণের পরিচালক ও নেতা। তিনি যদি দশ জনকে সংগে করে না নিতেন তাহলে সাধারণ লোকেরা সন্তুষ্ট চিত্তে ৪/৫ জনকে কি করে নিতো? এটাই নিয়ম। দায়িত্বশীল নেতৃবর্গ যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ত্যাগ ও কুরবানীর দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারেন তাহলে তার অনুসারী কর্মী বাহিনীর মধ্যে ত্যাগ ও কুরবানীর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হবে। অগ্রগামী ব্যক্তিগণই যদি পিছটান দেয় তাহলে পশ্চাতের লোকদের মনে সামনে অগ্রসর হবার মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া সুদূর পরাহত।

মন জয় ও সদ্ভাব সৃষ্টি করা ঃ

(٤٢٦) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاِسْلَامِ شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ ـ وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَاقَوْمِ اَسْلِمُوْا فَاِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِيْ عطَاءَ مَنْ لاَّيَخْشٰى الْفَقْرَ ـ وَاِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَايُرِيْدُ اِلاَّ الدُّنْيَا فَمَا يَلْبَثُ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى يَكُوْنَ الْاِسْلَامُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ـ

ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ سُئِلَ 'সুয়িলা'–চাইতো। اَعْطَاهُ 'আতাহু'–তাকে তা দিতেন। فَرَجَعَ 'ফারাজাআ'–ফিরে গিয়ে। اَسْلِمُوْا 'আসলিমূ'–তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। لاَيَخْشٰى 'লা-ইয়াখশা'–তিনি ভয় করেন না। اَحَبَّ 'আহাব্বা'–অধিক প্রিয়।

৪২৬। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করার লক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অকাতরে দান করতেন। তাঁর নিকট যে জিনিসেরই আবেদন জানানো হতো তাকে অবশ্যই তা দিয়ে দিতেন। একদনি তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এলে তাকে

www.icsbook.info

দু'পাহাড়ের মধ্যে বিচরণকারী সমস্ত বকরী দিয়ে দিলেন। সে ব্যক্তি তার কওমের নিকট ফিরে গিয়ে বললো, হে আমার সগোত্রীয় লোকেরা! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কেননা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তির ন্যায় (মুক্ত হস্তে) দান করেন যে কখনো দারিদ্রের ভয় করেন না। বা বর্ণনাকারী আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মানুষ যদিও ধন-সম্পদের লোভে মুসলমান হতো কিন্তু বেশী দিন এ অবস্থা থাকতো না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণে অচিরেই ইসলামের প্রতি আকর্ষণ তার মন-মগজে এমনভাবে বসে যেতো যে দুনিয়ার সমুদয় সম্পদের চেয়ে ইসলামই তার নিকট বেশী প্রিয় বলে মনে হতো।-মুসলিম

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম

বিরোধীদের জন্যে দোয়া ঃ

(٤٢٧) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِىْ نَبِيًا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَاَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ 'কাআন্নী আনযুরু' – আমি যেন দেখছি। يَحْكِىْ 'ইয়াহকী' –বর্ণনা করছেন। فَاَدْمَوْهُ 'ফাআদমাওহু'–তারা তাঁকে রক্তাক্ত করে দিয়েছেন। يَمْسَحُ 'ইয়ামসাহু' –তিনি মুছছেন। لاَيَعْلَمُوْنَ 'লা-ইয়া'লামূনা' –তারা জানে না।

৪২৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন নবীর কাহিনী বর্ণনা করছিলেন। দ্বীনের প্রতি আহবানের অপরাধে সে নবী আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর জাতির লোকেরা এমন মর্মান্তিকভাবে প্রহার করে তার

www.icsbook.info

দেহ রক্তাক্ত করে দিয়েছিলো। এরূপ কঠিন অবস্থায়ও সেই নবী নিজের মুখমণ্ডল হতে রক্ত মুছছেন আর বলছেন, হে আল্লাহ! আমার জাতির অপরাধ মাফ করে দাও। কেনোনা তারা প্রকৃত অবস্থা জানে না।

–বুখারী, মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সা.-এর জন্যে সর্বাধিক দুঃসময় ঃ

(٤٢٨) عَنْ عَائِشَةَ رضـ اَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ
اَتٰى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ اَشَدَّ مِنْ يَوْمِ اُحُدٍ؟ قَالَ قَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ
اَشَدُّ مَا لَقِيْتُهُ يَوْمُ الْعَقَبَةِ، اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِيْ عَلَى بْنِ عَبْدِ يَالَيْلَ بْنِ
عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ يُجِبْنِيْ اِلٰى مَا اَرَدْتُّ فَانْطَلَقْتُ، وَاَنَا مَهْمُوْمٌ عَلٰى وَجْهِيْ
فَلَمْ اَسْتَفِقْ اِلاَّ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ ـ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَنَظَرْتُ، فَاِذَا فِيْهَا
جِبْرِيْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَنَادَانِيْ ـ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى سَمِعَ
قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوْا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا
شِئْتَ فِيْهِمْ ـ فَنَادَانِيْ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ
قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَاَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِيْ رَبِّيْ اِلَيْكَ
لِتَأْمُرَنِيْ بِاَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ؟ اِنْ شِئْتَ لَبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْاَخْشَبَيْنِ ـ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ اَرْجُوْ اَنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ اَصْلاَبِهِمْ مَّنْ
يَّعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَيُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا ـ بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَشَدُّ 'আশাদ্দু'–আরো মারাত্মক কোন কঠিন। قَدْ لَقِيْتُ 'কাদ লাকীতু'–অবশ্যই আমার জীবনে এসেছে। مَهْمُوْمٌ 'মাহমূমুন'–কঠিন সময়। لَمْ اَسْتَفِقْ 'লাম আসতাফিক'–আমি সুস্থ হইনি। فَنَادَانِيْ 'ফানাদানী' –তিনি আমাকে ডেকে বলেন। مَلَكُ الْجِبَالِ 'মালাকুল জিবালি'–পাহাড়ের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ফেরেশতা। لِتَأْمُرَهُ 'লিতা'মুরুহু'–আপনি যেনো

www.icsbook.info

তাকে আদেশ দেন। فَسَلَّمَ 'ফাসাল্লামা'–তিনি সালাম দিলেন। بَعَثَنِي 'বাআসানী' –আমাকে পাঠিয়েছেন। لِتَأْمُرَنِي 'লিতা'মুরানী'–আপনি যেন আমাকে আদেশ দেন। أَرْجُوْ 'আরজূ' –আমি আশা করি। يَعْبُدُ اللّٰه 'ইয়া'বুদুল্লাহা' –আল্লাহর ইবাদত করবে।

৪২৮। আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওহুদের কঠিন সময়ের চেয়ে আরো মারাত্মক কোন কঠিন সময় আপনার জীবনে এসেছিলো কি ? তিনি বললেন, হে আয়েশা! তোমার সম্প্রদায় কুরাইশদের পক্ষ থেকে আমার জীবনে বহু বিপদ আপদ এসেছে। তন্মধ্যে আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় ছিলো "আকাবার" দিন। সে দিন আমি আবদে ইয়ালির ইবনে আবদে কুলালের নিকট নিজেকে পেশ করেছিলাম। কিন্তু আমি তার নিকট যা চেয়েছিলাম তা দিতে সে অস্বীকৃতি জানালো। আমি নিরাশ হয়ে নিতান্ত চিন্তিত মনে সেখান থেকে ফিরে এলাম। করনুসসায়ালিবে পৌঁছে যখন চিন্তা একটু হালকা হলো। তখন আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে জিবরীল আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তথায় উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার জাতি আপনার সঙ্গে যে কথাবার্তা বলেছে এবং যে ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গীতে আপনার দাওয়াতের জবাব দিয়েছে আল্লাহ তার সবই শুনেছেন। এখন আল্লাহ পাহাড়সমূহের তত্ত্ববধানে নিয়োজিত ফিরিশতাদেরকে আপনার নিকট পাঠাচ্ছেন। দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী লোকদের শাস্তি বিধানের জন্যে আপনি তাদেরকে যে হুকুম করবেন তারা দ্বিধাহীন চিত্তে সে হুকুম পালন করবে। এরপর পাহাড়সমূহের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ফিরিশতাগণ আমাকে আওয়াজ দিলো। সালাম জানিয়ে বললো, হে মুহাম্মদ! আপনার জাতির লোকজন আপনার সঙ্গে যে কথাবার্তা বলেছে, আল্লাহ তা সবই শুনেছেন। আমরা পাহাড়সমূহের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছি। আল্লাহ আমাদেরকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আপনার জাতির শাস্তি বিধানের জন্যে। আপনি আমাদেরকে

www.icsbook.info

যে আদেশ করবেন তা এক্ষুণি পালন করবো। আপনি যদি বলেন তাহলে এ দু'দিকের পাহাড়গুলোকে এমনভাবে মিলিয়ে দেবো যে মাঝখানের সমস্ত অধিবাসী পিষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, না বরং আমি আশা করছি যে এদের সন্তানাদির মধ্যে এমন লোক জন্ম নেবে যারা শুধু আল্লাহর বন্দেগীই করবে এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করবে না।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'আকাবার দিন' এর অর্থ তায়েফের দিন। তায়েফ নগরে কুরাইশ ব্যবসায়ীগণ চামড়ার বিরাট বিরাট ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলো। তায়েফের মূল অধিবাসী ও কুরাইশদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। মক্কাবাসীদের উপর থেকে নিরাশ হয়ে তিনি এ আশায় তায়েফে এসেছিলেন, হয়তোবা সত্য দ্বীন এখানে আশ্রয় পেতে পারে। কিন্তু ইবনে আবদে ইয়ালিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর গুণ্ডা বাহিনী লেলিয়ে দিলেন। এদের পাথরের আঘাতে আঘাতে তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন।

যখন কোন জাতি আল্লাহর নবীর আহবান প্রত্যাখ্যান করে তখন তারা শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। কিন্তু নবীগণ নিরাশ না হয়ে কওমের মধ্যে কাজ করতেই থাকেন। তারা আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকেন। হে আল্লাহ! আজ আযাব দেবেন না। আগামীকাল হয়তো তারা ঈমান আনতে পারে। যখন পাহাড়ের ফেরেশতাগণ বললো, 'যদি আপনি ইচ্ছে করেন তাহলে মক্কার দু'পাহাড় – জাবালে আবু কুবাইস ও জাবালে আহমার একত্রে মিলিয়ে এখনই এদের পিষে ফেলবো।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমাকে আমার কওমের লোকজনের নিকট তাবলীগ করার সুযোগ দাও। আশা করি তারা আগামীতে ঈমান আনবে। যদি তারা ঈমান না আনে তাহলে আশা করি তাদের ছেলেমেয়েরা ঈমান আনবে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের এটাই হলো দৃষ্টান্ত। ধৈর্য এবং সহনশীল মনোভাবের অধিকারী না হতে পারলে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কার্যকর ভূমিকা পালন করা যায় না।

www.icsbook.info

নবী স.–এর সঙ্গী-সাথীদের অবস্থা

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাহাজ্জুদ নামায ঃ

(٤٢٩) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ - قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بَعْدَ ذٰلِكَ لاَيَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ اِلاَّ قَلِيْلاً -

- بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ 'ইউসাল্লী মিনাল্লাইলি'–রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তো। لاَيَنَامُ 'লা-ইয়ানামু'–ঘুমাতেন না।

৪২৯। সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবদুল্লাহ কতো ভাল মানুষ। হায়! সে যদি রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তো। সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, একথা শুনার পর আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাতে খুব কমই ঘুমোতেন।

–বুখারী, মুসলিম

আল্লাহর পথে খরচ ও আল্লাহর যিকির ঃ

(٤٣٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ - فَقَالَ وَمَاذَاكَ؟ فَقَالُوْا يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُوْنَ وَلاَ نُعْتِقُ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَلاَ اُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَكُوْنُ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِنْكُمْ اِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَاصَنَعْتُمْ ؟ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُسَبِّحُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ

www.icsbook.info

دُبُرَكُلِّ صَلٰوةٍ ثَلاَثًا وَّثَلٰثِيْنَ مَرَّةً ـ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا سَمِعَ اِخْوَانُنَا اَهْلُ الْاَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوْا مِثْلَهُ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَهْلُ الدُّثُوْرِ 'আহলুদ্দুসূরি'– অর্থশালী ব্যক্তিগণ। بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى 'বিদ্দারাজাতিল উ'লা'–শ্রেষ্ঠ মর্যাদা। لاَنُعْتِقُ 'লা-নুতিকু'–আমরা গোলাম আযাদ করতে পারি না। اَفَلاَ اُعَلِّمُكُمْ 'আফালা উআল্লিমুকুম'-আমি কি তোমাদেরকে, শিক্ষা দিবো না ? مَاصَنَعْتُمْ 'মা সা'নাতুম'–তোমরা যা করছো। دُبُرَكُلِّ صَلٰوةٍ 'দুবুরা কুল্লি সালাতিন'–প্রত্যেক নামাযের পরে। فَضْلُ اللّٰهِ 'ফাযলুল্লাহি'–আল্লাহ্‌র ফজলে।

৪৩০। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে নিবেদন করলো। আমাদের সম্পদশালী ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও স্থায়ী নেয়ামাত (জান্নাত) পেয়ে গেলো (আর আমরা বঞ্চিত রইলাম)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কিভাবে ?' তারা বললো, আমরা নামায পড়ি, তারাও নামায পড়েন। আমরা রোযা রাখি তারাও রোযা রাখেন। এ ধরনের সৎকাজগুলোতে তারা আমাদের সমান সমান। কিন্তু তারা মালদার হবার কারণে সদ্‌কা করেন। আমরা দরিদ্র হবার কারণে সদ্‌কা করতে পারি না। তাদের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু (আমল) শিখয়ে দেবো ? যার বদৌলতে তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের সমকক্ষ হয়ে যাবে এবং তোমাদের পরবর্তীদের উপরে থেকে যাবে। তোমরা যা করছো তা না করলে কেউ তোমাদের চেয়ে বেশী মর্যাদাবান হতে পারবে না। তারা বললো ঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে তা শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তোমরা ৩৩ বার

www.icsbook.info

সুব্‌হানাল্লাহ্‌, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ ও ৩৩ বার আল্লাহু আকবার পড়বে। কিছুদিন পর দরিদ্র মুহাজিরগণ আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো, আমাদের সম্পদশালী বন্ধুগণ। দোয়ার কথা শুনে আমাদের ন্যায় আমল করতে শুরু করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহর নেয়ামত যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি দান করেন।-মুসলিম

ব্যাখ্যা : এ হাদীস হতে জানা গেলো, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের মনে আল্লাহর পথে আগে আগে থাকার ও আখেরাতে উত্তম মর্যাদা পাবার বাসনা কতো প্রবল ছিলো। এই হাদীস দ্বারা আরো বুঝা গেলো, যে সমস্ত দরিদ্র ও বিত্তহীন মানুষ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার সংগতি রাখে না। তারা যদি দোয়া কালাম পড়ে ও অন্যান্য সৎকাজ করে তাহলে তারাও জান্নাতে যেতে পারবে।

দাসদাসীগণকে তাদের ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত গোলামী থেকে মুক্ত করে পূর্ণ মানবিক মর্যাদায় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করাও অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ, তাও এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো।

এ হাদীসে আল্লাহু আকবার ৩৩ বার পড়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু অন্য হাদীসে তা ৩৪ বার পড়ার কথা আছে। আমাদের দ্বীনদার বুজুর্গ ব্যক্তিগণ শেষোক্ত হাদীস অনুযায়ী 'আল্লাহু আকবার' ৩৪ বার করেই পড়েন। কোন কোন হাদীসে ৩টি শব্দই মাত্র দশ বার করে পড়ার কথা আছে।

দরিদ্রাবস্থায় মেহমানদারী :

(٤٣١) جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّى مَجْهُوْدٌ، فَاَرْسَلَ اِلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاعِنْدِيْ اِلاَّ مَاءٌ - ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَى اُخْرٰى - فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ لاَوَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاعِنْدِيْ اِلاَّ مَاءٌ فَقَالَ مَنْ يُّضِيْفُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ - فَانْطَلَقَ بِهِ اِلٰى رَحْلِهِ فَقَالَ

www.icsbook.info

لامْـرَاتِهِ اَكْـرِمِـيْ ضَـيْـفَ رَسُـوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَفِـيْ رِوَايَةٍ قَالَ لامْرَاتِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَيْئٌ ؟ قَالَتْ لاَ اِلاَّ قُوْتُ صِبْيَانِنَا قَالَ فَعَلِّلِيْهِمْ بِشَـيْءٍ وَاِذَا اَرَادُوْا الْعَـشَـاءَ فَنَوِّمِـيْـهِمْ وَاِذَا دَخَلَ ضَـيْـفُنَا فَـاَطْفِيءِ السِّـرَاجَ وَاَرِيْهِ اَنَّا نَاْكُلُ فَقَـعَـدُوْا وَاَكَلَ الضَّـيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ ـ فَلَمَّـا اَصْبَحَ غَدًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيْعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ ـ بخاری، مسلم ابو هريره رضـ

শব্দের অর্থ : مَجْهُوْدٌ 'মাজহূদুন'–ক্ষুধার জ্বালায় কাতর। كُلُّهُنَّ 'কুল্লুহুন্না' –তাদের সকলেই। فَانْطَلَقَ بِهِ 'ফানতালাকা বিহি'–অতপর সে তাকে নিয়ে গেল। اَكْرِمِيْ 'আকরিমী'– সম্মান করো অর্থাৎ খাবার ব্যবস্থা কর। قُوْتُ صِبْيَانِنَا 'কূতু সিবয়যানিনা'–আমাদের বাচ্চাদের খাবার। فَنَوِّمِيْهِمْ 'ফানূমীহিম' –তাদের ঘুমিয়ে দাও। فَاَطْفِئِ السِّرَاجَ 'ফায়াতফিয়িসসিরাজা' –চেরাগ নিবিয়ে দিও। اُرِيْهِ 'উরীহি'–তাকে দেখাচ্ছি। بَاتَا طَاوِيَيْنِ 'বাতা তাওয়িয়াইনি'–তারা উভয়ে রাতে উপোষ রইলো। لَقَدْ عَجِبَ اللهُ 'লাকাদ আজিবাল্লাহ্'–আল্লাহ্ তাআলা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন।

৪৩১। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরজ করলো, আমি ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত কাতর। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাঁর কোন এক স্ত্রীর নিকট কিছু থাকলে নিয়ে আসার জন্যে পাঠালেন। সে স্ত্রী বলে পাঠালেন, 'সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন। আমার নিকট পানি ব্যতিত অন্য কোন খাবার জিনিস নেই।' একথা শুনে তিনি আর এক স্ত্রীর নিকট পাঠালেন। সেখান থেকেও একই উত্তর এলো। অবশেষে সকল স্ত্রীর নিকট থেকেই একই উত্তর এলো যে, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন আমার নিকট পানি ব্যতিত খাবার মতো কিছুই

www.icsbook.info

নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে সম্বোধন করে বললেন, আজ রাতে কে এই মেহমানের মেহমানদারী করতে পারবে ? তখন জনৈক আনসার দাঁড়িয়ে বললো, আল্লাহর রাসূল! আমি (তার মেহমানদারী করবো)। তিনি মেহমানকে নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমান। তার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করো। অন্য এক বর্ণনায় আছে তিনি বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'মেহমানদারী করার মতো তোমার নিকট কিছু আছে কি ? উত্তরে স্ত্রী বললো, 'শুধু শিশুদের খাবার আছে। তাদের এখনো খাওয়ানো হয়নি। তিনি বললেন, তাদের অন্য কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখো। খাবার চাইলে আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ো। মেহমান যখন খাবার খেতে প্রবেশ করবে তখন আলো নিভিয়ে দিয়ো এবং (খেতে বসলে) এমন কিছু (টুকটাক শব্দ) করো যাতে সে বুঝে আমরাও তার সঙ্গে খাচ্ছি। অতঃপর সবাই খেতে বসলো। মেহমান তৃপ্তি সহকারে খেলো এবং স্বামী-স্ত্রী সারারাত অভুক্ত অবস্থায় কাটালো। ভোরে যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো তখন তিনি বললেন, 'গত রাতে তোমরা স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে মেহমানের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছো তাতে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ যে লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে খাবার চেয়েছিলো সে ক্ষুধায় অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলো। এ কারণেই শিশুদের খাবার না দিয়ে তাকে দেয়া হয়েছিলো এবং বাচ্চাদের সামান্য কিছু খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিলো। কারণ বাচ্চারা সকাল পর্যন্ত কিছু না খেলে ক্ষুধায় মারা যেতো না। মোটকথা এ পর্যায়ে মেহমানকে অগ্রাধিকার দেয়া কর্তব্য। এ রকমভাবে নিজের বাচ্চাদেরকে অভুক্ত রেখে মেহমানকে সে ব্যক্তিই খাওয়াতে পারে যার মধ্যে ত্যাগ ও পরোপকারের প্রেরণা অধিক। উক্ত ঘটনায় ত্যাগ ও পরোপকারের একটি সর্বোত্তম নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়েছে। কারণ তার নিকট শুধু নিজের শিশু সন্তানদের খাওয়ানো পরিমাণ খাবারই অবশিষ্ট ছিলো। এ অবস্থায় তাদেরকে খাবার না দিয়ে তিনি পরোপকারের যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা সত্যি অভাবনীয় ও প্রশংসনীয়।

www.icsbook.info

মুস'য়াব ইবনে ওমাইর রা.-এর অবস্থা ঃ

(٤٣٢) عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَاْكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ - قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَكُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ - فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُّغَطِّىَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلٰى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِّنَ الْاِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ هَاجَرْنَا 'হাজারনা' – আমরা হিজরত করেছি। نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللّٰهِ 'নালতামিসু ওয়াজহাল্লাহি'–আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়। قُتِلَ 'কুতিলা'–শহীদ হয়েছেন। نَمِرَةً 'নামিরাতুন'–একখানা মোটা চাদর, কম্বল। غَطَّيْنَا 'গাত্তাইনা'–আমরা ঢেকে দিতাম। يَهْدِبُهَا 'ইয়াহদিবুহা'–সে তা ভোগ করতো।

৪৩২। খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলাম। আল্লাহর দরবারে আমাদের পূর্ণ সওয়াব জমা হলো। আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুহাজির মৃত্যুবরণ করেছিলো এবং পূর্বে তাদের পার্থিব পুরস্কার কিছুই পায়নি। মুস'যাব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। ওহুদের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন। কাফন দেয়ার জন্যে তাঁর গায়ের একটি মোটা কম্বল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সে কম্বলটিও এমন ছোট ছিলো যে, আমরা তার মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে পড়তো। আবার পা ঢাকতে চাইলে মাথা বেরিয়ে আসতো। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কম্বল দিয়ে মাথা ঢেকে দাও আর ইয্খির (এক জাতীয় ঘাস) দিয়ে পা দুটো ঢেকে ফেলো।

www.icsbook.info

আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যারা হিজরতের প্রতিফল দুনিয়াতে পাচ্ছে এবং তারা তা ভোগ করছে।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মুসা'য়াব রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার একটি অন্যতম ধনী পরিবারের নয়নমনি ছিলেন। অত্যন্ত বিলাস ব্যাসনের মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হচ্ছিলো। আরোহণের জন্যে তিনি সর্বোত্তম ঘোড়া ব্যবহার করতেন। প্রাতঃভ্রমণের জন্যে একটি এবং সান্ধ্য ভ্রমণের জন্যে ভিন্ন আর একটি ঘোড়ায় আরোহণ করতেন। দিনে কয়েকবার পোশাক পরিবর্তন করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বান তাঁর কানে পৌঁছলে সংগে সংগে তা কবুল করে নিলেন। পরিণামে কি ঘটবে তার কোন চিন্তাই করলেন না তিনি। ইসলাম গ্রহণকারী ও নও-মুসলিমদের শোচনীয় দুরাবস্থা তাঁর সামনেই ছিলো। তাঁর ইসলাম-পূর্ব ও ইসলামোত্তর জীবন যাত্রার কথা চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে যেতো।

কিন্তু মুস'য়াব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর অতীতের বিলাসী জীবনের কথা নিজে কখনো মনে করতেন না। ইসলামোত্তর দুর্দশার জন্যে জীবনে একবারও অনুতাপ করেননি এবং উত্থাপনও করেননি কোন অভিযোগ।

আসহাবে সুফ্ফার অবস্থা ঃ

(٤٣٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ اِمَّا اِزَارٌ وَّاِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوْا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ اَنْ تَبْدُ عَوْرَتُهُ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ لَقَدْ رَاَيْتُ 'লাকাদ রাআইতু'–আমি অবশ্যাই দেখেছি। قَدْ رَبطُوْا 'কাদ রাবাতূ'–তারা বেঁধে রাখতেন। مَا يَبْلُغُ 'মা ইয়াবলুগু'–যা পৌছত। تَبْدُوْ 'তাবদূ'–প্রকাশ পাবে।

www.icsbook.info

৪৩৩। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসহাবে সুফ্ফার এমন সত্তর জন সদস্যকে দেখেছি যাদের গায়ে জড়ানোর মতো কোন চাদর ছিল না। তাদের একটি মাত্র লুংগি কিংবা কম্বল ছিলো যা তারা গলায় বেঁধে রাখতেন। এতে কারো অর্ধ হাঁটু ঢেকে থাকতো আবার কারো গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছতো। এ অবস্থায় লজ্জাস্থান খুলে যাবার আশংকায় তারা হাত দিয়ে তা ধরে রাখতেন।-বুখারী

খুবাইব রা. সম্পর্কে দুশমনদের সাক্ষ্য ঃ

(٤٣٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ ..... فَلَبِثَ عِنْدَهُمْ اَسِيْرًا حَتّٰى اَجْمَعُوْا عَلٰى قَتْلِهٖ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوْسٰى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَاَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتّٰى اَتَاهُ فَوَجَدَتْهُ، مُجْلِسَهٗ عَلٰى فَخِذِهٖ وَالْمُوْسٰى بِيَدِهٖ فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فَقَالَ اَتَخْشَيْنَ اَنْ اَقْتُلَهٗ ؟ مَاكُنْتُ اَفْعَلُ ذٰلِكَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَارَاَيْتُ اَسِيْرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ - بخارى -

শব্দের অর্থ ঃ اَسِيْرًا 'আসীরান'–কয়েদী, বন্দী। فَاسْتَعَارَ 'ফাসতাআরা'–ধার নিলেন। مُوْسٰى 'মূসা'–ক্ষুর। يَسْتَحِدُّ 'ইয়াসতাহিদ্দু'–ধার দিচ্ছিলেন। اَتَخْشَيْنَ 'আতাখশীনা'–তুমি কি ভয় করছো ? مَارَاَيْتُ 'মা রাআইতু'–আমি দেখিনি।

৪৩৪। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বনু হারেস গোত্রের হাতে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। কেনোনা বদর যুদ্ধে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে হারেস নিহত হয়েছিলো। যখন খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের এ সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারলেন তখন গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করার জন্যে হারেসের এক মেয়ের নিকট থেকে একটি ক্ষুর চেয়ে নিলেন। ক্ষুর দিয়ে মেয়েটি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এমতাবস্থায়

www.icsbook.info

মেয়েটির অজান্তে তার একটি বাচ্চা খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে চলে এলো। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে কোলো তুলে আদর করতে লাগলেন। মেয়েটি তার বাচ্চাকে বন্দী খুবাইবের কোলে দেখে আতংকিত হয়ে পড়লো। তার ভয়, খুবাইব না আবার তার বাচ্চাকে মেরে ফেলে। খুবইব রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বললেন, তুমি হয়তো এ ভেবে ভয় পাচ্ছো আমি বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবো। আমি কখনও এ কাজ করতে পারি না। (কেননা শিশু হত্যা ইসলামে নিষিদ্ধ) সে মেয়েটি বলেছে, আমি জীবনে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায় উন্নত চরিত্রের আর কোন কয়েদী দেখিনি।-বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এটা এমন একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ, যার মধ্যে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্দী ও শাহাদাতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব ভালভাবেই এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে তারা তাঁকে সন্ধ্যায় অথবা আগামীকাল ভোরে শহীদ করে ফেলবে। এমতাবস্থায় দুশমনদের বাচ্চাকে হাতে পেয়ে তিনি অনায়াসে মেরে ফেলতে পারতেন। কিন্তু মারেননি। বরং তার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, 'ভয় পেয়ো না। আমি তাকে মেরে ফেলতে পারি না। কেনোনা, অমি যে দ্বীনের অনুসারী, সে দ্বীন দুশমনের বাচ্চাকে হত্যা করার অনুমতি দেয়নি।' মেয়েটি ঠিকই বলেছে, খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু-র ন্যায় উত্তম চরিত্রের কয়েদী সে আর কখনো দেখেনি।

খুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার জন্যে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলে তিনি একটুও কাঁদলেন না। বিহবলও হলেন না। শুধু বললেন, 'আমি যখন ঈমানের সংগে ইসলামের জন্যে মৃত্যুবরণ করছি, তখন কিভাবে মরছি তার কোন পরোয়া আমি করি না। আমার সংগে যে ব্যবহার করা হচ্ছে তা শুধু এ কারণেই হচ্ছে যে, আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইসলামের প্রসার চাচ্ছি।

এমতাবস্থায় আমার দেহকে কত খণ্ডে বিভক্ত করা হবে তার কোন পরোয় আমি করি না।

www.icsbook.info

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের রা.-এর সাথে আয়েশা রা.-এর সম্পর্ক ছিন্নঃ

(٤٣٥) اِنَّ عَائِشَةَ حُدِّثَتْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضـ قَالَ فِىْ بَيْعٍ اَوْعَطَاءٍ اَعْطَتْهُ عَائِشَةُ رضـ وَاللّٰهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ اَوْلَاَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، قَالَتْ اَهُوَ قَالَ هٰذَا؟ قَالُوْ نَعَمْ، قَالَتْ هُوَ لِلّٰهِ عَلَىَّ نَذْرٌ اَنْ لاَّ اُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرَ اَبَدًا فَاَسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ اِلَيْهَا حِيْنَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ فَقَالَتْ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَشْفَعُ فِيْهِ اَبَدً وَلاَ اَتَحَنَّثُ اِلٰى نَذْرِىْ فَلَمَّا طَالَ عَلَي ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمَسْوَرَبْنُ مَحْزَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ الْاَسْوَدِ ابْنِ يَغُوْثَ وقَالَ لَهُمَا اَنْشُدُكُمَا اللّٰهَ لَمَا اَدْخَلْتُمَا نِىْ عَلٰى عَائِشَةَ فَانَّهَا لاَيَحِلُّ لَهَا اَنْ تَنْدِرِ قَطِيْعَتِىْ فَاَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى اَسْتَأْذَ نَا عَلٰى عَائِشَةَ رضـ فَقَالاَ ـ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ اُدْخُلُوْا ـ قَالُوْا كُلُّنَا؟ قَالَتْ نَعَمْ، اُدْخُلُوْا كُلُّكُمْ وَلاَ تَعْلَمُ اَنَّ مَعَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ـ فَلَمَّا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابِ ـ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِىْ وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدَا نِهَا اِلاَّ كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُوْلاَنِ ـ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَمَّا قَدْ عَمِلْتَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَلَمَّا اَكْثَرُوْا عَلٰى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيْجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِىْ وَتَقُوْلُ اِنِّى نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيْدٌ فَلَمْ يَزَالاَبِهَا حَتّٰى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ رضـ وَاَعْتَقَتْ فِىْ نَذْرِهَا اَرْبَعِيْنَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تَذْكُرُنَذْرَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَتَبْكِىْ حَتّٰى تَبُلُّ دُمُوْعُهَا خِمَارَهَا ـ

ـ بخارى عوف بن مالك رضـ

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ أَعْطَتْ। 'আ'তাতহু' –তিনি তা দান করেছেন। لَأَحْجُرَنَّ 'লাআহ্জুরান্না'– অবশ্যই তার উপর আমি নিয়ন্ত্রণ করবো। لَا أُكَلِّمُ 'লা-উকাল্লিমু'–আমি কথা বলবো না। اسْتَشْفَعَ। 'ইসতাশফাআ' – তিনি সুপারিশ পাঠালেন। لَا أَتَحَنَّثُ 'লা-আতাহান্নাসু'– আমি কসম ভাঙ্গবো না। أَنْشُدُكُمَا اللّٰهَ। 'আনশুদুকুমাল্লাহ্'– আমি তোমাদের উভয়কে আল্লাহর কসম দিচ্ছি। كُلَّنَا 'কুল্লুনা'–আমরা সকলে। أَنْ يَهْجُرَ 'আইঁইয়াহজুরা'–ত্যাগ করা। أَعْتَقَتْ। 'ই'তাকাত'–আযাদ করলেন। أَرْبَعِيْنَ رَقَبَةً 'আরবাঈনা রাকাবাতান'–চল্লিশ গোলাম। تَبُلُّ 'তাবুল্লা'–ভিজে গেলো।

৪৩৫। আউফ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কিছু লোক এসে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললো, আপনি যে ওমুক জিনিস বিক্রি করেছেন কিংবা কাউকে দান করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বোনপো) বলেছেন, যদি খালাম্মা আমার কথা না মানেন তাহলে, আমি তাঁর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে দেবো। অর্থাৎ বায়তুলমাল হতে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে যে পরিমাণ ভাতা দেয়া হয় তা কমিয়ে দিয়ে শুধু খরচ চালনার পরিমাণ অর্থ দেবো। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, সে কি একথা বলেছে ? লোকেরা বললো ঃ হাঁ, তিনি একথাই বলেছেন। অতঃপর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, ইবনে যুবাইয়েরের সঙ্গে আর কখনো কথা বলবো না। এরপর তিনি তার সাথে সকল সম্পর্কে ছিন্ন করে নিলেন। দীর্ঘদিন ধরে এ অবস্থা চললো। ইবনে যুবাইয়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট সুপারিশকারী পাঠালেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কারো কোন সুপারিশ মানলেন না। শপথও ভাংগেলন না। এ বিষয়টি ইবনে যুবাইয়েরের জন্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে উঠলো। এ কারণে তিনি মিসওয়ার ইবনে মাখ্যামা এবং আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদকে কসম দিয়ে বললেন, যে কোনভাবেই হোক আমাকে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট নিয়ে যাবার ব্যবস্থা

www.icsbook.info

করুন। তিনি আমার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। এ ব্যাপারে কসমও খেয়ে ফেলেছেন। অতঃপর মিসওয়ার এবং আবদুর রহমান তাকে সঙ্গে নিয়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বাসার দরজায় কড়া নেড়ে আওয়াজ দিলেন। সালাম জানিয়ে বললেন, 'আমরা ভেতরে আসতে পারি কি ?' হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হাঁ, 'আসুন'। তখন উভয়ে বললো, 'আমরা সকলেই আসবো কি ?' তিনি বললেন, হাঁ, আপনারা সবাই আসুন।' তিনি তখন জানতেন না, তাদের সঙ্গে ইবনে যুবাইয়েরও আছেন। তারা ভেতরে প্রবেশ করলো। ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্দার আড়ালে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে চলে গেলেন। সেখানে গিয়েই হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জড়ায়ে ধরে তাকে মাফ করে দেবার জন্যে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। কসম দিয়ে দিয়ে তিনি হযরত আয়েশাকে অপরাধ মাপ করে দেবার জন্যে অনুরোধ জানাতে লাগলেন। এদিকে মিসওয়ার এবেং আবদুর রহমানও আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইয়েরের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে এবং তার সঙ্গে কথা বলা শুরু করার জন্যে কসম দিয়ে দিয়ে সুপারিশ করতে লাগলেন।

এরা উভয়ে তাঁকে ঐ হাদীস স্মরণ করিয়ে দিলেন, যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিনদিনের বেশী কোন মুসলমানের সংগে রাগ করে কথা বলা বন্ধ রাখা জায়েয নয়। যখন সবাই সমবেতভাবে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উপর চাপ সৃষ্টি করলেন এবং জোর দিয়ে বললেন যে, আপনি যা করছেন সেটা অন্যায় ও গুনাহ। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমি কসম খেয়ে ফেলেছি এবং কসম অত্যন্ত কঠিন বিষয়। মোটকথা তারা উভয়ে হযরত আয়েশাকে ক্রমাগতভাবে বুঝাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কসম ভংগ করে ইবনে যুবাইয়েরের সংগে কথা বললেন এবং কসমের কাফ্ফারা স্বরূপ ৪০ জন গোলাম মুক্ত করে দিলেন। পরবর্তী জীবনে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর এ ভুলের কথা মনে উঠলেই কাঁদতে শুরু করতেন এবং এতো অধিক পরিমাণে কাঁদতেন যে চোখের পানিতে তার ওড়না ভিজে যেতো।-বুখারী

www.icsbook.info

দাসদের উপর অন্যায় আচরণের অনুভূমি ঃ

(٤٣٦) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ- يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ مَمْلُوْكِيْنَ يَكْذِبُوْنَنِيْ وَيَخُوْنُوْنَنِيْ وَيَعْصُوْنَنِيْ وَاَشْتِمُهُمْ وَاَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ اَنَا مِنْهُمْ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُوْكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوْكَ- عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لَّكَ لَاعَلَيْكَ- وَاِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ دُوْنَ ذَنْبِهِمْ كَانَ فَضْلاً لَّكَ- وَاِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوْبِهِمْ اُقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِيْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَمَاتَقْرَءُ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمَ الْقِيَمَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ (الانبياء ١٤٧) فَقَالَ الرَّجُلُ مَا اَجِدُلِيْ وَلِهٰؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِّنْ مُفَارَقَتِهِمْ اُشْهِدُكَ اَنَّهُمْ كُلُّهُمْ اَحْرَارٌ- ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ اِنَّ لِيْ مَمْلُوْكِيْنَ 'ইন্নালি মামলূকীনা'–আমার কতিপয় গোলাম আছে। يَخُوْنُوْنَنِيْ ইয়াখূনূনানী'– আমার সাথে খিয়ানত করে। يَعْصُوْنَنِيْ 'ইয়া'ছূনূনানী –আমার নাফরমানী করে। اَضْرِبُهُمْ 'আদরিবুহুম'–আমি তাদের মারধোর করি। يُحْسَبُ 'ইউহসাবু'–হিসাব নেয়া হবে। عِقَابُكَ 'ইকাবাকা'– তোমার শাস্তি। اُقْتُصَّ 'উক্তুস্সা'–প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। فَتَنَحَّى الرَّجُلُ 'ফাতানাহ্হাররাজুলু'–লোকটি এক কোণে চলে গেলো। اُشْهِدُكَ 'উশহিদুকা'–আমি আপনাকে সাক্ষী রাখবো।

৪৩৬। আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন

www.icsbook.info

করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কতিপয় গোলাম আছে। তারা আমার সাথে মিথ্যে কথা বলে। আমানতের খিয়ানত করে। আমার নাফরমানী করে। আমি তাঁদেরে গালিগালাজ করি ও মারধোর করি। এ বিষয়ে আমার কি হবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিয়ামতের দিন তাদের মিথ্যে বলা, খিয়ানত করা, অবাধ্য আচরণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সহ সবগুলোরই হিসেব নেয়া হবে। তুমি তাদেরকে যে শাস্তি দিচ্ছো। তা যদি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয় তা তোমার জন্যে মংগলের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি তোমার প্রদত্ত শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় বেশী হয়ে যায় তাহলে বেশীটুকুর সমপরিমাণ প্রতিশোধ তোমার থেকে গ্রহণ করা হবে। একথা শুনে সে ব্যক্তি এক কোণে গিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি পবিত্র কুরআনের এ আয়াত পড়োনি যেখানে আল্লাহ বলেছেন ঃ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الاية 'আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লায় প্রত্যেকের আমল ওজন করবো। ওজনে কারো প্রতি কোন রকমের যুলুম করা হবে না। অণু পরিমাণ আমলও তা ভাল হোক কিংবা মন্দ হোক, আমলনামায় থাকলে তার হিসেবে নেয়া হবে। আর হিসেব নেবার জন্যে আমিই যথেষ্ট।' তখন সে ব্যক্তি বললো, এ গোলামগুলোকে আমার নিকট থেকে পৃথক করে দেয়াই উত্তম মনে করছি। হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিলাম।-তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়াতে এমন বহু লোক আছে যারা চাকরবাকরকে মারধোর করে থাকে। কিন্তু এ লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেনো এলো এবং কেনো জিজ্ঞেস করলো এ বিষয়ে তার কি অবস্থা হবে ? যদি আখেরাতের ভয় তার মনে উদয় না হতো তাহলে এ প্রশ্ন তার মনে কখনোই জাগতো না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে আকুল হয়ে কান্না শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত সব গোলামকে আযাদ করে দেয়। এ আশায় যে, তাদের উপর যদি কোন অতিরিক্ত যুলুম হয়ে থাকে তাহলে তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

www.icsbook.info

একমাত্র আল্লাহভীতিই তাকে এ সময় এ সমস্ত কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী-সাথীদের মাত্র কয়েক জনের অবস্থার সামান্য কিছু এখানে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উন্নততম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বর্বর সমাজের লোকজনের কি পরিমাণ চারিত্রিক উন্নতি সাধন করেছিলেন এটা তারই প্রমাণ।

আখেরাতের চিন্তা

কেনো আযাব পাবার যোগ্য ঃ

(٤٢٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ۔ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ ؟ قَالُوْا نَحْنُ الْمُسْلِمُوْنَ۔ وَامْرَأَةٌ تَحْضِبُ بِقَدْرِهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَّهَا ۔ فَاِذَا ارْتَفَعَ وَهَجٌ تَنَحَّتْ بِهِ فَاَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ۔ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَتْ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ اَلَيْسَ اللّٰهُ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ؟ قَالَ بَلٰى قَالَتْ فَلَيْسَ اللّٰهُ اَرْحَمَ بِعِبَادِهٖ مِنَ الْاُمِّ بِوَلَدِ ۔ قَالَ بَلٰى قَالَتْ اِنَّ الْاُمَّ لَا تُلْقِي وَلَدَهَا فِي النَّارِ ۔ فَاَكَبَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِيْ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهٗ اِلَيْهَا فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهٖ اِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِيْ يَتَمَرَّدُ عَلَى اللّٰهِ وَاَبٰى اَنْ يَّقُوْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۔ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ تَحْضِبُ 'তহদিবু'–চুলায় লাকড়ি ঠেলে আগুনের তেজ বাড়াচ্ছিল। هَجٌ 'হাজ্জা'–আগুন দাউদাউ করে জ্বলতো। تَنَحَّتْ بِهِ 'তানাহ্হাত বিহি'–তাকে দূরে সরিয়ে রাখতো। بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ 'বিআবী আনতা ওয়া

www.icsbook.info

উম্মী'–আপনার ওপর আমার মা-বাপ কুরবান হোক। اَلْمَارِدُ الْمُتَمَرِّدُ 'আলমারিদুল মুত্তামাররিদা' –অবাধ্য-অহংকারী। اَبٰى 'আবা'–অস্বীকার করে।

৪৩৭। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোন এক যুদ্ধাভিযানে ছিলাম। একদনি কতিপয় লোকের নিকট দিয়ে যাবার বেলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন ধর্মের লোক? তারা বললো, আমরা মুসলমান। (আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন) সেখানে একজন স্ত্রীলোক একটি ডেকচিতে রান্না করছিলো। চুলায় লাকড়ী ঠেলে দিয়ে দিয়ে আগুনের তেজ বাড়াচ্ছিলো। স্ত্রীলোকটির কোলে ছিলো একটি শিশু সন্তান। যখনই আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠতো শিশুটিকে সে একটু দূরে সরিয়ে নিতো। স্ত্রীলোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, হাঁ। সে বললো, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আল্লাহ কি সর্বাধিক করুণাময় নন? তিনি বললেন, হাঁ। সে বললো, মা যেরূপ সন্তানের প্রতি স্নেহশীল। আল্লাহ কি তাঁর বান্দাগণের প্রতি মায়ের চেয়ে বেশী স্নেহশীল নন? তিনি বললেন, হাঁ আল্লাহ মায়ের চেয়ে অনেক বেশী স্নেহ পরায়ণ। তখন স্ত্রীলোকটি বললো, কোন মা তো তার সন্তানদের আগুনে ফেলতে চায় না। স্ত্রীলোকটির কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা নীচু করে কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মাথা তুলে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ তাঁর অবাধ্য, অহংকারী ও তাঁর এক ্বকে অস্বীকারকারী বান্দা ব্যতীত অন্য কাউকে শাস্তি দেবেন না।–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখ্য যে, মহিলাটি মুসলমান ছিলো এবং আল্লাহর করুণা ও অন্যান্য গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও অবহিত ছিলো। তবু তিনি উপরোক্ত প্রশ্নগুলো কেনো করলেন? এ মহিলার মনে আখেরাতের চিন্তা বাসা বেঁধেছিলো। সবকিছু করার পরও তিনি মনে করতেন যে জান্নাত লাভের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট নয়। জাহান্নামের ভয়াবহ ভীতির কথা তার মনে অহরহ জাগতে ছিলো।

www.icsbook.info

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'জাহান্নামের অধিবাসীতো সে হবে, যে দ্বীনের আহবান প্রত্যাখ্যান করেছে। তুমি তো মুসলমান। তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে কেনো ? এমন ধরনের কোন লোককেই আল্লাহ জাহান্নামী করবেন না।' আখেরাতের চিন্তায় গভীরভাবে নিমগ্ন এরূপ মুসলমানদের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ জবাব অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত ছিলো।

ইসলাম পূর্ব জীবনের গুনাহ সম্পর্কে ঃ

(٤٣٨) عنْ عمْروِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا جعَلَ اللّٰهُ فِيْ قَلْبِي الْاِسْلَامَ اَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْتُ - اُبْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلْاُبَايِعكَ - فَبَسطَ يمِيْنَهُ فَقَبَضْتُ يَدِيْ - فَقَالَ مَالَكَ يَاعمْرُوْا فَقُلْتُ اُرِيْدُ اَنْ اَشْتَرِطَ فَقَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا؟ فَقُلْتُ اَنْ يُغْفَرَلِيْ قَالَ اَمَاعَلِمْتَ اَنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَتَيْتُ 'আতাইতু'–আমি আসলাম। اُبْسُطْ 'উবসুত'–বাড়িয়ে দিন। فَقَبَضْتُ 'ফাকাবাযতু'–আমি টেনে নিলাম। اُرِيْدُ 'উরীদু'–আমি চাই। تَشْتَرِطُ 'তাশতারিতু'–তুমি শর্ত দিবে। اَمَاعَلِمْتَ 'আমা আলিমতা'–তুমি কি জান না ? يَهْدِمُ 'ইয়াহদিমু'–মাফ হয়ে যায়।

৪৩৮। ওমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ যখন আমার মনে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা সৃষ্টি করলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে নিবেদন করলাম। আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন। আমি আপনার হাতে বাইয়াত করবো। (অর্থাৎ একথার অঙ্গীকার করবো যে এখন থেকে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী করবো না।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। তখন আমি আমার হাত টেনে নিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.icsbook.info

বললেন, 'কি হলো হে ওমর! হাত টেনে নিলে কেনো ? আমি বললাম, আমি কিছু শর্ত লাগাতে চাই। তিনি বললেন, কি শর্ত ? আমি বললাম, আমার পেছনের গুনাহ রাশি মোচনের শর্ত লাগাতে চাই। তিনি বললেন, হে ওমর! তুমি কি জানো না, ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলাম পূর্ব যাবতীয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়।-বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, অমুসলিমদের মাঝে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবলীগের কাজ এমন কার্যকরভাবে সম্পাদিত হতো যে, মানুষ আখেরাতের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়তো। তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যেতো, পূর্বপুরুষদের ধর্মকর্মে তাদের কোন উপকার হবে না। এ পার্থিব জীবনের পর আরো একটি অনন্ত অসীম জীবন আছে যেখানে বর্তমান জীবনের কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। সুতরাং সে জীবনের মুক্তির জন্যে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

বেশী করে নামায পড়ার পরামর্শ ঃ

(٤٣٩) عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مع رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاتِيْهِ بِوَضُوْءِهِ وحَاجَتِهِ- فَقَالَ سَلْنِيْ فَقُلْتُ اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِيْ الْجَنَّةِ فَقَالَ اَوَغَيْرُ ذَالِكَ؟ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ- مسلم

শব্দের অর্থ ঃ كُنْتُ اَبِيْتُ 'কুনতু আবীতু' –আমি রাত কাটাতাম। فَاتِيْهِ بِوَضُوْءِهِ 'ফাআতীহি বিউযূয়িহি'– তাঁর ওযূর পানি এনে দিতাম। سَلْنِيْ 'সালনী' –আমাকে জিজ্ঞেস করো। اَسْئَلُكَ 'আসআলুকা'–আমি আপনার কাছে চাই। مُرَافَقَتَكَ 'মুরাফাকাতাকা'–আপনার সাহচর্য। فَاَعِنِّيْ 'ফাআয়িন্নী' –অতএব তুমি আমায় সাহায্য করো।

৪৩৯। রাবিয়া ইবনে কা'য়াব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে থাকতাম এবং

www.icsbook.info

ওযুর পানি এনে দেয়া সহ তাঁর অন্যান্য দরকারী কাজকর্ম করে দিতাম একদিন তিনি আমাকে বললেন, আমার নিকট কিছু চাও। আমি বললাম. আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গ পেতে চাই। এটা ছাড়া আর কি চাও ? আমি বললাম, আমি অন্য কিছু চাই না। ওটাই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি বললেন, তাহলে বেশী করে নামায পড়ো। আমার সহায়তা করো।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকতে চাইলে উৎসাহ উদ্দীপনার সংগে আল্লাহর বন্দেগী করো। বেশী করে নামায পড়ো। এ আমল ব্যতীত আমার সংগে জান্নাতে থাকা সম্ভব নয়।

শাহাদাতের পুরস্কার ঃ

(٤٤٠) عَنْ اَبِیْ قَتَادَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى للّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنَّهٗ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَلَهُمْ اَنَّ الْجِهَادَ وَالْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ فَقَامَ رجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تُكَفَّرُ عَنِّيْ خَطَايَایَ؟ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَعَمْ اِنْ قُتِلْتَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ ؟ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّيْ خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَعَمْ، وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ـ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ اَرَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّيْ خَطَايَایَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَعَمْ، وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ اِلاَّ الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ ذٰلِكَ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ فَذَكَرَ 'ফাযাকারা'–অতঃপর তিনি আলোচনা করলেন। تُكَفِّرُ 'তুকাফফিরু' –ক্ষতিপূরণ হবে। خَطَایَایَ 'খাতায়ায়া'–আমার

www.icsbook.info

গুনাহসমূহের। صَابِرٌ 'সাবিরুন'–ধৈর্যধারণকারী। مُحْتَسِبٌ 'মুহতাসিবুন' –আল্লাহকে খুশী করার আশায়। مُقْبِلٌ 'মুকবিলুন'–সামনে চলতে থাকো। مُدْبِرٌ 'মুদবিরুন'–পলায়নকারী। اَلدَّيْنُ 'আদ্দাইনুন'–ঋণ।

৪৪০। আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের সামনে বক্তৃতা করার সময় বললেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনা ও তার রাস্তায় জিহাদ করাই হলো সর্বোত্তম আমল। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করি। তাহলে আমার অতীতের গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে কি? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তুমি আল্লাহর রাস্তায় দুশমনের মুকাবিলায় অবিচল হয়ে লড়াই করো। পালিয়ে না যাও এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় লড়তে লড়তে শাহাদাত বরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলছিলে ? সে বললো, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হই তাহলে আমার অতীতের গুনাহ মাফ হবে কি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, তোমার সব গুনাহ মাফ করা হবে, যদি তুমি একমাত্র আল্লাহকে খুশী করার আশায়, দুশমনের মুকাবিলায় অটল অবিচল থেকে লড়াই করতে থাকো। পলায়ন না করো। কিন্তু তোমার যদি কোন ঋণ থাকে তাহলে তা মাফ হবে না। জিবরীল আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক্ষুণি একথা বলে গেলেন। –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আখেরাত সম্পর্কে যার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে তার মানসিক অবস্থা এরূপই হয়ে যায়। যে সবসময়ই তার অতীতের গুনাহ কি করে মাফ হবে এই চিন্তা করতে থাকে।

এ হাদীস দ্বারা মানুষের অধিকার যে কতো গুরুত্বপূর্ণ তা প্রকাশিত হয়েছে। কেউ যদি কারো নিকট ঋণ গ্রহণ করে তা পরিশোধ না করে কিংবা ঋণদাতার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে না নেয় তাহলে সে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেলেও তাকে মাফ করা হবে না। ঋণের হিসাব তাকে দিতেই হবে।

www.icsbook.info

ছোট ছোট গুনাহ ঃ

(٤٤١) انكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ اَعْمَالاً هِيَ اَدَقُّ فِيْ اَعْيُنِكُمْ مِّنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ يَعْنِى الْمُهْلِكَاتِ - بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اَدَقُّ 'আদাককুন'–সূক্ষ্ম, নগণ্য। اَعْيُنِكُمْ 'আ'ইয়ুনুকুম' –তোমাদের চোখ। اَلشَّعْرُ 'আশশা'রু'–চুল। كُنَّانَعُدُّهَا 'কুন্না নাউ'দ্দুহা'– আমরা গণ্য করতাম। اَلْمُوْبِقَاتُ 'আলমুবিকাতু'–মারাত্মক ধ্বংসকারী।

৪৪১। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি সমকালীন লোকজনকে বলেছেন, তোমরা অনেক সময় বহু অপরাধ করছো যা তোমাদের চোখে একটি পশমের চেয়েও নগণ্য বলে মনে হয়। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এগুলোকে দ্বীন ও ঈমানের জন্যে অত্যন্ত মারাত্মক ধ্বংসকারী গুনাহ বলে গণ্য করতাম। –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ যদি ছোট ছোট অপরাধগুলোকে ক্ষুদ্র মনে করে অবহেলা করতে থাকে তাহলে তার এমন অভ্যেস গড়ে উঠবে যে, একদিন মারাত্মক অপরাধকেও সে ক্ষুদ্র মনে অবহেলা করবে।

আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি ভালোবাসা ঃ

(٤٤٢) انَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا الاَّ اَنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ - قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ - قَالَ اَنَسٌ فَمَا رَاَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَرْحَهُمْ بِهَا - بخارى، مسلم انس رض

শব্দের অর্থ ঃ اَلسَّاعَةُ 'আস্সাআতু'–কিয়ামত। وَيْلَكَ 'ওয়াইলাকা'–তোমার মঙ্গল হোক। مَا اَعْدَدْتَ 'মা আ'দাদতা'–তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো ? اُحِبُّ 'উহিব্বু'–আমি ভালবাসি। فَرِحُوْا 'ফারিহূ'–তারা খুশী হয়েছে।

www.icsbook.info

৪৪২। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন হবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কল্যাণ হোক। তুমি কি এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছো ? সে বললো, তার জন্যে তো আমি বিশেষ কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে খুবই ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যাকে ভালোবাস পরকালে তাঁর সংগেই থাকবে। (অর্থাৎ মানুষ এখানে যাকে ভালোবাসে পরকালে তাঁর সংগেই থাকবে।) আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন, সেদিন সমবেত মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথায় এতো বেশী খুশী হয়েছিলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর এতো বেশী খুশী হতে আমি আর কখনো দেখিনি -বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগী-সাথীগণ নেক আমলের ক্ষেত্রে কতো বেশী অগ্রসর ছিলেন স্বয়ং কুরআনই তার সাক্ষ্য। তা সত্ত্বেও তাঁরা পরকালের ব্যাপারে খুবই চিন্তিত থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া এ সুসংবাদে তাঁদের অন্তরে খুশীর তুফান সৃষ্টি হওয়াতো খুবই স্বাভাবিক। অনুরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকদেরকে এরূপ খুশীর সংবাদ দেয়াই দরকার।

ইসলামে নৈতিক চরিত্র

(٤٤٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا ـ

শব্দের অর্থ ঃ خِيَارُكُمْ 'কিয়ারুকুম'– তোমাদের ভালো লোক। اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا। 'আহসানুকুম আখলাকা'–চরিত্রের দিক থেকে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম।

www.icsbook.info

৪৪৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ভালো লোক হলো তারা, যারা চরিত্রের দিক দিয়ে তোমাদের সকলের চেয়ে ভালো।

ব্যাখ্যা ঃ উদ্ধৃত হাদীস থেকে নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে আদর্শ উপস্থাপিত করেছেন, তাতে ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে মানুষের নৈতিক চরিত্রের উপর এবং এটাকেই মানুষের সঠিক কল্যাণের উৎস বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষ অসৎ চরিত্রের কাজ হতে নিজেকে দূরে রাখবে। উত্তম ও উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলী গ্রহণ করবে। এটাই হচ্ছে মানুষের বৈশিষ্ট্য। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমন উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি প্রধান কাজ হচ্ছে মানুষের মন-মগজ, চরিত্র ও কার্যাবলীকে নির্মল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ এবং সর্বপ্রকার ক্লেদ কালিমা মলিনতা হতে মুক্ত করে তোলা। কেননা, মানুষের বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত ও প্রমাণিত হতে পারে উত্তম নৈতিক চরিত্রের বদৌলতে। অত্র হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি সর্বোত্তম, ইসলামের দৃষ্টিতে সেই হচ্ছে উত্তম ব্যক্তি। এখানে প্রকৃত মানুষ্যত্ব ও উত্তম নৈতিক চরিত্র একই জিনিসের দুই নাম। যার উন্নত মনুষ্যত্ব রয়েছে সে-ই উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী। উত্তম চরিত্র ব্যতীত কোন মানুষই মানুষ হওয়ার দাবি করতে পারে না।

(٤٤٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِكُمْ اِلَيَّ وَاَبْعَدِكُمْ مِنِّيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارِيْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ۔

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ اَقْرَبُكُمْ 'আকরাবুকুম'– তোমার অধিক কাছাকাছি। مَجْلِسًا 'মাজলিসান'–অবস্থানের দিক দিয়ে। اَلثَّرْثَارُوْنَ 'আসসারসারূনা'– অনলবর্ষি বক্তা। اَلْمُتَفَيْهِقُوْنَ 'আলমুতাফাইহিকুনা'–অহংকারী।

৪৪৪। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে আমার কাছে অধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে অধিক নিকটবর্তী সেই সব লোক যারা তোমাদের মধ্যে আখলাক ও নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম। পক্ষান্তরে তোমাদের মধ্যে আমার কাছে অধিকতর ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন আমার কাছ থেকে অধিক দূরে থাকবে সে সব লোক, অনলবর্ষি বক্তা, লম্বা লম্বা কথা বলে লোকদের অস্থির করে তোলে এবং অহংকার পোষণ করে। সাহাবীগণ বলেন ঃ তিন ধরনের লোকদের মধ্যে প্রথম দুই ধরনের লোকদের তো আমরা জানি, কিন্তু শেষোক্ত লোক কারা ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারা হচ্ছে অহংকারী লোক।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলের নিকটবর্তী ও প্রিয় লোক কে এবং কে প্রিয় নয়, তার একটি বাহ্যিক মাপকাঠি উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, উত্তম চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিগণই কিয়ামতের দিন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে অধিকতর প্রিয় হবে। তারা সেদিন রাসূলের সাহায্য লাভ করবে, রাসূলের শাফাআতেরও অধিকারী হবে। কিন্তু যাদের মধ্যে তিন ধরনের দোষের একটি থাকবে, তারা যেমন রাসূলের প্রিয়পাত্র হতে পারবে না, তেমনি রাসূলের নৈকট্য ও সাহায্য পাবে না। তাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক তারা, যারা খুব বেশি কথা বলে, কথা বলার সময় কৃত্রিমতা ও কপটতার আশ্রয় নেয়, এত দ্রুত এবং তাড়াতাড়ি কথা বলে যে, অনেক সময় তা সঠিকভাবে বুঝাও যায় না। দ্বিতীয় তারা, যারা দীর্ঘ ও লম্বা লম্বা কথা বলে, কথার বাহাদুরীতে এত উচ্চমার্গে পৌছে যায় যে, তাদের যেন নাগালই পাওয়া যায় না। নিজেদের কথার উচ্চ প্রশংসা নিজেরাই করতে থাকে। তাদের কথা হতে এ ভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তারা দুনিয়ায় কাকেও পরোয়া করে না, কারও মান-সম্মান মর্যাদার কোন মূল্য যেন

www.icsbook.info

তাদের কাছে নেই। আর তৃতীয় তারা, যারা মুখ ভরে কথা বলে, কথা বলার সময় এমনভাবে করে যে, সমস্ত কথা যেন মুখের ভিতরই বন্ধী হয়ে পড়েছে এবং বিকট ধরনের শব্দই শুধু শ্রুতিগোচর হয়। তাদের কথার মধ্যে এমন একটা প্রচ্ছন্ন অথচ প্রকাশ্য ভাব লক্ষ্য করা যায় যে, তারা যেন সকলের নাগালের বাইরে। অন্য সব লোক যেন তাদের থেকে অনেক ছোট, অনেক হীন এবং অনেক দূরে অবস্থিত। অহংকার, আত্মাভিমান ও আত্মশ্রেয়বোধ তাদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে নগ্নভাবে প্রকাশ পায়। আলোচ্য হাদীসের দৃষ্টিতে তারা শুধু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অপ্রিয় নয়, গোটা মানব সমাজেও তারা নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক বলে বিবেচিত। তারা আর যাই করুক বা না করুক, মানুষের অন্তর জয় করতে ও ভক্তি শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হয় না, সত্যিকার মানুষের পরিচয় তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

হযরত আবুদ্দারদা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন ঈমানদার বান্দার দাড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র অপেক্ষা অধিক ভারী জিনিস আর কিছুই হবে না; আর যে লোক বেহুদা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট ধরনের কথাবার্তা বলে, আল্লাহ তায়ালা তাকে মোটেই পছন্দ করেন না।

নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব

(٤٤٥) عَنْ مَالِكٍ رض انَّهُ قَدْ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ ـ موطا امام مالك

শব্দের অর্থ ঃ بُعِثْتُ 'বুইসতু'– আমাকে পাঠানো হয়েছে। لاُتَمِّمَ 'লিউতামমিমা'–পরিপূর্ণ করার জন্য। مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ 'মাকারিমাল্ আখলাকি' –উত্তম চরিত্র।

৪৪৫। মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর কাছে এ খবর পৌছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমাকে নৈতিক চরিত্র মাহাত্ম্য পরিপূর্ণ করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করা হয়েছে। – মুয়াত্তা ইমাম মালিক

www.icsbook.info

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমানদার লোকদের মধ্যে ঈমানের দিক দিয়ে পূর্ণ ব্যক্তি সে-ই হতে পারে, যে তাদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে সকলের অপেক্ষা উত্তম। – আবূ দাঊদ, দারেমী

ইসলামে নৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

(٤٤٦) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهٖ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وصَائِمِ النَّهَارِ - ابوداؤد

শব্দের অর্থ : لَيُدْرِكُ 'লাইউদরিকু'– অবশ্যই লাভ করতে পারবে। دَرَجَةٌ 'দারাজাতুন' –সর্বদা। قَائِمُ اللَّيْلِ 'কায়িমুল্লাইল'–রাতে নফল নামায আদায়কারী। صَائِمُ النَّهَارِ 'সায়িমুন্নাহারী'–দিনে রোযা পালনকারী।

৪৪৬। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয় মু'মিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের সাহায্যে সে সব লোকদের ন্যায় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে পারে, যারা সারা রাতে নফল নামায পড়ে এবং দিনে রোযা রাখে। – আবু দাউদ

ইসলামে নৈতিকতার ভিত্তি

(٤٤٧) عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهٖ حَذْرًا الِّمَابِهٖ بَاسٌ - ترمذى

শব্দের অর্থ : لَايَبْلُغُ 'লা-ইয়াবলুগু'– পৌঁছতে পারে না। اَلْمُتَّقِيْنَ 'আলমুত্তাকীনা' –আল্লাহ্‌ভীরুগণ। يَدَعُ 'ইয়াদাউ'–ছেড়ে দেয়। بَأْسٌ 'বা'সুন' –কষ্ট, ক্ষতি, দোষ।

www.icsbook.info

৪৪৭। আতিয়া সা'দী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা মুত্তাকী লোকদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত শামিল হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোন দোষের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকায় সেই সব জিনিসও ত্যাগ না করে, যাতে বাহ্যত কোনই দোষ নেই। – তিরমিযী

তাকওয়ামূলক জীবনধারা

(٤٤٨) عَنْ عَائِشَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاعَائِشَةُ اِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا ـ

শব্দের অর্থ ঃ مُحَقَّرَاتُ 'মুহাক্কিরাতুন'–তুচ্ছ নগণ্য। اَلذُّنُوْبُ 'আযযুনুবু'–গুণাহসমূহ। طَالِبًا 'তালিবান'–জিজ্ঞাসাবাদ।

৪৪৮। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আয়েশা! ছোট ছোট ও নগণ্য গুনাহ হতেও দূরে সরে থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা, সেই সব সম্পর্কেও আল্লাহ্‌র দরবারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।– ইবনে মাজাহ

সাধারণ লোকদের প্রতি দয়া–অনুগ্রহ

(٤٤٩) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لاَّ يَرْحَمُ النَّاسَ ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ لاَيَرْحَمُ 'লা-ইয়ারহামু'–দয়া করা হবে না।

৪৪৯। হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে লোক সাধারণ মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করে না, তার প্রতি আল্লাহ তায়ালাও রহম করবেন না।

(٤٥٠) عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكُوْنُوْا اِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا

www.icsbook.info

وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوْا وَاِنْ اَسَاؤُا فَلاَ تَظْلِمُوْا - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ اِمَّعَةٌ। 'ইম্মাআতান'–একজন আর একজনের কথায় কাজের অনুসরণকারী। اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ। 'ইন আহসানান্নাসু–লোকেরা ভাল কাজ করলে। وَاِنْ ظَلَمُوْا 'ওয়াইনযালামু'–তারা যুলুম করলে। وَاِنْ اَسَاؤُا 'ওয়া ইন আসাউ'–তারা খারাপ কাজ করলে।

৪৫০। হযরত হুযাইফা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অপরকে দেখে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ো না — এভাবে যে, তোমরা বলবে ঃ অপর লোক ভাল কাজ ও ভাল ব্যবহার করলে আমরাও ভাল কাজ, ভাল ব্যবহার করবো, অপর লোক যদি যুলুমের নীতি গ্রহণ করে, তবে আমরাও যুলুম করতে শুরু করবো। বরং তোমরা নিজেদের মনকে এ দিক দিয়ে দৃঢ় ও শক্ত করে নাও যে, অপর লোকেরা খারাপ ব্যবহার বা যুলুম করলে তোমরা যুলুম ও খারাপ কাজ কখনো করবে না। –তিরমিযী

(٤٥١) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِىْ بِلاَدِ اللّٰهِ - ابن ماجة

শব্দের অর্থ ঃ اِقَامَةُ حَدٍّ। 'ইকামাতু হাদ্দিন'–আল্লাহর একটি হদ্দ কায়িম করা। خَيْرٌ 'খাইরুন'–কল্যাণকর। اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً 'আরাবাঈনা লাইলাতিন' –চল্লিশ রাত।

৪৫১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্‌র কোন অনুশাসন কার্যকরী করা আল্লাহ্‌র লোকালয়ে চল্লিশ রাত পর্যন্ত বৃষ্টিপাত অপেক্ষাও কল্যাণকর। –ইবনে মাজাহ

www.icsbook.info

হযরত হুযায়ফা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন. সেই মহান আল্লাহ্র শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ, নিশ্চয়ই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অবশ্য অবশ্যই তোমরা অন্যায় ও পাপ কাজ হতে নিষেধ করবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তার নিজের তরফ হতে তোমাদের ওপর কঠিন আযাব পাঠাবেন। অতঃপর তোমাদেরকে একেবারেই পরিত্যাগ করা হবে এবং তখন তোমাদের কোন দোয়াও কবুল করা হবে না। –তিরমিযী

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের অপরিহার্যতা ঃ

(٤٥٢) عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَلِيِّ الْكِنْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْلًى لَّنَا اَنَّهُ سَمِعَ جَدِّيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لَايُعَذِّبُ الْعَمَّةَ بِعَمَلِ خَاصَّةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّنْكِرُوْا فَلَا يُنْكِرُوْ فَاِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ عَذَّبَ اللّٰهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ - شرح السنّة

শব্দের অর্থ ঃ لَايُعَذِّبُ 'লা-ইউআযযিবু'–শাস্তি দেন না। اَلْعَامَّةَ 'আল আম্মাতু'–সাধারণ লোক। بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ 'বিআমালিল খাসসাতি'–বিশেষ লোকজনের কৃতকর্মের দরুন। قَادِرُوْنَ 'কাদিরূনা'–তারা সক্ষম।

৪৫২। আদ্দী ইবনে আলী আলকিন্দী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক মুক্ত ক্রীতদাস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সে আমার দাদাকে একথা বলতে শুনেছে যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ কখনো বিশেষ লোকদের (অপরাধমূলক) কাজের কারণে সাধারণ লোকদের উপর আযাব নাযিল করেন না। কিন্তু তারা (সাধারণ লোক) যদি তাদের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে পাপ কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখতে পায় এবং তারা এর প্রতিবাদ করতে ও তা বন্ধ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা বন্ধ না করে কিংবা প্রতিবাদ না করে, তবে ঠিক তখনই আল্লাহ্ তায়ালা সাধারণ লোক ও বিশেষ লোক সকলকে একই আযাবে নিক্ষেপ করেন। –শরহে সুন্নাহ

www.icsbook.info

জিহাদ অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম

(٤٥٣) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ اَنْ قَدْ حَفَرَهُ شَيْءٌ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ حرج فَلَمْ يَتَمَلَّمْ اَحَدًا فَدَنَوْتُ مِنَ الْحُجُرَاتِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَدْعُوْنِيْ فَلَا اُجِيْبُكُمْ وَتَسْأَلُوْنِيْ فَلَا اُعْطِيْكُمْ وَسْتَنْصِرُوْنِيْ فَلَا اَنْصُرُكُمْ ـ

ـ مسند احمد، ابن ماجة

শব্দের অর্থ : فَعَرَفْتُ 'ফাআরাফতু'–আমি বুঝতে পারলাম। حَفَرَهُ 'হাফারাহু'–তাঁকে আঘাত করেছে। فَتَوَضَّأَ 'ফাতাওয়াযযা'আ'–অতঃপর তিনি ওযু করলেন। فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدًا 'ফালা ইয়াতাকাল্লামু আহাদান'–কারো সাথে কথা বললেন না। مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ 'মুরূ বিল মা'রূফি'–ভালো কাজের আদেশ দাও। تَدْعُوْنِيْ 'তাদউ'নী'–তোমরা আমাকে ডাকো। لَا أُجِيْبُكُمْ 'লা-উজীবুকুম'–আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো না।

৪৫৩। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে এলেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডল দেখে আমার মনে হলো যে, কোন জিনিস যেন তাকে আঘাত করেছে। অতঃপর তিনি ওযু করেন এবং বের হয়ে যান। এ সময়ের মধ্যে তিনি কাউকে কিছু বললেন না। আমি হুজরার ভিতর থেকেই তাঁর নিকটবর্তী হলাম। তখন আমি শুনতে পেলাম, তিনি বলেন, হে জনসমাজ, আল্লাহ্ তায়ালা নিশ্চয়ই বলেছেন যে, তোমরা অবশ্য অবশ্যই ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত

www.icsbook.info

রাখবে, সে অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে যখন তোমরা আমাকে ডাকবে; কিন্তু আমি সাড়া দিবো না। তোমরা আমার কাছে চাইবে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে দিবো না। তোমরা আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে, কিন্তু আমি তোমাদের সাহায্য করবো না।–মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ

(٤٥٤) عنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَ لَتَنْهَوُنَّ عنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ اَوْ لَيَسْحَتَنَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا بِعَذَابٍ اَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْ خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابَ لَهُمْ ـ

শব্দের অর্থ ঃ لَتَأْمُرُنَّ 'লাতা'মুরুন্না'–তোমরা অবশ্যই হুকুম দিবে। لَتَنْهَوُنَّ 'লাতানহাওনা'– তোমরা অবশ্য নিষেধ করবে। لَيَسْحَتَنَّكُمْ 'লাইয়াসহাতান্নাকুম' –তোমাদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করবেন। لَيُؤَمِّرَنَّكُمْ 'লাইউআম্মিরান্নাকুম' –তোমাদেরকে অবশ্যই নেতা করা হবে।

৪৫৪। হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই মা'রূফ-এর আদেশ করবে, মুনকার থেকে নিষেধ করবে, অন্যথায় আল্লাহ্ যে কোন আযাবে তোমাদের সকলকেই ধ্বংস করবেন কিংবা তোমাদের মধ্য হতে সর্বাধিক পাপাচারী, অন্যায়কারী ও যালিম লোকদেরকে তোমাদের উপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিবেন। এ সময় তোমাদের মধ্যকার নেককার লোকেরা মুক্তিলাভের জন্য আল্লাহ কাছে দোয়া ও কান্নাকাটি করবে; কিন্তু তাদের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। –মুসনাদে আহমদ

জিহাদের ধারা ও প্রকৃতি

(٤٥٥) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَاهِدُوا النَّاس فِي اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْقَرِيْب وَالْبَعِيْدَ وَلاَ

www.icsbook.info

تُبَالُوْا فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَاَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ عَظِيْمٌ يُنْجِي اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِهٖ مِنَ الْغَمِّ وَ الْهَمِّ - مسند احمد، البيهقى

শব্দের অর্থ ঃ جَاهِدُوْا 'জাহিদূ'–তোমরা জিহাদ করো। لَاتُبَالُوْا 'লা-তুবালূ' –তোমরা ভ্রমণ করো না। اَقِيْمُوْا 'আকীমূ'–তোমরা কায়িম করো। حُدُوْدُ اللّٰهِ 'হুদূদুল্লাহি'–আল্লাহর হুদুদ, দণ্ডবিধি। يُنْجِيْ 'ইউনজী'–নাজাত দেবেন।

৪৫৫। হযরত উবাদা ইবনুস সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সকলে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিকটবর্তী ও দূরের লোকদের সাথে জিহাদ করো এবং আল্লাহ্র ব্যাপারে তোমরা কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নের বিন্দুমাত্র ভয় করো না। পরন্তু তোমরা দেশ-বিদেশে যখন যেখানেই থাক, আল্লাহ্র আইন ও দণ্ড বিধানকে কার্যকর করে তোল। তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর, কেননা জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের অসংখ্য দরজার মধ্যে একটি অতি বড় দরজা। এ দ্বার-পথের সাহায্যেই আল্লাহ্ তায়ালা (জিহাদকারী লোকদেরকে) সকল প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও ভয়-ভীতি হতে নাজাত দান করবেন।–মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী

জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ

(٤٥٦) عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رض اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَيُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ وَيُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ حَتّٰى تَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

- ابوداؤد

www.icsbook.info

শব্দের অর্থ ঃ يُقَاتِلُ 'ইউকাতিলু'–লড়াই করে। لِلذِّكْرِ 'লিয্‌যিকরি' –সুনামের জন্য। لِيُرٰى مَكَانَهُ 'লিইউরিয়া মাকানাহূ'–তার মর্যাদা দেখাবার জন্য। كَلِمَةُ اللّٰهِ 'কালিমাতুল্লাহি'–আল্লাহর বাণী।

৪৫৬। হযরত আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একজন বেদুঈন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, এক ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতির জন্য যুদ্ধ করে, আর এক ব্যক্তি প্রসংসা লাভের আশায় যুদ্ধ করে, আর এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে এই জন্য যে, লোকেরা তার মান-মর্যাদা দেখুক, (এদের মধ্যে কার যুদ্ধ ঠিক?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লাম বলেন বললেন ঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে এ উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্‌র কালেমা সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নত হোক, তার যুদ্ধই মহান আল্লাহ্‌র (প্রদর্শিত) পথে সম্পন্ন হয়।–আবূ দাঊদ

জিহাদের স্তর

(٤٥٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ اُمَّةٍ قَبْلِيْ اِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ اُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهِ ثُمَّ اَنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَالاَ يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَالاَ يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَ هُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَ هُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَالِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ۔

- مسلم

শব্দের অর্থ ঃ بَعَثَهُ اللّٰهُ 'বাআসাহুল্লাহু'– আল্লাহ্‌ পাঠিয়েছেন। حَوَارِيُّوْنَ 'হাওয়ারিয়ূনা' –সাহায্যকারীগণ। يَقْتَدُوْنَ 'ইয়াকতাদূনা'–তারা অনুসরণ

www.icsbook.info

করতো। مَالَايُؤْمَرُوْنَ 'মা লা ইউমারূনা' –যে ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়নি। مَنْ جَاهَدَهُمْ 'মান জাহাদাহুম'–তাদের সাথে যে যুদ্ধ করে। حَبَّةُ خَرْدَلٍ 'হাব্বাতু খারদালিন'–এক বিন্দু পরিমাণ।

৪৫৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমার পূর্বে যে কোন উম্মতের প্রতি যে নবীই আল্লাহ্ তা'আলা পাঠিয়েছেন তাঁরই কিছু সহকর্মী ও যোগ্য সাথী হয়েছে। তাঁরা তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতো, তাঁর হুকুম পালন করতো। এরপর তাদের অনুপযুক্ত উত্তরাধিকারীগণ তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো আর তাদের অবস্থা হলে এই যে, তারা এমন কথা বলতো, যা তারা নিজেরা করতো না। (অর্থাৎ লোকদের তো ভাল কাজ করতে বলতো, কিন্তু তরা নিজেরা করতো না)। এর অপর অর্থ এই যে, যে কাজ বাস্তবিকই করণীয় তা তারা নিজেরা করতো না, কিন্তু মানুষের কাছে বলতো যে, আমরা এটা করছি। নিজেদের উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া গদি রক্ষার জন্য এই সুস্পষ্ট মিথ্যাথ কথা বলতে তারা কুণ্ঠিত হতো না আর যে কাজ করার তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়নি, তাই তারা করতো। (অর্থাৎ নিজেদের নবীর সুন্নাত এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী তারা নিজেরা তো চলতো না, কিন্তু যেসব গুনাহ ও বিদায়াতী কাজের কোন নির্দেশই তাদেরকে দেয়া হয়নি তা তারা খুব বেশি করেই করতো।) এরূপ অবস্থায় যারা এদের বিরুদ্ধে নিজেদের দু'হাতের শক্তির দ্বারা জিহাদ করে সে ঈমানদার। আর যে ব্যক্তি (তা করতে অসমর্থ হয়ে) অন্তত শুধু মুখের দ্বারা এর বিরুদ্ধে জিহাদ করে সেও মু'মিন। আর যে (মুখের জিহাদ করতে অসমর্থ হয়ে) কেবলমাত্র মন দ্বারাই এর বিরুদ্ধে জিহাদ করে (অর্থাৎ মন দ্বারা এতে ঘৃণা করে ও এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও অসন্তোষ পোষণ করে) সেও মু'মিন। কিন্তু এতটুকুও যে না করবে, তার মধ্যে একবিন্দু পরিমাণও ঈমান বর্তমান নেই। –মুসলিম

www.icsbook.info

জিহাদ ও ঈমান

(٤٥٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوْ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ لَمْ يَغْزُوْ 'লাম ইয়াগযূ'–যুদ্ধ করেনি। لَمْ يُحَدِّثْ 'লাম ইউহাদ্দিস'–কথা বলেনি। شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ 'শু'বাতিম মিন্নিফাকি' –মুনাফিকীর এক শাখা।

৪৫৮। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি মরে গেলো, অথচ সে না জিহাদ করেছে আর না তার মনে জিহাদের জন্য কোন চিন্তা, সংকল্প ও ইচ্ছার উদ্রেক হয়েছে, তবে সেই ব্যক্তি মুনাফিকের ন্যায় মরলো। –মুসলিম

জিহাদে অর্থ ব্যয়

(٤٥٩) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهٗ سَبْعُ مِائَةِ ضِعْفٍ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ اَنْفَقَ 'মান আনফাকা'–যে খরচ করেছে। فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ 'ফী সাবীলিল্লাহি'–আল্লাহর পথে। كُتِبَتْ 'কুতিবাত'–লিখা হবে। سَبْعُ مِائَةِ ضِعْفٍ 'সাবউ' মিয়াতি দি'ফিন'–সাতশত গুণ।

৪৫৯। খুরাইম ইবনে ফাতিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে যত কিছু খরচ করবে তার জন্য সাতশত গুণ বেশি সওয়াব লিখে দেয়া হবে।

– তিরমিযী

www.icsbook.info

(٤٦٠) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ خَلَفَهُ فِيْ اَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ الْغَازِيْ فِيْ اَنَّهُ لَايَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الْغَازِيْ شَيْئٌ -

শব্দের অর্থ ঃ جَهَّزَ- যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করবে। مَنْ خَلَفَهُ اَهْلِهِ - যে ব্যক্তি তার অনুপস্থিতে তার পরিবারের দেখাশুনা করবে।

৪৬০। হযরত যাইদ ইবনে খালিদিল জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদকারীকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করবে কিংবা জিহাদকারীর অনুপস্থিতিতে তার পরিবারবর্গের রক্ষাণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে, তার জন্য ঠিক জিহাদকারীর অনুরূপ সওয়াব লিখিত হবে। কিন্তু সে কারণে মুল জিহাদকারীর জিহাদের সওয়াব হতে একবিন্দুও কম করা হবে না।

—মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা ঃ মুসলিম শরীফে এই পর্যায়ে হাদীস হল ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزٰى وَمَنْ خَلَّفَهُ فِيْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزٰى -

যে ব্যক্তি জিহাদকারীকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে দিলো, সে যেন নিজেই জিহাদ করলো। আর যে লোক জিহাদকারীর অনুপস্থিতিতে তার পরিবারবর্গের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করলো, সেও যেন প্রত্যক্ষ জিহাদে যোগদান করলো।

وَفِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ الْحَثُّ عَلَى الْاِحْسَانِ اِلٰى مَنْ فَعَلَ مَصْلَحَةً لِّلْمُسْلِمِيْنَ اَوْقَامَ بِاَمْرِ مُهِمَّاتِهِمْ -

যেসব লোক মুসলিম সাধারণের পক্ষে কল্যাণকর কাজে নিযুক্ত রয়েছে, কিংবা তাদের কোন সামগ্রিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হয়েছে, সে

www.icsbook.info

সব লোকদের প্রতি কল্যাণময় আচরণ করার এবং তাদের জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ সেই সব কাজ আঞ্জাম দেয়ার প্রতি এই হাদীসে লোকদেরকে উৎসাহ দান করা হয়েছে।

অন্য কথায়, হয় তুমি নিজে জিহাদে আত্মনিয়োগ কর, না হয় জিহাদে নিযুক্ত লোকদের ও তাদের পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণের কাজে নিয়োজিত থাক। মুসলমানদের জন্য তৃতীয় কোন উপায় থাকতে পারে না।

সমাপ্ত

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info